বঙ্গের সুখাবসান

নাটক।

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত।

কলিকাতা।

নং ১১, কলেজ স্কোয়ার, রায় যন্ত্রে

শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম।

পুরুষগণ।

লাক্ষ্মণ্যসেন	বঙ্গাধিপতি।
বিরাটসেন	লাক্ষ্মণ্যসেনের ভ্রাতস্পুত্র।
মহেন্দ্র	লাক্ষ্মণ্যসেনের মন্ত্রী।
হরিপ্রসাদ	মহেন্দ্রের জামাতা ও বিরাটসেনের বন্ধু।
আনন্দময়	বিরাটসেনের বন্ধু।
গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য ...	লাক্ষ্মণ্যসেনের গুরু।
গোপাল	মহেন্দ্রের অনুগৃহীত ব্যক্তি।
বক্তিয়ার খিলিজি ...	মুসলমান সেনাপতি।
মোয়াদ খিলিজি ..	বক্তিয়ার খিলিজির ভ্রাতস্পুত্র।
গয়ারাম	কৃষক।
নিধিরাম	গয়ারামের পুত্র।

সভাসদ্‌গণ, ভৃত্য, সৈনিক, দূত ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

ব্রহ্মময়ী	লাক্ষ্মণ্যসেনের স্ত্রী।
সৌদামিনী	মহেন্দ্রের স্ত্রী।
মহীকুমারী	হরিপ্রসাদের স্ত্রী।
অভয়া	হরিপ্রসাদের মাতা।

পরিচারিকা।

বঙ্গের সুখাবসান।
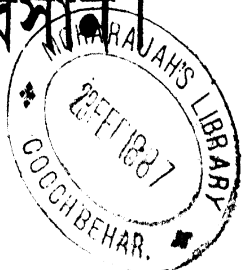
প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নবদ্বীপ রাজসভা।

লাক্ষ্মণ্য সেন, মহেন্দ্র, গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য ও
সভাসদ্‌গণ স্ব স্ব স্থানে আসীন।

লাক্ষ্ম। সভাসদ্‌গণ, অদ্য আমরা সকলেই সমান দুঃখিত, কারণ শুদ্ধ একটী দীপের আলো নির্ব্বাণ হয় নাই, সুধাংশু নিজেই চিরকালের নিমিত্ত অস্তমিত হয়েছেন। এমন মন্ত্রী, এমন বন্ধু, এমন মনুষ্য পৃথিবীতে অতি দুর্লভ। আমাকে রাজ্যভার বহনে সাহায্য করতে হিরণ্ময় আর আসবেন না।

মহে। কেনা আজ স্বর্গীয় মন্ত্রীবরের জন্য দুঃখিত? অতি বড় লোকেও তাঁকে শ্রদ্ধা করত, অতি ক্ষুদ্র লোকেও তাঁকে ভাল বাসত।

গোবি। মহারাজ, সংসার সকলেরই পরিত্যাগ করতে হবে, অগ্রে আর পশ্চাতে। মানব জাতি একটী স্রোতের ন্যায়, ক্রমেই প্রবাহিত হচ্ছে, বিরাম নাই। গুরুদেব, তুমি সত্য। মনুষ্যের মনে জ্ঞানের অভাব শোক দুঃখে পূর্ণ-করে।

লাক্ষ্ম। অতি দুর্দ্দিনেও যেমন সূর্য্যদেব উদয় গিরি হতে অস্তাচলে গমন করেন, তেমনই অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হলেও নৃপতির স্বকার্য্য সমাধা করতে হয়। বাসুকী ব্যতীত পৃথিবী থাকতে পারে না, মন্ত্রী ব্যতীত রাজ্য রক্ষা হয় না, সুতরাং অদ্যই হিরণ্ময়ের স্থলে অন্য কাহাকে নিযুক্ত করা উচিত।

গোবি। অবশ্য।

লাক্ষ্ম। আমি সেই শূন্যপদে মহেন্দ্রকে নিযুক্ত করব মনন করেছি।

সভাসদ। মহারাজ, পদের যোগ্য পাত্র, পাত্রের যোগ্য পদ বটে।

লাক্ষ্ম। মহেন্দ্র, তুমি অন্যূন পনের বৎসর রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছ, আর তোমার কার্য্য দক্ষতায় আমার রাজ্য তোমার নিকট উপকৃত আছে, এখন আরও উপকৃত হতে চায়। তোমাকে যে পদে নিযুক্ত করেছি সেই পদেই তুমি যশোভাজন হয়েছ। মহেন্দ্র, তুমি বড় হতে জন্ম গ্রহণ করেছ। তুমি সকল পদের যোগ্য কিন্তু কোন পদই তোমার যোগ্য নয়। অদ্য তোমাকে রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করলেম, সুশাসনে বঙ্গবাসীদিগকে সুখী কর।

মহে। এ অধীনের প্রতি মহারাজের অসীম অনুগ্রহ। অদ্য আমার মস্তকে যে সম্মান-ভার অর্পণ করলেন তার গুরুত্বে আমার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হচ্ছে। অধীনের মনের প্রধান ইচ্ছা এই, প্রজাগণের সুখ বৃদ্ধি করে মহারাজকে সুখী করি।

নেপথ্যে দূরে শৃগালের রব।

গোবি। রাম! রাম! কি অমঙ্গল ধ্বনি! কলির চরমাবস্থা, দিবসে শিবা, রাত্রে বায়স ডাকতে আরম্ভ করেছে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, উল্কাপাত, রক্ত-বৃষ্টি, এ সকল কুলক্ষণ সর্ব্বদা দেখা যাচ্ছে।

লাক্ষ্ম। আজ্ঞা হাঁ। হয় তো রাজ্যের কোন অমঙ্গল নিকট হয়েছে। ভগবান, আমার নীরিহ রাজভক্ত প্রজাবর্গকে বিপদগ্রস্ত করও না।

মহে। যেখানে রাজা প্রজার প্রতি সন্তুষ্ট, প্রজা রাজার প্রতি সন্তুষ্ট সে স্থান হতে অমঙ্গল দূরে থাকে।

গোবি। গুরুদেব, তোমার ইচ্ছা। মহারাজ, রাজ্যের ভাবি অমঙ্গল নিবারণার্থে শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানাদির প্রতি যত্নবান হওয়া অত্যন্ত কর্ত্তব্য।

লাক্ষ্ম। দেব, যেরূপ আজ্ঞা করেন এ দাস সেই রূপ করতেই প্রস্তুত।

গোবি। অদ্য সোমাচার্য্য, বাচস্পতি প্রভৃতিকে অপরাহ্নে আহ্বান করে আনাবেন, সকলে একত্র হয়ে ব্যবস্থা স্থির করা যাবে এখন। বিলম্ব উচিত নয়।

লাক্ষ্ম। যে আজ্ঞা, আপনাদের প্রসাদে আমরা দেবগণকে তুষ্ট করতে পারি। দেবপ্রসাদে, মহেন্দ্র, আর তোমার সাহায্যে রাজ্য রক্ষা ও তাহার হিতসাধন করতে সক্ষম হব। মন্ত্রি, তুমি সর্ব্বদা দেখবে প্রজার ইচ্ছা কি, কারণ প্রজার ইচ্ছা না জানলে প্রজাগণকে সুখী করা যায় না, আর প্রজাগণ সুখী না থাকলে রাজ্যের বল ক্ষয় হয়।

১ম সভা। আহা, মহারাজ কি প্রজাবৎসল!

লাক্ষ্ম। দুষ্টের শাসন যেরূপ আবশ্যক, রাজকর্ম্মচারীদিগকে শাসনাধীন রাখা তদ্রূপ প্রয়োজনীয়; কারণ দুষ্টের অন্যায়াচরণ অপেক্ষা দুষ্টদমনকারীর অন্যায়াচরণ অধিক অসহনীয়। সুতরাং যে রাজ্যে রাজকর্ম্মচারিগণ স্বেচ্ছাচারী সেখানে প্রজাগণ সর্ব্বদা অসুখী এবং সে রাজ্যের বলও ক্রমেই হ্রাস হতে থাকে। মন্ত্রি, রাজকর্ম্মচারীগণের আচরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।

মহে। মহারাজের আদেশ দাসের শিরোধার্য্য।

লাক্ষ্ম। মন্ত্রি, নিজ কর্ম্মসাধনে রাজার মুখাপেক্ষা করও না। তা হলে যদি রাজার অসন্তোষভাজন হও, ভীত হবে না। প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য অনেক রাজকর্ম্মচারী প্রজাদিগকে অসুখী করে, সুতরাং রাজ্যের বলও ক্ষয় করে। রাজাকে ভয় করবে, ততোধিক অধর্ম্মকে। রাজাকে মান্য করবে, ততোধিক ধর্ম্মকে। রাজার মনস্তুষ্টি করবে, ততোধিক প্রজার সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখবে।

মহে। মহারাজের উপদেশ হৃদয়ে চিরমুদ্রিত থাকবে।

লাক্ষ্ম। তুমি এ সমুদায় জান, বলা পূর্ণ কলসীতে জল ঢালা মাত্র। যে আজন্ম কখনও পথ ভুলে নি, তাকে নূতন পথে চলবের সময় সাবধান না করে দিলেও ক্ষতি নাই। মন্ত্রি, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আশি বৎসর গত হয়েছে, শরীর আত্মার বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, ইচ্ছামত দেখতে পাইনে, ইচ্ছামত চলতে পারিনে।

মহে। আশি বৎসরে মহারাজের বুদ্ধি যেরূপ তেজস্বিনী, অন্যের ষাট বৎসরেও সেরূপ থাকে না।

লাক্ষ্ম। না মন্ত্রি, আমার স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। আমার অল্প দিন এ পৃথিবীতে বাস করতে হবে, কিন্তু যে কয়েক দিন বাঁচি তোমার চক্ষু দ্বারা আমার দেখতে হবে, তোমার হস্ত দ্বারা আমার কার্য্য করতে হবে,

তোমার সাহায্য আমার বল হবে। আমার অবর্ত্তমানে শিশু বিরাট রাজা হবে। মন্ত্রি, বিরাটকে রক্ষা করও; অনেক মিত্রবেশী শত্রু আছে, তাদের দুরভিসন্ধি হতে বিরাটকে রক্ষা করও।

মহে। যুবরাজ একজন প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি হবেন, সন্দেহ নাই।

লাক্ষ্ম। শিশু বিরাটকে যত্নের সহিত রক্ষা করও। যৌবনের স্বাভাবিক সারল্য শঠজনের দুরভিসন্ধি সাধনের সোপান হয়ে পড়ে।

মহে। যুবরাজ সুবুদ্ধি, সুবিদ্বান, সচ্চরিত্র, সুধীর, তাঁর কেহ শত্রু হবে না; যদি হয়, থাকবে না। মহারাজ, যুবরাজ সম্বন্ধে এত আশঙ্কা কেন?

লাক্ষ্ম। তুমি মন্ত্রী হলে, এখন আশঙ্কা করা অন্যায় বটে। এখন সভা ভঙ্গ হক। মহেন্দ্র, হিরণ্ময়ের পরলোক গমনে যেরূপ দুঃখিত হয়েছি, তোমাকে মন্ত্রী করে সেই রূপ সুখী হলেম।

সকলে। আমরা সকলেই যৎপরোনাস্তি সুখী হয়েছি।

লাক্ষ্ম। মহেন্দ্র, নিয়োগ পত্র গ্রহণ কর। [নিয়োগ পত্র প্রদান। পরে সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যকে প্রণাম করা।]

গোবি। মহারাজের মঙ্গল হক, রাজ্যের মঙ্গল হক।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবদ্বীপ, মন্ত্রী-ভবন।

মহেন্দ্রের প্রবেশ।

মহে। (স্বগত) আমি উচ্চতম পদে আরোহণ করেছি। ইহা পাবার পূর্ব্বে মনে যে ভাব ছিল এখন আর সে ভাব নাই। অশায় বাড়ায়, ভোগে কমায়। আরও বড় হতে ইচ্ছা হচ্ছে। মহারাজ বললেন আমি বড় হতে জন্ম গ্রহণ করেছি—ঠিকই বলেছেন। এক অত্যুচ্চ শৃঙ্গে উঠেছি, আর একটী উচ্চতর শৃঙ্গ সম্মুখে। কিন্তু সে শৃঙ্গে আরোহণ করতে গেলে একটী স্রোত পার হতে হয়—

স্রোতের অধিক, ভীষণ জল-প্রপাত। সিংহাসন—তাতে লাক্ষ্মণ্যসেন উপবিষ্ট, স্বয়ং ধর্ম্ম উপবিষ্ট, কে আর তাতে অধিরোহণ করে? নিকটে যেতেই ভয়ে পা ভেঙ্গে পড়ে। বিশেষতঃ তিনিই আমাকে বড় করেছেন—কিন্তু আমার গুণ না থাকলে কে আমাকে বড় করতে পারত? ছাইকে কে সোণা করতে পারে? লাক্ষ্মণ্যসেন অপেক্ষা আপন গুণের কাছে আমার অধিক কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) ওটী হবে না—পারব না—করব না। অপেক্ষা করি—অল্পদিন মাত্র—সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ হক। তখন বিরাটসেন—বিরাটসেন আমার নিকট কি? তার সঙ্গে আমার তুলনা করতে ঘৃণা করে। সে রাজা হবে। মহেন্দ্রের হাতে কি রাজদণ্ড অধিক শোভা পায় না? তবে রাজমহিষী—আমাদের প্রতি তাঁর মাতৃস্নেহ—তিনি মনে বেদনা পান এইটী না হলেই হল—তারও উপায় আছে—উপায় আপনিই হতে পারে—সহমরণ। কিন্তু বিরাটকে—সেটী হবে না—রক্তপাত প্রাণনাশ, এ সব পৃথিবীর সাম্রাজ্য লোভেও করতে পারব না। অন্য উপায় আছে—মূর্খে যেখানে কিছুই দেখে না, সুবোধ ব্যক্তি সেখানে সহস্র পন্থা আবিষ্কার করে।

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদা। বলি, নূতন বাড়ীতে প্রবেশ করে অবাক হয়ে রাতদিন কি তারই শোভা দেখতে হয়?

মহে। (চমকিত হইয়া) কি বলছ?

সৌদা। শুনতে পাও নি না বুঝিয়ে দিতে হবে?

মহে। তোমার কথা শুনেছি।

সৌদা। তবে বুঝিয়ে দিতে হবে? এদ্দিন আমার স্বামীকে কিছুই বুঝিয়ে দিতে হয় নি।

মহে। (হস্ত ধারণ করিয়া) স্ত্রী কি পুরুষ যার বুদ্ধি নাই সেকি মানুষ? তুমি কি সুবোধ, কি চতুর! আজ কাল আমায় অন্যমনস্ক দেখছ? ঠিক বটে। কিন্তু আমাকে তুমি এত হীন মনে কর কি যে আমি রাত্রিদিন নূতন পদের বিষয় ভাবি? মন্ত্রীত্ব পেয়েছি, পেয়েছি—মহেন্দ্র তাতে দিশেহারা হয় নি।

সৌদা। তুমি মন্ত্রী হবার পর যতবার তোমার নিকট এসেছি তত বারই এই ভাব। এর কারণ কি? বিনা বাতাসে ঢেউ উঠে না। কার্য্যের ভার ঘাড়ে

পড়েছে বলে এমন হয়েছে ? কিন্তু হাজার কাজ পড়ুক তোমায় কখন প্রকার চিন্তিত হতে দেখি নি।

মহে। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তা হলে তোমার প্রণয়ের যোগ্য পারতেম না। তুমি যখন কথা কও তোমার সৌন্দর্য্য যে কত বৃদ্ধি হয় যায় না।

সৌদা। দুর্ভাবনার কারণ তো কিছু হয় নি ?

মহে। না, না, না। গোপালের স্ত্রী তোমার সঙ্গে কথা কয় নি ?

সৌদা। দেখ কি অন্যায় বলিছি, গোপালের শশুর মেয়ের বে দি আড়াই হাজার টাকা নেয় নি ? আমি যথার্থ কথা বলেছি তাইতে তার অভিমান। কথা নাই কইলে নেই নেই, কিন্তু অভিমানময়ীর মনে করা উচি ছিল আমি কার স্ত্রী, ওর মত দশ গণ্ডা দাসী রাখতে পারি।

মহে। তোমার অপমান করতে তার সাহস হল ?

সৌদা। সে মনে করে যে সে বড় মানষের স্ত্রী, তাইতে এত ঠেকার

মহে। তোমার কথা তার বড় লেগেছিল, তাইতে এমন করেছে।

সৌদা। লাগে কেন ? তার বাপ যখন টাকা নিলে তখন লাগে নি ? ও আর মুখ দর্শন করব না। তুমি ওর স্বোয়ামীকে আকাশে তুলেছ, তাই গুমোরে ফেটে মরে।

মহে। কিন্তু গোপাল অতি খাটীর মানুষ। সে এ কথা শুনে স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেছে।

সৌদা। সে কি সামান্যি মেয়ে মানুষ যে স্বোয়ামীর কথায় তার মন নরম হবে ?

মহে। বেলা তিন প্রহর অতীত হয়েছে, এখন রাজবাড়ী যেতে হবে। মহারাজ একটু সকাল করে যেতে বলে দিয়েছেন।

সৌদা। তবে যাও।

[মহেন্দ্রের প্রস্থান।

পরিচারিকা সঙ্গে হরিনামের মালা হস্তে ব্রহ্মময়ীর প্রবেশ।

সৌদা। (সসম্ভ্রমে) আসুন, রাণী দিদি, আসুন।

ব্রহ্ম। তোদের দেখবার জন্য একবার এলেম।

সৌদা। আপনি এত কষ্ট নিয়ে এলেন কেন? ডেকে পাঠালেই আমরা যেতেম।

ব্রহ্ম। তোরা দশদিন যাস আমি এক দিন এলেম।

সৌদা। আমাদের প্রতি আপনাদের এইরূপ অনুগ্রহই বটে।

ব্রহ্ম। অনুগ্রহ আর কি হল? আমার যদি একটী মেয়ে থাকত আমি কি তার বাড়ী যেতেম না? এও তেমনই। মহেন্দ্র মন্ত্রী হয়েছে বড় আহ্লাদের বিষয়। তোর শাশুড়ী ভবতারিণী যদি বেঁচে থাকত তার আহ্লাদের সীমা থাকত না। সন্তান থাকলে কি সুখ, আবার সেই সন্তান কৃতী হলেই বা আরও কত সুখ, নিঃসন্তান ব্যক্তি তা কি বুঝবে? (দীর্ঘনিশ্বাস)

মহীকুমারীর প্রবেশ।

আয় মা মহীকুমারী, তোকে দেখলেই মনে আহ্লাদ হয়।

সৌদা। (স্বগত) দেখলেই মনে আহ্লাদ হয়! মেয়ের তো গুণের সীমা নাই, তাইতেই রাণীর এত ভালবাসা!

ব্রহ্ম। (মহীকুমারীর প্রতি) তোমার শাশুড়ী শ্রীক্ষেত্র হতে এসেছেন আমি ভাত খেয়ে আঁচাবার সময় রাধিকার পিসির মুখে শুনলেম।

মহী। আজ সকালে পৌঁছেছেন।

ব্রহ্ম। শ্রীক্ষেত্রে গেলে জন্ম সার্থক হয়। প্রভুকে যত দেখি তত আরও দেখতে ইচ্ছা হয়। দেখে আশা মেটে না। ইচ্ছা হয় পাথর হয়ে চিরদিন প্রভুকে একদৃষ্টিতে দর্শন করি।

মহী। রাণী মা, মাঝখানে সুভদ্রা সমুদ্রের ভয়ে জড় সড় হয়ে রয়েছেন?

ব্রহ্ম। হাঁ। প্রভুর এমনই মহিমা যে সমুদ্রের ডাক শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। প্রভুর যে শরণ নেয় তার কোনও ভয় থাকে না। হরি, তুমি ভরসা। মা, তোমার হাতে কি?

মহী। মহাপ্রসাদ, আপনকার জন্য ঠাকুরাণ পাঠিয়ে দিয়েছেন। (পরিচারিকার হস্তে অর্পণ) ধর।

ব্রহ্ম। (নিজ হস্তে লইয়া) এর এক একটী দানার কত মাহাত্ম্য কে বলতে পারে? এ অন্ন চণ্ডালের হাত হতে পেয়ে ব্রাহ্মণে উদ্ধার হয়ে যায়। প্রভুর নিকট সকল জাতিই সমান। প্রভু, তোমার অপার দয়া। মহীকুমারী তোদের

দেখতে এলেম, শুধু হাতে আসব, তাই তোর জন্য এই চেলীখানী ও এই হার ছড়া এনেছি, নে। (হস্তে বস্ত্র ও গলদেশে হার প্রদান) বেশ দেখাচ্ছে, তোর রূপের কাছে হীরে মতি হার মানে।

সৌদা। (স্বগত) রাণী সতীনঝির সবই ভাল দেখেন। আমাদের প্রতি তাঁর মুখের মায়া।

ব্রহ্ম। (সৌদামিনীর প্রতি) বাবা হরিপ্রসাদ এখানে এসে থাকেন?

সৌদা। তিনি যুবরাজের সঙ্গে মৃগয়া করতে গিয়েছেন—উদ্দেশ্য এই, মহীকুমারীর জন্য একটী হরিণ-ছানা ধরে আনবেন।

ব্রহ্ম। বটে! বাবা মাকে বড় ভাল বাসেন—এমন মাকে যদি তিনি ভাল না বাসেন, তবে তাঁকে আমি শাশুড়ে বলি। (ঈষৎ হাস্য) মা, হরিণ-ছানার চাইতে একটী সুসন্তান পেলে বড় খুসী হসনে? শীঘ্র একটী সুসন্তান হক্।

সৌদা। তা হলে—সকলে—সুখী হয়। (স্বগত) তা হলে রাণীর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। ছেলে হলে তাকে সিংহাসন দেবে নাকি? (প্রকাশে) আপনকার একটী সন্তান হল না তাইতে সকলে দুঃখিত।

ব্রহ্ম। বিধাতা না দিলে তো হয় না। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার বিরাট বেঁচে বত্তে থাক। মহীকুমারী, কাল তোর নিমন্ত্রণ রইল। সকালে সকালে যাস। আমি চললেম।

মহী। (প্রণাম করিয়া) আসুন।

ব্রহ্ম। স্বোয়ামীকে সুখী কর, স্বোয়ামীর সুখে সুখী হও। (সৌদামিনীর প্রতি) আসি গে।

সৌদা। আসুন।

[ব্রহ্মময়ী ও পরিচারিকার প্রস্থান।

মহী। মা, হার ছড়াটা আর কাপড়খানা রেখে দাও।

সৌদা। (বিরক্ত ভাবে) তুমিই রেখে দেও গে, ও আমার রাখবারও দরকার নাই, ছোঁবারও দরকার নাই।

মহী। রাণী মা আমাকে দিয়েছেন তাতে তুমি খুসী হও নি?

সৌদা। (স্বগত) মেয়েটার টেস টেসে কথা দেখ। (প্রকাশে) তুমি খুসী হয়েছ তো—বেশ।

[মহীকুমারীর প্রস্থান।

সৌদা। প্রশংসা, ভালবাসা, দান, নিমন্ত্রণ, আশীর্ব্বাদ—এত ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তস্থ বন।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিরাট সেনের প্রবেশ।

বিরা। কি নির্ব্বোধ জন্তু! এর নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে দয়া হয়। শুদ্ধ মাথাটী ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে যেন সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়েছে। এমন সুযোগ আর হবে না। (বাণ হস্তে করিয়া) এই আমার শেষ, তূণ শূন্য হয়েছে। আর বাণটী লক্ষ্য হারালে আমি আশাশূন্য হলেম। কিন্তু পুরুষ কখনও নিরাশ হবে না। [ধনুকে শর সন্ধান ও নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করা। ধনুকে শর সন্ধান ও হরিণ শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া অন্তরাল হইতে বিরাট সেনের সম্মুখে আনন্দময়ের প্রবেশ] কি আপদ! প্রতি বারেই প্রতিবন্ধক।

আন। (বিরাট সেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া) বিরাট? করলে কি? কথা কয়েই গোল করেছ। ঐ বাকসবনের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে।

বিরা। আনন্দ বটে!

আন। হাঁ, বড় গেছে, গ্রাস মুখে তুলতেই পড়ে গেছে। ঐ যায়, ঐ ঝোপ নড়ছে—ঐ দেখ—শিং উঠেনি—বেড়ে হরিণটী—উ! ঘোর বনে পালাল।

বিরা। আনন্দ, আজ তোমার বড় ফাঁড়া গেছে।

আন। ঐ জঙ্গলের মধ্যে যাব?

বিরা। না। আনন্দ, ভাগ্যে বাণ ছাড়ি নি। ছাড়লে কি সর্ব্বনাশই হত? ছাড়ি ছাড়ি এমন সময় তুমি এসে সামনে পড়লে।

আন। আমি তোমাকে দেখতে পাইনি।

বিরা। হরিণ পালাল বটে কিন্তু সে দুর্ভাগ্য আজ সৌভাগ্য হয়েছে। আজ আমার একটী জ্ঞান জন্মাল. অন্যের ক্লেশে আমোদ করা ভাল নয়। এই আমার শেষ মৃগয়া।

আন। তুমি আজ এমন কথা বলছ! তোমার মত মৃগয়াপ্রিয় লোক তো দুটী দেখি নি, কোলের ছেলে যেমন স্তন্য দুগ্ধ ভাল বাসে, তেমনই তুমি মৃগয়াপ্রিয়। একটী সামান্য ঘটনায় তোমার মন একেবারে ফিরে গেল?

বিরা। এ সামান্য ঘটনা নয়, আকারে ক্ষুদ্র বটে কিন্তু ইহার গুরুত্ব অধিক। আমি দুই দণ্ডকাল শরীরকে শ্রান্ত করেছি, তূণ বাণশূন্য করেছি, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত হরিণশিশুটী জীবিত অক্লান্ত রয়েছে. ছায়ার ন্যায় ইহা আমার আগে আগে দৌড়েছে, মধ্যে মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে কাতর ভাবে তাকিয়েছে। তবুও যত বার নিষ্ঠুর হয়ে বাণ নিক্ষেপ করেছি, তত বার যেন আমাকে উপহাস করে লাফ দিয়ে প্রস্থান করেছে—নির্দ্দোষীকে পরমেশ্বর রক্ষা করেন। আনন্দ, আজ কি দুর্ঘটনা ঘটতে ঘটতে রয়ে গেছে। নির্দ্দোষীকে মারতে গিয়ে আপন প্রাণবন্ধুকে হারাচ্ছিলেম। আর আমার মৃগয়ায় প্রয়োজন নাই।

আন। তবে চল ফিরে যাই।

বিরা। আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি. চল ঐ গাছ তলায় গিয়ে বিশ্রাম করি। তলাটী বেশ পরিষ্কার।

দুই জন হিন্দুস্থানী বেশী ব্যক্তির প্রবেশ।

প্রথম। আল্লা, পরের কাম করা না প্রাণে মরা। এই বনের মধ্যে যদি মোদের বাঘে খায়, বক্তিয়ার খিলিজি কি রক্ষা করতে আসবে? মোরা বুঝি রাস্তা ভুলে কালা জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছি। পথের নিশানা তো দেখতে পাইনে, আদমি যে কখনও এ রাস্তা দিয়ে চলেছে মালুম হয় না।

দ্বিতীয়। পথ ভুলব কেন? এই জায়গায় রাস্তার উপর জঙ্গল হয়ে পড়েছে।

প্র। মরি আর বাঁচি একটু জিরিয়ে নি।

দ্বি। বড় ভুল হয়েছে, শোলা কিনতে মনে হয় নি, তা হলে আগুণ করে একটু তামুক খাওয়া যেত। তা হল না।

প্র। বলি, বাঙ্গলা মুলুক তো সহজে জিতে নেওয়া যায়, বাঙ্গালীরা তো অতি ভাল মানুষ।

দ্বি। বাঙ্গালীরা তো আদমীর মধ্যেই নয়, তাদের মুলুক জিতে নিতে আমাদের আওরাতেও পারে। মোদের কাছে খবর পেয়ে বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গলা মুলুক হামলা করতে এক রোজও দেরি করবেন না।

প্র। বাঘের কাছে গো, আর মোদের কাছে বাঙ্গালী।

নিষ্কোষ তরবারি হস্তে হরিপ্রসাদের হঠাৎ প্রবেশ।

হরি। বটেরে নরাধম, বাঙ্গালীরা কাপুরুষ? [প্রথম জনের গলদেশে হস্ত প্রদান। দ্বিতীয় জনের প্রস্থান।] তুই বেটা যবন, চররূপে বাঙ্গলায় প্রবেশ করেছিস।

প্র। না, না, আমি মুসলমান নই, আমি মাড়োয়ারী বেণে, ছেড়ে দেও।

হরি। তুই মাড়োয়ারী বেণে না হস তো শূয়োর খাস।

প্র। দেখবি তবে? [লম্ফ দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া হরিপ্রসাদকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা] বাখর আলি, শীঘ্র এস, এ কাফের এখানে একা। [হরিপ্রসাদের প্রতি] হারে কাফের, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা। কাফের মোরা দুনিয়ায় আর রাখব না। [উভয়ে যুদ্ধ।]

এক দিক হইতে দ্বিতীয় মুসলমান ও অন্য দিক হইতে নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে বিরাট সেন ও আনন্দময়ের প্রবেশ।

বিরা। মার, দুই বেটাকেই মার।

[দ্বিতীয় মুসলমানের প্রস্থান।

হরি। (বিরাট সেনের ও আনন্দময়ের প্রতি) তোমরা একটু সরে দাঁড়াও, আজ আমি ম্লেচ্ছ রক্তে এ স্থানকে উর্ব্বরা করি। বাঙ্গালীরা নাকি কাপুরুষ, আমি তাই একবার বেটাকে দেখাই। খবরদার, পালাতে চেষ্টা

করিসনে। [প্রথম মুসলমানের পলায়ন চেষ্টা, পরিশেষে হরিপ্রসাদ কর্ত্তৃক ধৃত হওয়া]

প্র। আমার কসুর হয়েছে, ছেড়ে দেও। মুসলমান বললে মেরে ফেল্‌বে সেই ভয়ে জাত ভাঁড়িয়েছি। আমরা জঙ্গলে পাখী শিকার করতে এসেছিলাম।

হরি। দুরাচার মিথ্যাবাদী যবন, তোর আজ জীবনের শেষ দিন। তোকে আজ টুকর টুকর করে কাটব তবে আমার রাগ নিবৃত্ত হবে, মিথ্যাবাদী ভীরু যবন!

প্র। তোমার পায়ে ধরি, তোমার গু খাই, মোকে ছেড়ে দেও।

হরি। রস, তোর শরীর হতে তোর আত্মাকে ছাড়াচ্ছি। [মারিতে উদ্যত]

বিরা। (হরিপ্রসাদের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া) কর কি হরিপ্রসাদ? যে কাতরে জীবন প্রর্থনা করে তাকে মারতে নেই।

হরি। ছেড়ে দেও বিরাট। শত্রু আর সাপ পেলেই মারবে।

প্র। (বিরাটের প্রতি) তুমি মোর বাবা, মোকে বাঁচাও।

হরি। বিরাট, হাত ছাড়।

বিরা ও আন। ক্ষান্ত হও হরিপ্রসাদ।

আন। ক্ষমা পুরুষের প্রধান গুণ, আমাদের কথা রাখ।

হরি। তোমাদের কথা রাখলেম। দেখ, বেটা এই মুখে বলে, "বাঘের কাছে গো আর মোদের কাছে বাঙ্গালী।"

প্র। তোমার পায়ে ধরি, মোকে মেরও না।

হরি। বেটা, এখন বাঙ্গালীর পায়ে ধরিস কেন? বাঙ্গালীরা মনুষ্য নয়, কেমন?

প্র। হাঁ বাঙ্গালীর মধ্যে মানুষ আছে।

হরি। বাঙ্গালীতে মুসলমানের দম্ভ চূর্ণ করতে পারে তো?

প্র। হাঁ।

বিরা। এখন কতকগুলি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি ঠিক উত্তর দিও।

হরি। নইলে হরিপ্রসাদের যা মনে আছে তাই করবে।

প্র। আল্লার কছম, ঠিক জবাব দেব।

বিরা। কে তুমি ?

প্র। মুই মুসলমান।

হরি। মাড়োয়ারী বেণে না ?

প্র। না।

বিরা। কি জন্য বাঙ্গলায় হিন্দুস্থানীর বেশে এসেছ ?

প্র। জঙ্গলে এসেছি পাখী শিকার করতে।

হরি। আবার! এখনও হরিপ্রসাদের হাত ছাড়াও নি। পাখী মারতে এসেছ বটে ?

আন। ধনুর্ব্বাণ কৈ ?

প্র। অ্যাঁ, মুই এসেছি বাঙ্গালা মুলুক দেখতে।

বিরা। কার চর হয়ে এসেছ ?

প্র। কারও না। আল্লার কছম, কারও চর হয়ে আসি নি।

হরি। বিরাট, আমি একে খুন করি। বেটা পদে পদে মিথ্যা কথা বলছে। [মারিতে উদ্যত]

বিরা। হরিপ্রসাদ, ক্ষান্ত হও। (মুসলমানের প্রতি) সত্য কথা বল, এখনও বাঘের হাত এড়াতে পার নি।

প্র। মুই বক্তিয়ার খিলিজির কামে এসেছি।

বিরা। কি জন্য বক্তিয়ার খিলিজি তোমায় এখানে পাঠিয়েছে ?

প্র। বাঙ্গালার সওদাগরির হাল জানবার জন্য।

হরি। ফের মিথ্যা কথা।

প্র। (সাহস পূর্ব্বক) সাচ বাত বললে মারতে চাও তো মার। বক্তিয়ার খিলিজির ইচ্ছে যে বাঙ্গালার রাজার সঙ্গে দোস্তি করে বাঙ্গালা মুলুকে সওদাগরি করেন।

আন। সন্ধি সংস্থাপনের ইচ্ছা হলে প্রকাশ্য দূত আসত, ছদ্মবেশে চর আসত না।

হরি। বল, বক্তিয়ার খিলিজি কবে বাঙ্গালা আক্রমণ করবে, নচেৎ এখনই তোর মুণ্ড ছেদন করব।

প্র। মুই তা বলতে পারি নে।

বিরা। আক্রমণ করবে সঙ্কল্প করেছে ?

প্র। আমি তা জানি নে।

হরি। পৃথিবীর সমুদায় ধূর্ত্ততা এতে এসে মিশেছে। [মুসলমানকে ভূতলে ক্ষেপণ ও তাহার বুকে জানু দিয়া উপবেশন]

প্র। জান গেল, জান গেল, জান গেল।

হরি। (গলা চাপিয়া ধরিয়া) এখন সত্য কথা বল, নইলে জন্মের মত গেলি।

প্র। হাঁ, বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা হামলা করবেন।

বিরা। তুমি বাঙ্গালার কোথায় গিয়েছিলে ?

প্র। নবদ্বীপে।

হরি। একে মেরে ফেলতে হয়েছে, নৈলে গিয়ে বক্তিয়ার খিলিজিকে অনেক বিষয় বলে দেবে।

আন। মেরে কাজ নাই, কয়েদ করে রাখলে ভাল হয়।

বিরা। না, একে ছেড়ে দেও।

হরি। যা, দুরাচার মুসলমান। [মুসলমানকে ছাড়িয়া দেওয়া]

প্র। বাঁচলেম। সেলাম।

[মুসলমানের প্রস্থান।

আন। জনরব সত্য হল। কি ভয়ানক সংবাদ !

বিরা। ভয়ানক কেন ? আমরা কি আপনাদের দেশ রক্ষা করতে পারব না ? বাঙ্গালা আক্রমণ করে, করুক। আমরা যুদ্ধ করব। বিপক্ষগণকে পরাস্ত করব অথবা যুদ্ধ ক্ষেত্র মৃত্যু শয্যা হবে। যে বঙ্গভূমি চিরদিন স্বাধীন, তাঁকে প্রাণ থাকতে পরাধীন হতে দেব না। চল আমরা এখনই অশ্বারোহণে এই কুসংবাদ নিয়ে নবদ্বীপে যাত্রা করি।

আন। হরিপ্রসাদের স্ত্রীর জন্য মৃগ শাবক নিয়ে যাওয়া হল না।

বিরা। তাই তো। যাক, আসন্ন বিপদ হতে উদ্ধার হলে মহীকুমারীকে দশ গণ্ডা হরিণ শাবক ধরে দেব।

হরি। অগ্রে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা তার পর আত্মীয় স্বজনকে সুখী করা।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।
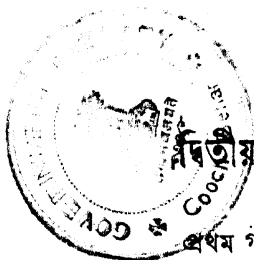
দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নবদ্বীপ। মহেন্দ্রের শয়নগৃহ।

মহেন্দ্র শায়িত।

মহে। (নিদ্রিত অবস্থায় হস্তোত্তোলন করিয়া) নি, নি, দিন। (ধরিবার উপক্রম) দেবি, আমার প্রতি আপনকার অপার কৃপা। (চৈতন্য প্রাপ্তি) নাই, দেবীও নাই, রাজদণ্ডও নাই। আমি এখন ঘুমিয়ে, না এর পূর্ব্বে ঘুমিয়ে ছিলাম? ধরতে গেলেম, স্পর্শ করলেম, আর নাই। আমার প্রতিজ্ঞা চলে গেল, স্পর্শ মাত্রেই চলে গেল। মৃত ইচ্ছা, মৃত দুরাশা পুনর্জীবিত হল। সত্যই কি রাজদণ্ড আমার কপালে আছে? পুনর্ব্বার মন অস্থির হল। সমস্ত রাত্রি মনের মধ্যে প্রবৃত্তির সমর গিয়েছে, বীর প্রতিজ্ঞা এসে তা নিবৃত্তি করলে। ক্ষণকাল সুষুপ্তি হয় নাই, আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আবার প্রবল ঝড় উপস্থিত হল, আবার প্রতিজ্ঞা চলে গেল, আবার বিরাটের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অপেক্ষা মনের যুদ্ধ অধিকতর ভয়ঙ্কর। কিন্তু ছায়ার ছায়াতে এরূপ হয় কেন? আবার প্রতিজ্ঞা করে দুরাকাঙ্ক্ষাকে দমন করি। মন্ত্রীত্ব আমার পক্ষে যথেষ্ট, আর রাত্রি দিন মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না। কল্পনার প্রভুত্বে বিবেচনা এককালীন নীরব। কি হব কি হব এই ভাবনায় অন্য চিন্তা সব তিরোহিত হয়েছে। ছায়ার ছায়ার এরূপ হয় কেন? ছায়া কল্পনা দূর হক—বিরাট আমার শত্রু নয়—

আমি কেন তার অধীন হয়ে থাকতে পারব না ? না বিরাটের পথের কণ্টক হব না। (ক্ষণকালের নিমিত্ত নিস্তব্ধ) কি শ্রী, কি স্বর্গীয় আভা, দেবীর আবির্ভাব বলে বোধ হয়। কমলা আমার হস্তে রাজ-দণ্ড দিলেন, স্পর্শ করলেম—শরীর রোমাঞ্চিত হল—আর এককালীন কিছুই নাই—যে আমি সেই আমি—এ সামান্য স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের অধিক। কুবুদ্ধি পুনর্ব্বার দেখা দিচ্ছে।

[নেপথ্যে] মন্ত্রী মহাশয়, এখনও পর্য্যন্ত নিদ্রিত, বেলা হয়েছে, রৌদ্র আপনকার ঘরের দ্বারে নেমে এসেছে। মন্ত্রী মহাশয়, আর কত নিদ্রা যাবেন।

মহে। এ সম্বোধন দুদিন পূর্ব্বে বাঞ্ছনীয় ছিল, আজ আর ভাল লাগে না। গোপাল, আমি উঠেছি। এস। [দ্বার উদ্ঘাটন ও গোপালের প্রবেশ। পরে উভয়ের উপবেশন]

গোপা। (মহেন্দ্রের অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া) আপনি ভাবছেন কি ?

মহে। আমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখছিলাম—স্বপ্নমাত্র।

গোপা। প্রাতঃকালের স্বপ্ন খাটে।

মহে। খাটে ! (স্বগত) রাজা কি হব ? (প্রকাশে) লোকে বলে খাটে—কিন্তু লোকে মনোরম মিথ্যাই ভালবাসে।

গোপা। স্বপ্নের কথা আমাকে বলতে কি কিছু আপত্তি আছে ?

মহে। আপত্তি কিছুই নাই। কিন্তু খেলনা বালকের কাজের জিনিষ, তোমার আমার নয়, কিছুই নয়। জলবিম্ব বা শূন্যে ছায়া দেখা মাত্র। স্বপ্নে দেখছিলেম আমার কিছু লাভ হবে।

গোপা। আর অমনি আপনকার নিদ্রা ভঙ্গ হল ?

মহে। হাঁ।

গোপা। তবে আপনার লাভ হবে।

মহে। তুমি কি বালক, না আমাকে বালক জ্ঞান কর যে একথা বলছ ? (স্বগত) প্রতিজ্ঞা আর থাকে না। (প্রকাশে) আমি দেখলেম যেন স্বয়ং কমলা আমার হস্তে একটী অমূল্য রত্ন দিলেন।

গোপা। আপনি তা পেয়েছেন।

মহে। (স্বগত) প্রতিজ্ঞা গেল। মন যে দিকে ধায় যত্নও সেই দিকে চলুক। (প্রকাশে) গোপাল, তুমি মহারাজকে প্রকৃত ভালবাস ?

গোপা। আজ্ঞা হাঁ, পিতৃতুল্য ভালবাসি।

মহে। উচিত বটে। যুবরাজকে?

গোপা। আজ্ঞা হাঁ।

মহে। (বিমর্ষ ভাবে) আহ্লাদের বিষয়। বল দেখি যুবরাজ বিরাট-সেনের জন্য আমার অনিষ্ট করতে পার কি না?

গোপা। না।

মহে। কেন?

গোপা। কারণ যুবরাজ অপেক্ষা আপনাকে অধিক ভালবাসি। আমার প্রতি আপনকার অনুগ্রহ মূল, মহারাজ ও যুবরাজের অনুগ্রহ শাখা পল্লব মাত্র। আপনার জন্য তাঁদের—অনিষ্ট—

মহে। আমি জানি তুমি আমাকে ভাল বাস, বৃক্ষের বৃদ্ধি ঊর্দ্ধ দিকে, তোমার স্নেহের বৃদ্ধি আমার দিকে। (স্বগত) বলব? বলি। (প্রকাশে) একটী কথা বলব—গোপন রাখতে পারবে তো?

গোপা। কখনও কি আমি আপনকার নিকট অবিশ্বাসী হয়েছি?

মহে। না। তুমি প্রকাশ করবে না, এটী বিশ্বাস হয়েও হচ্ছে না।

গোপা। যাতে বিশ্বাস হয় তাই করছি—সপথ করব?

মহে। স্ফটিকের স্তম্ভ, অত্যন্ত কঠিন হলেও সহজে ভাঙ্গে।

গোপা। কি করব বলুন।

মহে। এই সাদা কাগজে নাম স্বাক্ষর কর।

গোপা। যে আজ্ঞা। (কাগজে স্বাক্ষর করা)

মহে। যথার্থ অনুগত ব্যক্তির এই রূপই কাজ। যার অনুগত হবে তার হাতে আপনার সমুদায় সমর্পণ করতে কুণ্ঠিত হবে না। ইচ্ছা করলে এই কাগজ দ্বারা আমি তোমার সর্ব্বনাশ করতে পারি।

গোপা। (স্বগত) কাজটা কি ভাল করলেম? (প্রকাশে) আপনার নিকট বিশ্বাসী হলেম এ আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার সঙ্গে আমি ভাসব কি ডুবব।

মহে। সাবধান এ কথা জিবের আগায় এন না—যেন স্মরণ গহ্বরে লুকান থাকে।

গোপা। (স্বগত) এ না জানি কি ভয়ানক কথা? (প্রকাশে) আজ্ঞা করুন।

মহে। আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন লক্ষ্মী আবির্ভূত হয়ে আমার হস্তে রাজদণ্ড দিলেন। সাবধান এ কথা পুরুষ—কি স্ত্রী—কাউকে যেন বলও না।

গোপা। মন্ত্রি মহাশয়, এ স্বপ্ন দেখেই যখন জাগ্রত হয়ে আর ঘুমান নি তখন ইহা খাটবেই খাটবে। আপনি রাজা হবেন।

মহে। সে বিশ্বাস মনে আসে না।

গোপা। লাক্ষ্মণ্য সেন তো গিয়ে রয়েছে, তাকে সরাতে কতক্ষণ?

মহে। অমন কথা বলও না, অমন চিন্তাও করও না।

গোপা। (স্বগত) মাছটী ধরব, জলে নামব না। (প্রকাশে) আপনকার যে রূপ ইচ্ছা।

মহে। যদি কমলা এত প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে মস্তকে রাজ-মুকুটের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে পাপ-পাষাণ চাপান উচিত নয়—চেষ্টা করব—কিন্তু সৌভাগ্য যেন রক্তস্রোতে প্রবাহিত না হয়ে আসে।

গোপা। (স্বগত) অর্দ্ধেক পুরুষ, অর্দ্ধেক স্ত্রী। (প্রকাশে) আপনকার হৃদয়ে কোমলত্বের ভাগ অধিক।

মহে। আমি অনেক করতে পারি, সব পারি নে।

গোপা। কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি এই আপনার বাসনা। স্বভাব আপনাকে রাজা করেছে, মানবে করলেই হয়।

মহে। ঐ ইচ্ছে কথা। লাক্ষ্মণ্যসেনের পরলোক গমনের পর রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা আমাকে রাজত্ব দেবে—এইটী করা চাই—ইহাতে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন। ক্রমে ক্রমে বুঝে বুঝে কার্য্য উদ্ধার করবে। পা টিপে টিপে চলবে যেন পিছলে না পড়।

গোপা। আর বলতে হবে না।

মহে। সাবধান গোপাল, এর বিন্দু বিসর্গও যেন প্রকাশ না হয়। চুপ—

ভৃত্যের প্রবেশ।

কে আসছে?

ভৃত্য। মশয়, পত্রখান নিন, এক জন ঘোড়সোয়ার দিয়ে গেল।

মহে। তুই এখন যা। (ভৃত্যের প্রস্থান) হুঁ। [পত্র পাঠ করিয়া ক্ষণকালের জন্য নীরব।]

গোপা। কোথায় পত্র?

মহে। অ্যাঁ!

গোপা। পত্র পেয়ে অমন হলেন কেন?

মহে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) গোপাল, প্রাতের স্বপ্ন খাটল, রাজা হলেম।

গোপা। পত্রে এমন কি সংবাদ পেলেন যাতে আপনকার আশা এক-কালীন নির্ব্বাণ হল?

মহে। তুরকীরা মগধ জয় করেছে, বাঙ্গালায় আসবের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

গোপা। মগধ জয় করেছে! তারা কি সমুদায় পৃথিবী জয় করবে?

মহে। বাঙ্গলা আক্রমণ করবেই—কি করি? (চিন্তায় মগ্ন) রাজ্য-লালসা ত্যাগ করে রাজ্য রক্ষার উপায় দেখি।

গোপা। উপায় কি করতে পারবেন? যে তুরকীরা ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিকার করেছে তারা কি শান্তিপ্রিয় বঙ্গবাসীদের দ্বারা পরাজিত হবে?

মহে। বঙ্গের পতন, লাক্ষ্মণ্য সেনের পতন, সেই সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রের পতন—বিধাতা বুঝি এক পটে চিত্রিত করে রেখেছেন।

গোপা। (চিন্তা করিয়া) বাঙ্গলা পরাজিত হতে পারে, লাক্ষ্মণ্যসেন সিংহাসনভ্রষ্ট হতে পারে, কিন্তু আপনি সুখে সচ্ছন্দে রাজত্ব করতে পারেন—বায়ুর গতি অনুসারে পাল তুলে দিলেই হয়।

মহে। (চিন্তা করিয়া) হুঁ, মন্দ নয়। বুঝেছি। আমি বিনা যুদ্ধে—বিনা রক্তপাতে তুরকীদিগকে রাজ্য দিলেম—সে জন্য কি তাঁরা আমাকে রাজত্ব দেবে না?

মহে। মুসলমানাধিপকে বৎসর বৎসর কর দিলে তারা সম্মত হতে পারে, হবেই বা না কেন? তাঁদের স্ত্রীপুত্র পরিবার হাহাকার করলে না, অথচ রাজ্য লাভ হল। বিলম্ব করবেন না, আমাকে গোপনে দূতরূপে পাঠান।

মহে। কালই বেরিয়ে পড়। এ দিকে যাতে যুদ্ধ না হয় আমি তার চেষ্টা দেখছি। (চিন্তা করিয়া) আজ রাত্রেই গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের ভবিষ্য পুরাণ খান এনে দিতে হবে।

গোপা। ভবিষ্য পুরাণে কি হবে?

মহে। পরে জানতে পাবে। আজই এনে দিতে হবে।

গোপা। যে আজ্ঞা।

মহে। গোপাল, সাবধান, সাবধান, সমুদ্রে নৌকা দেওয়া যাচ্ছে—কোমরে বল চাই। (স্বগত) প্রাতের স্বপ্ন কি খাটবে?।

[উভয়ের নিষ্ক্রমণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহেন্দ্রের বহির্ব্বাটী।

মহেন্দ্র উপবিষ্ট। গোপালের প্রবেশ।

মহে। (স্বগত) বিশ্রাম ও নিদ্রা আমার নিকটে অতি দুর্লভ সামগ্রী হয়ে পড়েছে, চিন্তার সঙ্গে তাহাদের স্বভাবতঃই বিবাদ। যা হবার তাই হবে, ডুব দিয়েছি, হয় অমূল্য নিধি লাভ হবে, নচেৎ জলসাত হব।

গোপালের প্রবেশ।

গোপা। যেখানকার ভবিষ্য পুরাণ সেই খানে রেখে এসেছি।

মহে। মনুষ্য যাহা পারে তাহা গোপালও পারে। তুমি পাতটী আশ্চর্য্য বদলেছ, যেন বিশ বৎসর পূর্ব্বে লেখা হয়েছিল। এখন গুরুদেবই কার্য্য নির্ব্বাহ করবেন।

গোপা। কৃষক বলদ দ্বারা কঠিন ভূমি কর্ষণ করে নেয়। আমি আজ আহারের পর যাত্রা করি।

মহে। বিলম্বে কার্য্যের ক্ষতি ও উদ্যম ভঙ্গ হয়। ধাতু দ্রব থাকতে থাকতেই ছাঁচে ফেলা উচিত। যাও, পত্রে যা অব্যক্ত তা মুখে বলবে। আমার সাহায্য ব্যতীত বঙ্গ জয় করা কঠিন এ বিশ্বাস যেন্ন বক্তিয়ার খিলিজীর মনে জন্মিয়ে দিতে পার। বুঝেচ?

গোপা। আজ্ঞা হ্যাঁ। আপনার আশীর্ব্বাদে কার্য্যোদ্ধার করে আসতে পারব।

মহে। তা হলে মন্ত্রিত্ব তোমারই হবে।

গোপা। গোপাল চিরদিন আপনার দাস। সেনাপতি মহাশয় এখনই আসবেন। আমি তাঁকে বেশ করে গড়ে পিটে রেখে এসেছি।

[নেপথ্যে সভয়ে] মহেন্দ্র, মহেন্দ্র, মহেন্দ্র।

মহে। কে? কে? কি হয়েছে?

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

গোবি। মহেন্দ্র, মহেন্দ্র, মহেন্দ্র, বাবা—

মহে। আসতে আজ্ঞা হক—এমন করছেন কেন? ব্যাপার খানা কি?

গোবি। আর কি!

মহে। কি হয়েছে, হয়েছে কি?

গোবি। দাঁড়াও, দাঁড়াও, নিশ্বাস ফেলে নি।

মহে। কোন বিপদ হয়েছে নাকি, না ঘটবার সম্ভাবনা?

গোবি। দাঁড়াও। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি) এ দিকে আসছে না তো? না, বাঁচলেম। বিপদের কথা বলব কি? আমি আজন্ম কখনও এমন বিপদে পড়ি নাই। শাস্ত্রকারেরা বলেন :—

হস্তী হস্ত সহস্রেণ শত হস্তেন বাজিনঃ
শৃঙ্গিনো দশ হস্তেন স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ।

তাঁরা ছুটো করে শূন্য যোগ করতে ভুলে গিয়েছেন।

শৃঙ্গিনো সহস্র হস্তেন স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ।

আমি আসছিলাম অন্যমনস্ক ভাবে, হঠাৎ বামদিকে নেত্রপাত করে দেখি যে, এক বৃহৎকায় দ্বিতীয় কৃতান্ত বিশেষ, একটী বৃষ শৃঙ্গ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করছে। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি) এদিকে আসছে না তো?

মহে। দেবতা, স্থির হন, এখনও হাঁসফাঁস করছেন যে?

গোবি। পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যফলে অদ্য প্রাণ রক্ষা হল। কি ভীষণ মূর্ত্তি! দেখবা মাত্রেই আমার অনুমান হল আমাকে আক্রমণ করবার উপক্রম করছে।

গোপা। তাও কি হতে পারে? আপনি মহারাজের ইষ্টদেবতা, আপনাকে পশু পক্ষীরা পর্য্যন্তও মান্য করে।

গোবি। বৃষের যদি সে জ্ঞান থাকবে তবে তাকে পশু বলবে কেন?

গোপা। আজ্ঞা, তাতো বটে।

গোবি মহেন্দ্র, তুমি হচ্ছ রাজমন্ত্রী, একটী বৃষশালা করে দেও, তা হলে পথিকগণ নির্ভয়ে যাতায়াত করতে পারে।

মহে। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

গোবি। বেশ বেশ। চিরজীবী হও, তোমার মনস্কামনা সুসিদ্ধ হক।

মহে। (স্বগত) মন্দ আশীর্ব্বাদ নয়, খাটলে হয়। (প্রকাশে) গুরুদেব, আসনে উপবেশন করুন।

গোবি। (উপবেশন করিয়া) মন্ত্রি, একটা জনরব উঠেছে যে যবনেরা মগধ জয় করেছে। একি সত্য?

মহে। অমূলক হবারই সম্ভাবনা।

গোবি। যদি মগধ জয় করে থাকে আমরা কোথায় যাব? মন্ত্রি, মৃত্তিকার নিম্নদেশে যদিস্মাৎ একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে রাখতে আমরা তন্মধ্যে লুক্কাইত থাকতে পারতেম। মনে বড় আশঙ্কা হচ্ছে। যবনেরা রক্তবীজের বংশীয় তাহারাই তো দেবীর সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করে পৃথিবীকে বিকম্পিত করেছিল। তাহারা রাক্ষস সদৃশ, জীবিত মনুষ্য ধরে আহার করে।

মহে। (স্বগত) তোমার ভীরুতা, নির্ব্বুদ্ধিতা, লাক্ষ্মণ্যসেনের গুরুভক্তি এই তিনের সাহায্যে মহেন্দ্র অসাধ্য সাধন করবে। (প্রকাশে) দেব, যবনের আধুনিক দিগ্‌বিজয়ের বিষয় ভবিষ্যপুরাণে উল্লিখিত থাকতে পারে।

গোবি। যথার্থ বলেছ—শাস্ত্রে যা নাই বিধাতা তাহা কল্পনা করেন নি—

মহে। দেব, একবার ভবিষ্যপুরাণখানী খুলে দেখবেন, যবনদিগের বিষয় কি লেখা আছে।

গোবি। আমি গৃহে গিয়েই ভবিষ্যপুরাণ দেখছি।

মহে। (স্বগত) আজি এই পর্য্যন্ত, আর দুই একটী মিষ্ট কথা তোমার কাণে, তা হলেই লাক্ষ্মণ্যসেনকে নিবীর্য্য করেছি।

গোবি। কলির চরমাবস্থা, এখন ম্লেচ্ছদিগেরই প্রাদুর্ভাব। দেবতারাও তাহাদিগকে দমন করতে অক্ষম। গুরুদেব, তোমার ইচ্ছা। আমি এখন আসি।

মহে। যে আজ্ঞা। আপনকার চরণধূলিতে এ বাড়ী পবিত্র হল।

গোবি। গোপাল, দেখ তো হে বৃষভটা এখনও পর্য্যন্ত ঐ স্থানে অবস্থিতি করছে কি না?

মহে। কোন ভয় নাই, আমি সঙ্গে লোক্ দিচ্ছি। কে আছিস রে?

দুইজন ভৃত্যের প্রবেশ।

দেবতার সঙ্গে সঙ্গে যা।

গোবি। দুগাছা লাঠী নেও।

ভৃ, দ্ব। কোন ভয় নাই, আমরা লাঠী নিচ্ছি।

গোবি। তোমরা আগে আগে চল। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) দেখ তো হে বৃষটা ওখানে আছে কি না?

মহে। কোন আশঙ্কা নাই, এরা আগে আগে যাচ্ছে।

গোবি। এরা সঙ্গে গেলে কি হয়? শৃঙ্গীকে বিশ্বাস নাই।

শৃঙ্গীনো সহস্র হস্তেন স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ।

ভৃত্য। না এখানে নাই।

গোবি। বাঁচলেম, চল।

[ভৃত্যদ্বয় ও গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের প্রস্থান।

গোপা। এঁরাই আমাদের পারত্রিক ভয় নিবারণের ভার নিয়েছেন! আমিও যাই।

মহে। মহারাজের ইষ্টদেব ও সেনাপতি উভয়েই হস্তগত—

গোপা। সুতরাং রাজ্য হস্তগত হওয়ার অধিক বিলম্ব নাই। আমি আসি।

[প্রস্থান।

মহে। প্রাতঃকালের স্বপ্ন খাটে। তুরকীরা এল, একি আমার পক্ষে অমঙ্গল? না, মঙ্গল। আমারই পথ পরিষ্কার করে দিলে। ভাগ্য সদয় হলে বিপদ হতেও মঙ্গল হয়। তবে কি বিশ্বাসঘাতক হলেম। শব্দটা উচ্চারণ করলেই শরীর সিহরে উঠে—কিন্তু ভাগ্যে আমায় বিশ্বাসঘাতক করালে। আমার দোষ কি? রাজ্য তো যবনেরা নেবেই। তখন শত সহস্র লোকের জীবন রক্ষা করে যবন-হস্তে রাজ্য সমর্পন করা কি দুষ্কর্ম্ম? তবুও মনের মধ্যে যেন কিসে বলছে "ও ভাল নয়"। শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু বধির হতে হয়েছে— আর উপায় নাই। উপায় আছে, গোপালকে ফিরালে হয়—রাজ্য-লাভ—না। দুরাকাঙ্ক্ষা, আমি আত্মাকে তোমার কাছে উৎসর্গ করলেম। শান্তি, তোমার

বিদায় দিলেম। গৌরব, তোমার আশা ছাড়লেম। তথাপি বলতে পারিনে সৌভাগ্য সদয় হন কি না। লোকে বলে প্রাতের স্বপ্ন খাটে, খাটলেও পারে।

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদা। তোমার হয়েছে কি? দেখতে পাচ্ছ না বেলা কত হয়েছে? এখন স্নানাহার করলে না। বলি তুমি কি ভেবে ভেবে সারা হলে?

মহে। তোমার তা জেনে কাজ নাই।

সৌদা। (ক্রোধের সহিত) আমাকে এত পর ভাব বটে? আমি গরিবের মেয়ে, রাজমন্ত্রী আমায় কেন স্ত্রী জ্ঞান করবেন?

মহে। রাগ কর কেন?

সৌদা আমি যখন তোমার স্ত্রী না হলেম, আমায় বিদায় দেও। আমি গরিবের মেয়ে, গরিব বাপের বাড়ী গিয়ে বাস করি।

মহে। আমি সব বলছি।

সৌদা। (সক্রোধে) আর বলায় কাজ নাই, ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কাজ করতে না পার তা করতে নাই। আমায় তো তুমি বিয়ে কর নি, দাসী রেখেছ।

মহে। (হস্ত ধারণ করিয়া) আমাকে মার্জ্জনা কর।

সৌদা। (সক্রোধে) আমি গরিবের মেয়ে, রাজমন্ত্রী আমার নিকট মার্জ্জনা চান কেন?

মহে। তোমার মত বল দেখি কে স্বামীকে ভালবাসে?

সৌদা। তবুও তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না।

মহে। বিশ্বাস করি নে! তবে কি যে অন্তঃকরণে অধিক স্নেহ সে অন্তঃকরণ অত্যন্ত সরল। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর।

সৌদা। (শান্ত হইয়া) তোমার চিন্তার কারণ কি বল, আমার দ্বারায় তা প্রকাশ হবে না।

মহে। (হস্ত ধারণ করিয়া) আচ্ছা বল দেখি তোমার কি হতে ইচ্ছা হয়?

সৌদা। কথায় কথায় অন্য কথা এনে ফেল নাকি?

মহে। না। বল দেখি তোমার কি হতে ইচ্ছা হয়?

সৌদা। যা আছি, তোমার স্ত্রী, তোমার মত অসাধারণ লোকের স্ত্রী।

মহে। রাজমন্ত্রী না?

সৌদা। তুমি রাজমন্ত্রী হলে।

মহে। রাণী না ?

সৌদা। তুমি যদি রাজা হও।

মহে। আমি তোমাকে রাজসিংহাসনে বসাবার জন্য এত চিন্তিত আছি।

সৌদা। সে চেষ্টা করও না, সে চেষ্টা করও না।

মহে। কেন ?

সৌদা। পাছে শেষে মন্দ হয়।

মহে। আর ফিরবার যো নাই।

সৌদা। করেছ কি !

মহে। তুমি রাজমহিষী হবে, সময়ে রাজমাতা হবে। ভাগ্যে সমুদায় ঘটাচ্ছে। অন্তঃপুরে চল সমুদায় খুলে বলব এখন।

সৌদা। চল। কেন আমায় আগে বলনি ? তা হলে এ কাজে হাত দিতে দিতেম না। না জানি শেষে কি ঘটে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহেন্দ্রের বাটী, অন্তঃপুর।

মহেন্দ্র ও সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদা। (সক্রোধে) মেয়েটীর চোক যেন দুটী লবণ সমুদ্র, কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। দোষ হল চাকরাণীর, ঝালঝাড়া আমার উপর। বলে "মা মরে গিয়েছেন আর বাবা কালসাপ পুষেছেন।"

মহে। চাকরাণীর কি ক্রুটী হয়েছে ?

সৌদা। (সক্রোধে) চাকরাণীর ক্রুটীর কথা জিজ্ঞাসা করছ, মেয়েটীর আচরণের কথা বুঝি কানে শুনতে পেলে না ? সে স্ত্রীর ভালবাসা এখনও ভুলতে পার নি, তাই আমার অপমানের কথায় কর্ণপাত করলে না। কেন গরিবের মেয়েকে বিয়ে করেছিলে ? আমি তোমার ঘরে কালসাপ হয়ে এসেছি ? দাও আমাকে বাড়ীর বার করে দেও। [যাইতে উদ্যত]

মহে। (হস্ত ধরিয়া) কোথায় যাও, যা করতে বল তাই করছি।

সৌদা। (সক্রোধে) হাত ছেড়ে দাও, বনের পাখীরও আহার জোটে।

মহে। কর কি? আমি তোমার অপমানের প্রতীকার করছি।

সৌদা। এখনই কর। ওই মান-কুমারী আসছেন, দেখ যদি ওর কান্নায় ভিজে যাও, আমি এ প্রাণ রাখব না—যদি রাখি আমি বাপের বেটী নই।

মহীকুমারীর প্রবেশ।

মহী। বাবা, প্রণাম, আমি চললেম।

মহে। হয়েছে কি?

মহী। আমি এ বাটীর পর।

মহে। কেন?

মহী। (কান্দিতে কান্দিতে) মা যখন অভাগিনীকে ছেড়ে গেছেন—মা, তুমি কোথায় গেলে? তোমা বিনে যে এ বাড়ী আমার নিকট অরণ্য হয়ে পড়েছে।

মহে। তুমি মা হারিয়েছ কিন্তু মাতৃহীন হও নি।

মহী। এ আমার মা নয়। বাবা তুমি ঘরে কালসাপ পুষেছ।

সৌদা। স্বকর্ণে শোন। আমি কালসাপিনী না তুই কালসাপিনীর বাছা?

মহী। আমি গেলেই হল, আমি যাচ্ছি। আমার এখানে আসাই অন্যায় হয়েছে।

সৌদা। চাকরাণী বেটীর কি দোষ হয়েছিল যে তুই ভাত ফেলে দিয়ে কেঁদে কেটে অনর্থ করে দিয়েছিস?

মহী। চাকরাণীর এত বড় সাধ্য যে আমায় বলে "উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন"।

সৌদা। আমি কেন সেই জন্য কালসাপিনী হতে গেলেম?

মহী। সে তোমার শিক্ষিত।

সৌদা। মিথ্যা কথা বলিস নেরে, মিথ্যা কথা বলিস নে।

মহী। মা মরে গিয়েছেন, আমি আপদ হয়েছি, মিথ্যাবাদী হয়েছি, কাল-সাপিনীর বাচ্ছা হয়েছি। বাবা, আমি চললেম।

সৌদা। তুমি নিবারণ কর্‌ও না, কোথায় যাবে যাক, লোকে মেয়ের আচরণ দেখুক।

মহে। কোথায় যাবে ?

মহী। এ বাড়ী ছাড়া যেখানে হয়।

নারায়ণের প্রবেশ।

নারা। দিদী ঠাকুরাণ, তুমি ভাত ফেলে উঠেছ—আহা !

সৌদা। তুই এলি কি করতে ?

নারা। আপনারা দিদী ঠাকুরাণীকে চারটে খেতেও দিলেন না।

সৌদা। কি বললি ?

নারা। বললেম সত্যি কথা।

মহে। নারাণ ও দিকে যা।

নারা। যাচ্ছি। বড় মা ঠাকুরাণ নাই বলে দিদী ঠাকুরাণীর মুখ পানে কেউ একবার তাকায়ও না।

সৌদা। দূর হ নেমকহারাম।

নারা। আমি নেমকহারাম নই বলে এমন কথা বলছি, নেমকহারাম নই বলে দিদী ঠাকুরাণীর চখের জল দেখতে পারি নে।

মহী। আর দেখতে হবে না। নারাণ, তুই আমার সঙ্গে চল।

মহে। মহীকুমারী, কোথায় যাও ?

সৌদা। আমায় অপমান করবার ইচ্ছে থাকে তো নিষেধ কর—আর যদি এমন করে আমার অপমান কর আমি এ বাড়ী হতে একেবারে চললেম।

মহী। নারাণ, চল।

নারা। দিদী ঠাকুরাণী বড় মনের ব্যথায় এ বাড়ী ছাড়লেন—এঁর সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর লক্ষ্মী ছাড়ল।

[মহীকুমারী ও নারায়ণের প্রস্থান, পশ্চাতে মহেন্দ্রের গমন।]

সৌদা। আমার আপনার অমন মেয়ে হলে ছাই পেড়ে কাটতেম।

[অন্য দিক দিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পাটনা, বক্তিয়ার খিলিজির শিবির।

মোরাদ খিলিজি ও একজন দূতের প্রবেশ।

মোরা। তুমি বাঙ্গলার কোন দিক দেখেছ?

দূত। যে দিক সকলের সেরা।

মোরা। বেশ, সেখানকার সেরা জিনিষ কি?

দূত। সবই ভাল, তার মধ্যে সেরা কোনটা বলতে পারি নে।

মোরা। তোমার চক্ষু আছে, বিবেচনা করবার ক্ষমতা নাই। আচ্ছা ফলের মধ্যে সেরা কি?

দূত। কদুটো বড় মেলে।

মোরা। উল্লুক কাঁহাকা? গরুর ঘাস ভাল লাগে, পাপিয়া মেওয়া খায়।

দূত। হাঁ, একটা ফলের কথা মনে পড়েছে। আদ হাত গাছে দেড় সের দু সের ফল।

মোরা। তাজ্জব কথা! হাঁড়িতে হাতি।

দূত। দেখতে যেন পোষাকপরা বাদসার ছেলে, নাম তার আনরো—স। আমি একটা ছাল ছাড়িয়ে খেয়ে মুখ চুলকে মরি।

মোরা। বাঙ্গালী লোক এই জিনিষ খোষ করে খায়! কি ফুল বড় খোপসুরৎ?

দূত। আমি তা ভাল করে দেখিনি।

মোরা। সেরেফ কদু দেখেছ আর কদু খেয়েছ (হাস্য)। সেখানকার মেয়েমানুষ কেমন?

দূত। হাঁ, সেখানে মেয়েমানুষ আছে।

মোরা। আছে ঠিক? (হাস্য) তোমা অপেক্ষা বাঁদর অধিক চতুর।

দূত। সেখানকার মেয়েমানুষ বড় ঝকড়ো।

মোরা। খোপসুরৎ কেমন?

দূত। ভালও আছে, মন্দও আছে। তাদের মুখ ভাল করে দেখতে পাই নি। তাদের মুখের দিকে তাকালেই মুখ ফিরোয়।

মোরা। তাদের গান শুনেছ ?

দূত। তাদের ঝকড়া শুনেছি। ঝকড়ার সময় যেন তারা লড়াইয়ের ফৌজ হয়।

মোরা। তারা কি ভাল বাসে ?

দূত। ফুল ভাল বাসে। ফুল নিয়ে সকাল বেলা দরিয়ায় গোছল করতে যায়, গোছল করবার সময় ফুল নিয়ে খেলা করে।

মোরা। আচ্ছা তারা পুরুষের কি গুণ ভাল বাসে ?

বক্তিয়ার খিলিজির প্রবেশ।

রোমজান আলি আর দৌলত উল্লা ফিরে এসেছে।

[প্রস্থান।

দূত। সেলাম জনাব।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ।

দ্বি, দূ। সেলাম জনাব।

বক্তি। দৌলত উল্লা, ফিরে এসেছ ?

দ্বি, দূ। হাঁ জনাব।

বক্তি। বাঙ্গালা কেমন রাজ্য, এর জন্য স্বদেশীয় স্বধর্ম্মীয় লোককে পতি-পুত্রহীন করা যায় কি না ?

দ্বি, দূ। আমরা যত রাজ্য জয় করেছি, বাঙ্গালার সমান কোনটাই নয়। বাঙ্গালীদের উপর খোদার বড় দোয়া, সোনার খান নাই, রূপার খান নাই, তবুও জমির গুণে বাঙ্গালীরা ধনী।

বক্তি। (স্বগত) বাঙ্গালীদের ধন খনিতে নয়, জমিতে।

দ্বি, দূ। জমি এত সরেস যে থোড়া মেহন্নতে সোনা পয়দা হয়।

বক্তি। (স্বগত) তবে বাঙ্গলা সহজে জয় করা যেতে পারে, কারণ যেখানে স্বভাব অনুকূল, সেখানে মনুষ্য অলস।

দ্বি, দূ। ফল, মূল, শস্য যে কত পয়দা হয় তার লেখা জোখা নাই। খোদা বাঙ্গালীদের জন্য গাছের উপর রুটী সরবৎ তৈয়ার করে রেখে দিয়েছেন।

বক্তি। আমি কবির বর্ণনা চাই না।

দ্বি, দূ। জনাব, তালের মত এক গাছ আছে তার নাম নেরেল, তার ফলের মধ্যে বড় মিটে জল ও শাঁস পাওয়া যায়, একটী খেলে পেট ভরে যায়।

বক্তি। বড় আশ্চর্য্য ফল।

দ্বি, দূ। গাছে পশম জন্মে।

বক্তি। হিন্দু উপন্যাসের কথা তো নয়?

দ্বি, দূ। জনাব, নফর স্বচক্ষে দেখেছে।

বক্তি। বাঙ্গালীরা কেমন?

দ্বি, দূ। বাঙ্গালীরা বড় দুর্ব্বল। গায়ে অনেকের মাংস আছে, কিন্তু পেটেই মাংসের ভাগটা অধিক।

বক্তি। (হাস্য করিয়া স্বগত) বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল, খোদা তাদের সুখী করেই অকর্ম্মণ্য করে ফেলেছেন। খোদা তাদের সব দিয়েছেন কিন্তু আত্ম-রক্ষার উপায় করে দেন নাই।

দ্বি, দূ। বাঙ্গালীরা বড় নিস্তেজ, তাদের কথায় তেজ নাই, চলনে তেজ নাই, কাজে তেজ নাই। সহজে রাগে না, রাগলে এক লহমার মধ্যে রাগ পড়ে যায়। বাঙ্গালীরা মিটে কথায় বড় ভোলে।

বক্তি। (স্বগত) বাঙ্গালীদের জয় করা সহজ, জয় করে শাসনাধীনে রাখাও সহজ, এমন জেতের উপর গুরুতর অত্যাচার করেও তাদের দুকথায় নরম করা যায়।

দ্বি, দূ। তাদের এত দয়া যে একটা কুকুর কি বিরাল মারলে আ—হা—হা করে উঠে।

বক্তি। (স্বগত) যারা মারতে ভয় করে, তাদের মারতে কতক্ষণ?

দ্বি, দূ। বাঙ্গালী মরদ অপেক্ষা তাদের মেয়েমানষেরা জেয়দা তেজীয়ান, সহজে রাগে, আর রাগ করলে বাঘের মত গর্জ্জন করে।

বক্তি। তারা কি রূপ বুদ্ধিমান?

দ্বি, দূ। তারা ভারি চতুর।

বক্তি। (স্বগত) বুদ্ধি আছে বল নাই, এরূপ অবস্থায় মানুষ ভীরু ও শঠ হয়। (প্রকাশে) তারা কি বড় শঠ?

দ্বি, দূ। বড় শঠ বোধ হয় না—বড় সরল।

বক্তি। (স্বগত) নিস্তেজ, ভীরু, সরল—এদের বিনা অস্ত্রে জয় করা যায়। (প্রকাশে) তারা কি রাজার প্রতি সন্তুষ্ট?

দ্বি, দূ। ভারী সন্তুষ্ট, রাজাকে একটী পেগম্বরের মত দেখে।

বক্তি। (স্বগত) এরূপ রাজাকে জয় করা কঠিন—কিন্তু প্রজারা না-মরদ। (প্রকাশে) রাজাকে দেখেছ?

দ্বি, দূ। দেখেছি, অতি প্রাচীন কিন্তু রাজা বটে, দেখলেই মনে ভয় ও ভক্তি হয়।

বক্তি। (স্বগত) প্রাচীন। (প্রকাশে) সৈন্যদল দেখেছ?

দ্বি দূ। আজ্ঞে, দেখেছি।

বক্তি। সংখ্যা কত?

দ্বি দূ। দশ হাজারের মধ্যে।

বক্তি। তাদের অস্ত্র-চালনা দেখেছ?

দ্বি, দূ। তাদের কাজের মধ্যে দুই, খাওয়া আর শোওয়া।

বক্তি। (স্বগত) তিন কুকুরে এদের সকলকে শিকার করে আনতে পারে। এক দল মৌমাছিকেও এদের অপেক্ষা অধিক ভয় হয়।

তৃতীয় দূতের প্রবেশ।

তৃ, দূ। সেলাম খোদাবন্দ।

বক্তি। সংবাদ কি?

তৃ, দূ। (ব্যস্ততার সহিত) বাঙ্গালীরা অতি ভয়ানক জাতি, রাগলে জঙ্গলা মহিষের মত হয়। আমি আর বাখর আলি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসছিলাম, তিন বেটা বাঙ্গালী আমায় বিনা কসুরে পাকড়ালে, বেইজ্জতও করলে। তাদের পোষাকে বোধ হল তারা রাজার ছেলে।

বক্তি। বাঙ্গালী জাতি অতি পাজি।—দৌলত উল্লা আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত মিথ্যা গল্প বলছিলি—কোই হায়, লে যাও এসকো শের লেও।

দ্বি, দূ। আমি মুসলমান নই যদি মিছে কথা বলে থাকি। দোহাই জনাবের, আমায় মারবেন না, আল্লার কসম, আমি ঝুট বাত বলি নি। রোম-জানকে জিজ্ঞাসা করুন আমি সত্য কথা বলেছি কি না। রোমজান বল না—

প্র, দূ। হুজুর—

বক্তি। চুপ রও হারামজাদ্। লে যাও দৌলত উল্লাকে কয়েদ করকে রাখ্খ। (দ্বিতীয় দূতকে লইয়া প্রথম দূতের প্রস্থান) কোই হায়? আফসর লোককো বোলাও। [নেপথ্যে ভেরী-নিনাদ] বাঙ্গালীর এত বড় আস্পর্দ্ধা আমার দূতকে আক্রমণ করে, অপমান করে—বাঙ্গালীরা আপন ঘরে আপনারাই আগুন লাগিয়ে দিলে। (পরিক্রমণ)

গোপালকে লইয়া দুই জন সৈনিকের প্রবেশ।

গোপা। (স্বগত) আমার অভিপ্রায় কি বুঝতে পেরেছে? (প্রকাশে) হুজুর, জনাব, জাহাপনা, বাঙ্গালা তো আপনার হয়েছে।

বক্তি। (না দেখিয়া ও না শুনিয়া) তুরন্ত বোলাও। [নেপথ্যে ভেরী-নিনাদ]

দুই তিন জন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ।

প্রস্তুত হও—কাল প্রাতে বাঙ্গালা আক্রমণ করবার জন্য যাত্রা করতে হবে।

সৈন্যা। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

বক্তি। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) বাঙ্গালীর সাধ্য হল আমার লোককে আক্রমণ করে?

গোপা। ভীরু বাঙ্গালীর এত বড় সাধ্য যে আপনার লোককে আক্রমণ করে?

বক্তি। (গোপালের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তুমি কে?

গোপা। হুজুর দাস এসেছে বাঙ্গালা জয়ের সহজ উপায় বলে দিতে।

বক্তি। (সুস্থির হইয়া) তুমি কে?

গোপা। (আস্তে আস্তে) মুসলমান সম্রাটের প্রতিনিধির লোকের অপমান ভীরু বাঙ্গালীর দ্বারা! হুজুর, আপনি যে বাঙ্গালীর উপর রাগান্বিত হয়েছেন এ উচিত, অত্যন্ত উচিত, সম্পূর্ণ উচিত। আপনকার নিকট কোন কথা বলি বান্দার এরূপ সাহস হয় না, তবে যদি অভয় দেন তো সমুদায় খুলে বলি।

বক্তি। (স্বগত) এ ত বঙ্গরাজের চর নয়? না, ত হলে এত সাহস করে আমার কাছে আসত না।

গোপা। হুজুর আমি বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর নাম শুনে আমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন না।

বক্তি। (সবিস্ময়ে) তুমি বাঙ্গালী?

গোপা। কিন্তু আপনকার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমাকে বঙ্গরাজ-মন্ত্রী মহেন্দ্র পাঠিয়েছেন।

বক্তি। বঙ্গরাজের দূত? সন্ধির মানসে যদি এসে থাক সে আশা বৃথা, আমি নীচাশয় বাঙ্গালীর সঙ্গে সন্ধি করব না।

গোপা। আমি বঙ্গরাজের দূত নই, মন্ত্রীর দূত। আমার সকল কথা শুনলে বুঝতে পারবেন আমি আপনারই মঙ্গলোদ্দেশে কষ্ট পেয়ে এত দূর এসেছি। মন্ত্রী মহাশয় অতি বিচক্ষণ, পরিণামদর্শী। আপনকার সঙ্গে শত্রুতা করলে যদিও আপাততঃ বাঙ্গালা রক্ষা হতে পারে—

বক্তি। (সাবেগে) কেহই আর বাঙ্গালা রক্ষা করতে পারে না।

গোপা। মন্ত্রী মহাশয়ও তাই বলেন।

বক্তি। লোকটার বুদ্ধি আছে। তার পর?

গোপা। মন্ত্রী মহাশয়ের ইচ্ছা যে নির্ব্বিরোধে আপনকার হস্তে রাজ্য সমর্পণ করেন।

বক্তি। এ বেশ কথা।

গোপা। কিন্তু মহারাজের ইচ্ছা যে আপনকার সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

বক্তি। (সক্রোধে) তবে তোমার এখানে আসবের কি প্রয়োজন?

গোপা। হুজুর শুনুন, মহারাজের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আছে সেই সমুদয় সৈন্য একত্র করে যুদ্ধ করবেন তাঁর এইরূপ বাসনা।

বক্তি। পঞ্চাশ হাজার সৈন্য! দৌলত উল্লা বলছিল দশ হাজারের মধ্যে—মিথ্যাবাদী নেমকহারামকে ফাঁসি দিতে হবে।

গোপা। নবদ্বীপে আট দশ হাজার সৈন্য আছে বটে।

বক্তি। (স্বগত) সে নবদ্বীপে গিয়েছিল বটে।

গোপা। মন্ত্রী মহাশয়ের কথায় মহারাজ নরম হয়েছেন কিন্তু তাঁর

ভ্রাতষ্পুত্র বিরাটসেন কিছুই বুঝে না—কিছুই শুনে না—যুদ্ধ করবে সংকল্প করেছে—পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সঙ্গে করে আপনকার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। মন্ত্রী মহাশয় যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন না, আর হুজুর যদি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন তা হলে তিনি যুদ্ধ নিবারণ করতেও পারেন। এই পত্র পাঠ করুন, পত্র পড়লেই সব জানতে পারবেন।

বক্তি। (পত্র পাঠ করিয়া) বঙ্গরাজ্য আমার হস্তে সমর্পণ করা তাঁর ইচ্ছা—ভাল। কি হলে এটী করতে পারেন, "গোপালের নিকট জানিবেন।" তুমি গোপাল?

গোপা। হাঁ হুজুর।

বক্তি। তিনি কি চান?

গোপা। আপনি বৃদ্ধ রাজা লাক্ষ্মণ্যসেনকে মারবেন না বা কারারুদ্ধ করবেন না।

বক্তি। আচ্ছা করব না। আর কি?

গোপা। আর—বাঙ্গালা শাসনের জন্য আপনকার প্রতিনিধির অবশ্য প্রয়োজন হবে—

বক্তি। হাঁ প্রয়োজন হবে। বুঝেছি মন্ত্রী প্রতিনিধি হতে চান?

গোপা। আজ্ঞা।

বক্তি। আমি তাতেও সম্মত। বৎসর বৎসর আমার নির্দ্ধারিত কর পেলেই হল।

গোপা। হুজুর একটী কাজ করবেন, মন্ত্রী মহাশয় কৌশলে আপনাকে রাজ্য দিচ্ছেন একথা যেন প্রকাশ না হয়।

বক্তি। ভাল তুমি এখন যাও। [বক্তিয়ার খিলিজি ব্যতীত সকলে নিষ্ক্রান্ত] পঞ্চাশ হাজার সৈন্য—যুদ্ধ না করাই ভাল—বিনা রক্তপাতে রাজ্যলাভ। মন্ত্রী, লোকটা বুদ্ধিমান কিন্তু বিশ্বাসঘাতক। যাক আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হলেই হল। অতি জঘন্য লোক—স্বার্থের জন্য স্বাধীনতা অবলীলাক্রমে দিতে পারে। যে জাতির মধ্যে এমন কুলাঙ্গার আছে তাদের কোন কালেই মঙ্গল নাই। খোদা কাফেরদের এইরূপই করেছেন—ধিক স্বার্থপর, কুলাঙ্গার, কাপুরুষ কাফের।

[যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নবদ্বীপ, রাজ-সভা।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য ও মহেন্দ্রের প্রবেশ।

মহে। পরমেশ্বরের মনে এই ছিল? যুধিষ্ঠিরতুল্য লাক্ষ্মণ্যসেন ম্লেচ্ছগণ দ্বারা রাজ্যচ্যুত হবেন? গুরুদেব, মহারাজের পক্ষে যুদ্ধ অবিধেয়?

গোবি। তার আর সন্দেহ।

মহে। আজ্ঞা, তাই বটে। কারণ তা হলে মহারাজের সহস্র লোকের জীবন-নাশ-পাতকে মগ্ন হতে হবে। কিন্তু মহারাজ যুদ্ধ করবেনই।

গোবি। মন্ত্রি, তুমি নিষেধ করও।

মহে। মহারাজ স্বরাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ করবেন, আমি কি নিষেধ করতে পারি? আপনি নিষেধ করলে ভাল হয়।

গোবি। ভাল, আমিই নিষেধ করব।

মহে। আপনি জানছেন যুদ্ধ করা পাপ, তখন মহারাজকে নিরস্ত না করলে তাঁর পারত্রিক মঙ্গলের হানি হবে, আপনকারও বটে।

গোবি। তা কি আমি বুঝি নে?

মহে। (স্বগত) আপনি এইরূপ চতুরই বটে। (প্রকাশে) আপনি রাজগুরু, যুদ্ধ হলে পরে ম্লেচ্ছেরা আপনাকে সকলের আগে ধরে আপনকার অপমান ও ধর্ম্ম নষ্ট করবে।

গোবি। অন্যায় কথা নয়।

মহে। আপনি যদি মহারাজকে নিষেধ না করেন, এইরূপ হওয়া সম্ভাবনা।

গোবি। আমি নিষেধ করব। তা হলে মহারাজ কখনই যুদ্ধ করবেন না

লাক্ষ্মণ্যসেন, বিরাটসেন, হরিপ্রসাদ ও সভাসদগণের প্রবেশ ও স্ব স্ব স্থানে উপবেশন।

বিরা। মহারাজ, যবনেরা দ্বারে উপস্থিত, এখন কর্ত্তব্য কি?

লাক্ষ্ম। (চিন্তিত ভাবে) ম্লেচ্ছেরা জয়লাভে উন্মত্ত হয়ে বঙ্গাভিমুখে আসছে—বিপদ সামান্য নয়।

গোবি। মহারাজ, অনেক দিন অবধি অমঙ্গলসূচক ঘটনা হচ্ছে, এখন মূর্ত্তিমান অমঙ্গল উপস্থিত। এরূপ বিপদ কেহ কখন দেখেও নাই, শোনেও নাই।

লাক্ষ্ম। আমি এত দিন রাজত্ব করে এখন প্রাচীন হয়েছি আর ভীষণ অমঙ্গল উপস্থিত। মন্ত্রীবর কি কর্ত্তব্য?

মহে। এ বিষয় আমি রাত্রিদিন ভাবছি কিন্তু কি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। যাহাকে জানা নাই তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা কঠিন। তুরকিদিগের বিষয় এইমাত্র জেনেছি যে তাহারা মহাবল পরাক্রান্ত ও যুদ্ধবিশারদ, কারণ ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রদেশ তাহারা অনায়াসে জয় করেছে।

হরি। (জনান্তিকে বিরাটের প্রতি) বল না যুদ্ধ করব।

বিরা। (জনান্তিকে) বিলম্ব কর।

লাক্ষ্ম। আমি নিজ প্রজাবর্গকে বড় স্নেহ করি। ধর্ম্ম বলছেন, আমি তাহাদিগকে রক্ষা করব—রক্ষা করতে হবে। এই জরাজীর্ণ শরীর দিয়েও রক্ষা করতে হবে। (উৎসাহের সহিত) যুদ্ধ করা উচিত—যুদ্ধ করব।

বিরা। (সোৎসাহে) যুদ্ধ করব, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব, তাতে যায় প্রাণ যাবে।

হরি। বঙ্গভূমি কখনও পরাধীন নন—আমরা জীবিত থাকতে পরাধীন হতে দেব না। বঙ্গীয় তরবারিতে ম্লেচ্ছ রক্তের স্রোত প্রবাহিত করব।

লাক্ষ্ম। বঙ্গবাসী মাত্রেই এইরূপ দৃঢ়সংকল্প হওয়া উচিত।

গোবি। মহারাজ ভবিষ্যপুরাণে ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক বঙ্গ আক্রমণের বিষয় স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে।

লাক্ষ্ম। পুরাণে এ বিষয় উল্লিখিত আছে! ইহার প্রতিবিধানের বিষয়ও অবশ্য উল্লিখিত আছে। গুরুদেব, কি লেখা আছে?

গোবি। আমি পুরাণ সঙ্গে করে এনেছি, পাঠ করছি, শ্রবণ করুন। শাস্ত্রকারেরা যা লিখেছেন তদনুসারে কার্য্য করুন, কারণ রাজনীতি শাস্ত্রানুসারিণী হওয়া উচিত।

লাক্ষ্ম। অবশ্য, শাস্ত্রই অন্ধ মানবের চক্ষু। শাস্ত্র আমাদিগকে সকল বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন। পাঠ করুন।

বিরা ও হরি। পড়ুন, পড়ুন। শাস্ত্রে যে উপায়ের কথা লেখা আছে, ঠিক সেইটীই অবলম্বন করা যাবে।

গোবি। মহারাজ শুনুন :—

যবনাঃ প্রবলা বঙ্গং গ্রহীষ্যন্তি নতে কলৌ।
নাপি দৈবং নচৈবাস্ত্রং ক্ষমেত তস্য রক্ষণে॥
শ্বেতবর্ণ মহাকায়ন্দীর্ঘবাহুঞ্চমূপতিম্।
ব্যূঢ়োরস্কং বিজেতুঙ্কঃ সহেত বীরমঙ্গনে॥

অর্থাৎ কলিশেষে যবনেরা প্রবল হয়ে বঙ্গ জয় করবে। দৈবকার্য্য দ্বারা বা অস্ত্রবলে ইহাকে রক্ষা করা যাবে না। যবন-সেনাপতি শ্বেতবর্ণ মহাকায়, দীর্ঘবাহু, প্রসস্থবক্ষ, তাহাকে পরাস্ত করে কাহারও সাধ্য নাই।

লাক্ষ্ম। অ্যাঁ! (নীরব।)

বিরা। বলেন কি গুরুদেব ?

মহে। আশ্চর্য্য! শাস্ত্রে এ সবই আছে—যবন সেনাপতির বর্ণ, শরীরের গঠন—সমুদয়! মহারাজ, আজি যে দূত ফিরে এসেছে সে যবন-সেনাপতিকে এই রূপই বর্ণনা করলে। হা হতভাগ্য বঙ্গদেশ!

লাক্ষ্ম। বঙ্গভূমির কপালে শেষে এই ছিল! যা হবার তাই হবে যুদ্ধ করব—বঙ্গের পতন হবার পূর্ব্বে লাক্ষ্মণ্যসেনের পতন হক।

মহে। শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয় না। ইহা না জানাই ভাল ছিল, কুসত্য অপেক্ষা সুঅজ্ঞানতা বাঞ্ছনীয়।

গোবি। যুদ্ধ করা দেবতাদিগের অভিপ্রায় নয়, তা হলে শাস্ত্রে এরূপ লেখা থাকবে কেন?

লাক্ষ্ম। বিধাতার ইচ্ছা বঙ্গভূমি যবনাধিকৃত হয় কিন্তু বঙ্গের জন্য লাক্ষ্মণ্যসেনের প্রাণ দেওয়া দেবতাদিগের অনভিপ্রেত নহে।

গোবি। যাহা করা বৃথা তাহা অনাবশ্যক। মহারাজ, যুদ্ধ করবেন না।

লাক্ষ্ম। (সচিন্ত ভাবে) যুদ্ধ করব না। এই সুন্দর রাজ্য যবনেরা জয় করবে, অনায়াসে জয় করবে। (সাবেগে) বঙ্গভূমির কি রক্ষক নাই, রাজা নাই, সৈন্য নাই? যবনেরা জয়-পতাকা তুলে, জয়-বাদ্যে গগণ প্রতিধ্বনিত করবে আর বঙ্গভূমি বিনা বাতাসে শুষ্ক পত্রের ন্যায় নিঃশব্দে পতিত হবে—এবং কাপুরুষ লাক্ষ্মণ্যসেন জীবিত থাকবে! রাজ্য, স্বদেশ, জন্মভূমির জন্য যুদ্ধ করব না? নরদেহবিশিষ্ট লাক্ষ্মণ্যসেন কি পাষাণ-মূর্ত্তি মাত্র? গুরুদেব, লাক্ষ্মণ্যসেন বৃদ্ধ বটে, ভীরু নয়। যুদ্ধ করব।

গোবি। নিষ্ফল যুদ্ধের ফল মহাপাতক। শত শত লোক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করবে সে পাপ হবে কার? আপনারই। এ পাপে লিপ্ত হবেন না, যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।

লাক্ষ্ম। (চিন্তিত ভাবে) পাপ হবে—নরহত্যা মহাপাতক।

গোবি। মহারাজ, রাজ্য রক্ষা হবে না, অথচ শত শত লোক প্রাণ ত্যাগ করবে, আপনি বিজ্ঞ হয়ে এ মহাপাতকে মগ্ন হবেন না। আমি শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হয়েও যদি আপনাকে নিষেধ না করি আমার কি পাপের সীমা আছে?

লাক্ষ্ম। আপনি নিষেধ করলে আমার সাধ্য নাই যুদ্ধ করি। (চিন্তিত ভাবে) যুদ্ধ করব না। (সাক্ষেপে) বিরাট, মহেন্দ্র, আমাকে জীবিত অবস্থায় চিতায় তুলে দগ্ধ কর। আমার নিরীহ প্রজাগণ শত্রু-হস্তগত হবে—উ—হ—বিধাতা! কেন রাজ-মুকুট শিরে ধারণ করেছিলাম, কাপুরুষের মস্তকে রাজমুকুট শোভা পায় না। (মুকুট ভূতলে ক্ষেপণ) গুরুদেব, নিষেধ করবেন না, যুদ্ধ করি।

গোবি। মহারাজ, মোহে মুগ্ধ হয়ে অধর্ম্ম করবেন না। বঙ্গভূমির কপালে যা আছে তাই হবে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে?

লাক্ষ্ম। যুদ্ধ করব না! ও—হ!

বিরা। আমরা যুদ্ধ করব।

গোবি। বিরাট, মহারাজ যখন নিরস্ত হলেন তখন তুমি অমন কথা বলও না।

বিরা। আপনি ক্ষান্ত হন, আপনকার কথা আমি শুনলেম না।

গোবি। বালক বিরাট, আমার কথা অগ্রাহ্য করে মনে করেছে কি জয়লাভ হবে?

হরি। উনি না করেন আমি মনে করি।

গোবি। ক্ষান্ত হ হরিপ্রসাদ, তুই তো একটা উন্মাদ মাত্র। বিরাট, যুদ্ধ কর কিন্তু জয় লাভ হবে না।

বিরা। আপনি শাপ দেবেন, দিন। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমি ব্রহ্মশাপকেও ভয় করি না।

লাক্ষ্ম। বিরাট, মুখে এন না অমন কথা—ব্রহ্মশাপ।

বিরা। আমি যুদ্ধ করবই। এখনও সময় আছে আমি যুদ্ধের সজ্জা করি গিয়ে, চল হরিপ্রসাদ।

হরি। যত কাপুরুষ একত্র হয়ে বঙ্গভূমির সর্ব্বনাশ করতে বসেছে।

মহে। যুবরাজ, আপনি এত ব্যস্ত হলেন কেন? মহারাজ নিজে বিবেচনা করে একটা সাব্যস্ত করুন।

গোবি। সাব্যস্ত হয়েছে, মহারাজ যুদ্ধ করবেন না।

মহে। বাস্তবিক কি যুদ্ধ হবে না?

সভাসদ্গণ। যুদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

বিরা। কাপুরুষ ভীরুগণ, তোমাদের পরামর্শ চাই না। দেখি আমার কথায় সৈন্যগণ যুদ্ধ করে কি না? বঙ্গরাজ্যে পুরুষ আছে, বাপের বেটাও আছে, তারা যুদ্ধ করবে।

হরি। চল বিরাট, সৈন্যগণ সঙ্গে ম্লেচ্ছ-রক্তে পৃথিবীকে প্লাবিত করি।

[বিরাটসেনের সঙ্গে বেগে প্রস্থান।

লাক্ষ্ম। তারা গেছে—লাক্ষ্মণ্যসেনের শেষে এই দশা হল!

[বিরক্তির সহিত প্রস্থান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্য সকলে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-ভবন, অন্তঃপুর।

পট্ট-বস্ত্র-পরিধান লাক্ষ্মণ্যসেনের প্রবেশ।

লাক্ষ্ম। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া আস্তে আস্তে পরিক্রমণ) হস্তপদ বদ্ধ হয়ে অতল বিষ-সাগরে নিমগ্ন হতে হল। এ শত জন্মের দুষ্কৃতির ফল। যার শরীর হতে অস্থি মাংস পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বিগলিত হয়ে পড়ে সেও কি এত যন্ত্রণা ভোগ করে? কোটী লোক আমার প্রজা, আমি কি না বিনা যুদ্ধে দুরাচার ম্লেচ্ছদিগকে রাজ্য ছেড়ে দিচ্ছি? বঙ্গে কি বীর নাই? কাপুরুষ লাক্ষ্মণ্য-সেনের শাসনকালে বঙ্গ কি বীরশূন্য হল? আমি মূর্ত্তিমান কলঙ্ক হয়ে পড়েছি। যুদ্ধ করলেম না—করতে পেলেম না—বিধাতা দিলেন না। হা ইষ্টদেব, কেন নিষেধ করলেন? ইষ্টদেবের প্রতি কেন দোষারোপ করি? গুরুনিন্দা মহাপাপ। বিধাতা, বঙ্গভূমি কি দোষে দোষী যে তাহার পায়ে অধীনতা শৃঙ্খল পরাচ্ছ? বাঙ্গালীরা ধর্ম্মভীত, মহৎ, শান্তস্বভাব, তাই কি তাহাদিগকে পরাধীন করছ? কেন চির-অনাবৃষ্টি, দ্বাদশ-বর্ষ-ব্যাপী দুর্ভিক্ষ, ভীষণ মহা-মারীদ্বারা বঙ্গভূমিকে জনশূন্য করলে না? আর্য্যজাতিশ্রেষ্ঠ হিংসা-বিদ্বেষশূন্য ধর্ম্মপরায়ণ বাঙ্গালী জাতিকে পরাধীন, ম্লেচ্ছাধীন, ম্লেচ্ছপ্রপীড়িত ম্লেচ্ছ-পদ-দলিত হবার জন্য কি সৃজন করেছিলে বাঙ্গালীরা কার সুখের হন্তা হয়েছিল, কার দুঃখের কারণ হয়েছিল যে তাদের এই পরিণাম হল? (নিস্তব্ধ হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি)

জলপূর্ণ পাত্র হস্তে ব্রহ্মময়ীর প্রবেশ।

ব্রহ্ম। তুমি প্রভুর নৃসিংহ মূর্ত্তির প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছ—প্রভুর মহিমার কথা ভাবছ? প্রহ্লাদ সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আহা! প্রভু প্রহ্লাদকে কত বার বিপদে ফেলে তাহতে উদ্ধার করেছিলেন। প্রভু, তুমি বিপদে ফেলে ভক্তকে পরীক্ষা কর।

লাক্ষ্ম। সুধামাখা কথা গুলি আবার বল।

ব্রহ্ম। প্রভু বিপদে ফেলে ভক্তকে পরীক্ষা করেন—বিপদের সময় যে তাঁর চরণ ধরে পড়ে থাকে তার আর ভয় নাই।

লাক্ষ্ম। তোমার মত আমার ভক্তি হত। কি সুমধুর বাক্যই বললে! প্রভুর চরণ ধরে পড়ে থাকলে কোন ভয়ই নাই। কিন্তু আমি তা পারিনে।

ব্রহ্ম। হরিপদ ভরসা। এই জলটা পাদোদক করে দেও।

লাক্ষ্মণ্যসেনের পাত্রে চরণাঙ্গুলী স্পর্শ করা ও ব্রহ্মময়ীর সেই জল নিজ মস্তকে ছিটাইয়া দেওয়া। জনৈক স্ত্রীলোকের অন্ন লইয়া প্রবেশ, ও তাহা রাখিয়া প্রস্থান।

ভাত এনে দিয়েছে, আহার করতে বসও।

লাক্ষ্ম। খেয়ে কি হবে? আর খেতে চাই না।

ব্রহ্ম। (অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত) এ কি কথা? তোমার মন বিচলিত করে এমন কি দুঃখ হয়েছে?

লাক্ষ্ম। এ দুঃখে পাষাণ বিচলিত হয়, বৃক্ষ রোদন করে।

ব্রহ্ম। হয়েছে কি? হয়েছে কি?

লাক্ষ্ম। মুসলমান সৈন্য আমার রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

ব্রহ্ম। আমাদের কি সৈন্য নাই? তারা যুদ্ধ করুক, মুসলমানদিগকে দূর করুক। তুমি স্বয়ং ধর্ম্ম, তোমার রাজ্য স্বয়ং ধর্ম্ম রক্ষা করবেন।

লাক্ষ্ম। রাজ-মহিষীর যোগ্য কথা বলেছ। কিন্তু সৈন্যগণ যুদ্ধ করবে না, যুদ্ধ করতে পারলে না।

ব্রহ্ম। তারা তোমার নুণ খেয়েছে, এখন তোমার কাজ করবে না! তারা কি সব মেয়েমানুষ হয়েছে?

বিরাটসেনের বেগে প্রবেশ।

বিরা। আক্ষেপ রাখি কোথা? সেনাপতি কাপুরুষ, সেনাগণ কাপুরুষ, কেউ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নয়! যত কাপুরুষ একত্র হয়ে বঙ্গরাজ্য নষ্ট করলে।

লাক্ষ্ম। আমি সেই কাপুরুষদের মধ্যে প্রধান।

বিরা। মহারাজ আজ্ঞা দিন, তা হলে সৈন্যগণ যুদ্ধ করে।

লাক্ষ্ম। বাবা বিরাট, আমার সেটী করবার সাধ্য নাই।

বিরা। তবে বঙ্গ ছারখার হল। মহারাজ, আপনি বিজ্ঞ নৃপতি হয়ে কি ভীরু ব্রাহ্মণের বাক্যে এককালীন বীর্য্যশূন্য হলেন ?

লাক্ষ্ম। ব্রাহ্মণের বাক্য, ইষ্টদেবের বাক্য অগ্রাহ্য করতে পারি না।

বিরা। ওহ! বঙ্গ, তোমার আর ভরসা নাই।

[প্রস্থান।

ব্রহ্ম। যুদ্ধ করবে না কেন? যুদ্ধ করতে আজ্ঞা দেও। মুসলমানেরা আমাদের রাজ্য নেবে? সংসারে পদে পদে বিড়ম্বনা। এখন চারিটে আহার কর—মুসলমানেরা তো এখনও আসে নি।

লাক্ষ্ম। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই। ছিলেম রাজা, হতে হবে পথের ভিখারী।

ব্রহ্ম। ভগবানের এমনই ইচ্ছা? প্রভু, তুমি মারলে কে রাখে? যা দিয়েছ সবই নেও; নেও, কিন্তু যেন তোমার শ্রীচরণ হতে বঞ্চিত করও না। বৃক্ষমূল অট্টালিকা হবে, ভিক্ষান্ন রাজ-ভোগ হবে, ডাকবা মাত্র যদি তোমাকে পাই। [লাক্ষ্মণ্যসেনের আহার করিতে উপবেশন ও ব্রহ্মময়ীর পাখা দিয়া বাতাস দেওয়া] স্থির হয়ে বসে রইলে কেন? আহার কর।

লাক্ষ্ম। এ যদি অন্ন না হয়ে ছাই হত তা হলে উদরস্থ করতেম ?

ব্রহ্ম। অমন কথা বলও না। বিধাতার মনে যা আছে তাই হবে। আহার কর, তোমার অরুচি হয়েছে বলে এক দিনের পথ হতে পানফল আনিয়ে আমি স্বহস্তে রেঁধেছি—তুমি ত তা ভাল বাস।

লক্ষ্ম। জীবন বিস্বাদ হলে সবই বিস্বাদ। রাজ্য যায়, আমি জীবিত !

ব্রহ্ম। খাও, চারিটে খাও।

লাক্ষ্ম। খাই, ছাই খাই। (অন্নগ্রাস লইয়া মুখে দিতে উদ্যত)

[নেপথ্যে] মহারাজ, পালান, পালান, পালান।

লাক্ষ্ম। কি, কি, কি? (গাত্রোত্থান)

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের বেগে প্রবেশ।

গোবি। (সাবেগে) সর্ব্বনাশ উপস্থিত—প্রস্থান করুন, করুন। এসেছে, মুসলমানেরা এসে পড়েছে, রাজ-বাটীতে প্রবেশ করেছে। প্রস্থান করুন, প্রস্থান করুন।

লাক্ষ্ম। কি, রাজ-ভবনে প্রবেশ করেছে? লাক্ষ্মণ্যসেন এখনও মরে নাই।

(বেগের সহিত অস্ত্র গ্রহণ) প্রহরীরা দ্বার রক্ষা করতে পারলে না, আমি নিজে যাই, দেখি হিন্দু-তরবারিতে ম্লেচ্ছের রক্তপাত করা যায় কি না ?

গোবি। মহারাজ, লক্ষ লক্ষ মুসলমান রাজ-ভবনে প্রবেশ করেছে—যাবেন না, যাবেন না। আপনি গিয়ে যবনদিগের দিগদিগন্তনাশক ক্রোধানল বৃদ্ধি করবেন না।

লাক্ষ্ম। (সানুনয়ে) গুরুদেব নিষেধ করবেন না।

গোবি। আপনি গেলে তারা কাউকে রাখবে না। ব্রাহ্মণের কথা রাখুন, আপনি ক্রোধপরবশ হয়ে অন্যের প্রাণহন্তারক হবেন না। আপন প্রাণ নষ্ট করা পাপ, অন্যের প্রাণনাশের কারণ হওয়া ততোধিক পাতক। বৃদ্ধ বয়সে মহাপাতকে লিপ্ত হবেন না, হবেন না।

লাক্ষ্ম। ম্লেচ্ছেরা রাজ্য নিচ্চে, রাজ-ভবনে প্রবেশ করলে—

গোবি। মহারাজ, যাবেন না, যাবেন না।

লাক্ষ্ম। (সাক্ষেপে) আমি রাজাধম, পুরুষাধম, নরাধম, নররক্ত এ শরীরে প্রবাহিত হওয়াই বিধাতার বিড়ম্বনা। লাক্ষ্মণ্যসেনের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করা মহাপাতক। (অস্ত্র ফেলিয়া স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান।)

ব্রহ্ম। বিরাট কোথায় ?

গোবি। রাজ-ভবনে দেখি নি। মহারাজ চলুন, চলুন। (হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

লাক্ষ্ম। না গুরুদেব, আপনারা যান। ম্লেচ্ছেরা আসুক, আমাকে বধ করুক, আমি আর মনুষ্যকে মুখ দেখাব না।

[দ্বারে আঘাত।]

গোবি। (সভয়ে) ঐ বুঝি দ্বার ভেঙ্গে ফেললে, মহারাজ চলুন। যাবেন না, ঐ—দ্বার—ভাঙ্গলে। (বেগে প্রস্থান)

[দ্বারে আঘাত।]

ব্রহ্ম। তোমার পায়ে ধরি চল। (চরণ ধারণ) এমন করে মৃত্যুকে ডেক না। চল, নইলে ধর্ম্মকর্ম্মরহিত ম্লেচ্ছেরা এসে আমার অপমান করবে—তা কি দেখতে পারবে ?

লাক্ষ্ম। তবে চললেম।

ব্রহ্ম। হরিপ্রিয়ে, জয়তারা, গনেশজননী, তাদের কেমন করে ফেলে যাই ? মাধব, তাদের ডাক, একত্রে যাই।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

বক্তিয়ার খিলিজি, মহেন্দ্র ও গোপালের প্রবেশ।

বক্তি। রাজা কোথায় ? আমি তাকে মারব না, কয়েদ করব না, কোন প্রকারে কষ্ট দেব না।

মহে। এই তো রাজ-অন্তঃপুর, এখানে দেখছি না তো ?

গোপা। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) ঐ রাজ-ভবনের বাহিরে গেলেন।

বক্তি। চলে গেছে, যাক—বৃদ্ধ রাজা রাজ্য ফেলে প্রাণ ভয়ে পালাল, শুনে হাসিও পায়, দুঃখও হয়।

মহে। হুজুর, না পালিয়ে করবেন কি ? এই দাসের কৌশলক্রমে এক জন সৈনিকও যুদ্ধ করতে সম্মত হয় নাই।

বক্তি। ধন্য তোমার অপূর্ব্ব বিশ্বাস-ঘাতকতা ! আমাকে খাজনা-খানার চাবি দেও। (অন্য দিকে দৃষ্টি)

গোপা। (আস্তে) বল না লাক্ষ্মণ্যসেন সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন।

বক্তি। (মুখ ফিরাইয়া) এ বুঝি নূতন বিশ্বাস-ঘাতকতার অঙ্কুর। আমাকে প্রতারণা করবার চেষ্টা করছিস ? দৌলত উল্লা !

[নেপথ্যে] হুকুম জনাব ?

বক্তি। এ বদমায়েসকো পাকড়।

এক জন সৈনিকের প্রবেশ ও গোপালকে আক্রমণ।

গোপা। (করযোড় করিয়া) আমি বলেছি—বলেছি—হুজুর—

বক্তি। চুপ রও নেমকহারাম। (অসিমূল দ্বারা আঘাত)

গোপালকে লইয়া সৈনিকের প্রস্থান।

মহে। জনাব, আমরা আপনাকে রাজ্য দিলেম, আমাদের প্রতি এত নিগ্রহ কেন ? আপনার অঙ্গীকার কি বিস্মৃত হয়েছেন ?

বক্তি। অঙ্গীকার কি ?

মহে। আমাকে রাজা করবেন। আপনি দিগ্‌বিজয়ী মহাযোদ্ধা, অবশ্যই

অঙ্গীকার পালন করবেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কিন্তু গোপাল আপনার জন্য এত করেছে, তার প্রতি কেন এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করলেন?

বক্তি। কারণ বিশ্বাসঘাতকদ্বারা উপকার পেলেও তাকে বিশ্বাস করতে নাই। যে একবার বিশ্বাসঘাতক হয় সে শতবার বিশ্বাসঘাতক হতে পারে। তুমি বিশ্বাসঘাতকতায় গোপালের ওস্তাদ।

মহে। আপনি অবশ্য উপহাস করছেন।

বক্তি। এ যদি উপহাস হল আরও একটু উপহাস করি। কৈ হ্যায়?

[নেপথ্যে] হুকুম, জনাব?

বক্তি। এ সয়তানকো পাকড়।

একজন সৈনিকের প্রবেশ ও মহেন্দ্রকে ধৃত করন।

মহে। এ কি জনাব?

বক্তি। যে গাছ স্বহস্তে পুতেছ তারই ফল এই।

মহে। একেবারে সর্ব্বনাশ! জনাব, আপনার নিকট আমি কি অপরাধ করেছি?

বক্তি। অপরাধ করতে পার, আর সুযোগ পেলে করতে, এই তারই পুরস্কার। এসকো লে যাও।

মহে। (যাইতে যাইতে) জনাব, আমি আপনকার দাস, অনুগত দাস। আমার প্রতি নির্দ্দয় হবেন না।

বক্তি। বিশ্বাসঘাতক, খোসামোদ অতি সুমিষ্ট বিষ, আমি তা দেখলেই চিনতে পারি। যাও।

মহে। সর্ব্বনাশ, নৈরাশ, মনস্তাপ, হাহাকার, এই আমার চরম গতি হল?

[মহেন্দ্রকে লইয়া সৈনিকের প্রস্থান।

ব্যক্তি। দৌলত উল্লা। দশ জন সৈনিক আমার নিকটে পাঠিয়ে দেও— (স্বগত) এখনই খাজানার দ্বার ভাঙ্গতে হচ্ছে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহেন্দ্রের বাটী, অন্তঃপুর।

সৌদামিনী ও ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। (কর যোড় করিয়া) মা ঠাকুরাণি, আজ্ঞা করুন, দ্বারবানেরা কি করবে?

সৌদা। হয়েছে কি?

ভৃত্য। মা ঠাকুরাণি, বিশ পঞ্চাশ জন মুসলমান সেনা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে দুয়োরে এসে উপস্থিত।

সৌদা। তারা চায় কি?

ভৃত্য। তারা বাড়ী লুটপাট করবে, শেষে ভেঙ্গে সমভূম করবে।

সৌদা। তোমরা বলেছ এ মন্ত্রী মহাশয়ের বাড়ী?

ভৃত্য। মন্ত্রীমহাশয়ের বাড়ী বলেই আগে আক্রমণ করতে এসেছে।

সৌদা। কি! (স্বগত) যে রাজ্য দিলে তার বাড়ী আক্রমণ! (প্রকাশে) তারা করছে কি?

ভৃত্য। বাড়ীর ভিতরে আসতে চেষ্টা করছে।

সৌদা। এত বড় সাধ্য? যাদের শরীরে মাথা আছে তাদের এত বড় আস্পর্দ্ধা? দ্বারবানেরা করছে কি? এত কাল নেমক খেয়ে কি তারা নেমক-হারামি করবে?

ভৃত্য। তারা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত।

সৌদা। যাও তাদের বল গিয়ে "যো দেউড়িকা ইধার আওয়েগা ওসকো শির লেও।"

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

সৌদা। (স্বগত) এ কি বিশ্বাস হয়? বিশ্বাস নাই বা হয় কেমন করে? মুসলমানেরা ত মানুষ—মানুষের এইরূপ আচরণ! কি করতে কি হল। ম্লেচ্ছদের ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই। রাজ্য পেলে—শেষে এই—আমরা প্রতারিত হয়েছি,

ভয়ানক প্রতারিত হয়েছি। [নেপথ্যে অস্ত্রের শব্দ ও কোলাহল] এই তার প্রমাণ। কি করে ফেলেছেন। এককালীন যে যাই। অধর্ম্ম সয় না, তখনই আমার মন কেমন করে উঠেছিল। কি কাজই করেছেন? এককালীন বুঝি ডুবেছি—কি ভয়ানক যুদ্ধই করছে। (কিছু ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) হঠাৎ যে যুদ্ধ থেমে গেল—বাড়ীর মধ্যে বুঝি প্রবেশ করেছে। এ কি সর্ব্বনাশ হল? (স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান)

[নেপথ্যে] মা ঠাকুরাণি, পালান, এলো, এলো।

সৌদা। (গৃহের এক দিকে ধাবিত হইয়া) এ দোর যে বাইরের দিকে বন্ধ রয়েছে। (অন্য দিকে ধাবিত হইয়া) এ দোর দিয়ে যাই কেমন করে? এই দিক দিয়ে তারা আসছে। সর্ব্বনাশ হল। এ দোর বন্ধ করি। (বহিঃদ্বার বন্ধ করা, পুনর্ব্বার পূর্ব্বেকার দ্বারের নিকট গিয়া) ও শ্যামের মা, ও রাধামণি, শীঘ্র দোর খোল, দোর খুলে আমায় বাঁচা। ওরে তোরা সময় পেয়ে আমায় বেড়া আগুণের মধ্যে ফেলে পালালি না কি? ওরে নেমকহারাম বেটীরে, কে আছিস, আমায় বাঁচা। ওরে দোর খোল, শীঘ্র খোল। গেলেম আমি, গেলেম আমি, গেলেম রে। ওরে বিপদের সময় কেউ কথা শুনে না রে। (গৃহের মধ্যস্থলে আসিয়া) কি হল, কি হল, কি হল! হে মা কালি, রক্ষা কর। এখন আর কে রাখে মা? মা, মা, মা। (অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত) হে মা কালি, হে মা কালি, হে মা কালি, কালি, কালি, কালি, (বাহির হইতে দ্বারে আঘাত) বিপদ-নাশিনি মা, মা, মা, ম্লেচ্ছের হাত হতে রক্ষা কর। মা, মা, মা, কোথায়? রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর। (বাহির হইতে দ্বারে আঘাত) রক্ষে কর—রক্ষে, রক্ষে, রক্ষে কর মা। (অজ্ঞান হইয়া পতন। দ্বারে আঘাত। সৌদামিনীর পুনর্ব্বার চৈতন্য প্রাপ্তি) মা, রণবেশে দেখা দিয়েছ। ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই। মা ঐ খড়্গ? (কেশ আলুলায়িত করিয়া অস্ত্র গ্রহণ ও ভীষণ ভাবে পরিক্রমণ) আজ রণবেশে দেখা দিয়েছ। তুমি পদ্মহস্ত তুলে অভয় দিচ্ছ, আর ভয় নাই। মা, মনসাধে তোমার রাঙ্গা চরণে আজ ম্লেচ্ছ বলি দেব। আয়, আয় ম্লেচ্ছগণ, তোদের শিরচ্ছেদন করি। (দ্বার ভঙ্গ হওয়া) মা, মা, মা, ম্লেচ্ছ বলি গ্রহণ কর। (নেপথ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া ছিন্ন মস্তক বাম হস্তে লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

রণ-রঙ্গিণী ভয়-হারিনী, বিপদ-নাশিনী মা।
জয় কালী, জয় কালী, জয় কালী মা।

[বারম্বার এই বলিয়া নৃত্য]

মোরাদ খিলিজি দ্বারে প্রবিষ্ট।

মোরা। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ যথেষ্ট বীরত্ব। এখন অস্ত্র ফেলে আমার বশীভূত হও, নচেৎ আমি তোমাকে আক্রমণ করব।

[নেপথ্যে] কাকে আক্রমণ, স্ত্রীলোককে? মোরাদ নিশ্চয় জেনও আমার সেনা যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের গাত্র স্পর্শ করবে—সে আমার সন্তান-তুল্য স্নেহের পাত্র হলেও আমি সহস্তে তার মস্তক ছেদন করব।

মোরা। এ, বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর স্ত্রী।

[নেপথ্যে] সয়তানের স্ত্রী হক না কেন? আমার হুকুম, তারও গাত্র স্পর্শ করবে না।

সৌদা। জয় কালী, জয় কালী, জয় কালী মা।
করালরূপিনী, দৈত্যনাশিনী, ভক্ত-তারিণী মা।

(মোরাদ খিলিজিকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা ও মোরাদ খিলিজির প্রস্থান)

জয় কালী, জয় কালী, জয় কালী মা।
ভয়-বারিণী, বিপদ-হারিণী, বিঘ্ন-বিনাশিনী মা। (নৃত্য)

বক্তিয়ার খিলিজির প্রবেশ।

বক্তি। ধন্য বীরাঙ্গনা, তুমি সৈন্যসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র সহস্র বীর পুরুষকে পরাস্ত করতে পার। যে তোমার স্বামী সে কি এত বড় বিশ্বাসঘাতক হতে পারে?

সৌদা। (পরিক্রমণ) জয় কালী, জয় কালী ভীমরূপিনী মা।
হরি হর ব্রহ্মা ভীত তব ভয়ে মা।

বক্তি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না। যে জাতির স্ত্রীলোকের এত বীরত্ব তারা বিনা যুদ্ধে রাজ্য ছেড়ে দিলে। এদের রাজার বা সেনাপতির এর কণামাত্র সাহস থাকলে, কে বঙ্গরাজ্যে শত্রুভাবে প্রবেশ করতে পারত?

সৌদা। মা, আজ তোমার প্রসাদে তোমার শত্রু যবনদিগকে নির্ম্মূল করব।

জয় কালি, জয় কালি, জয় কালি মা।
রণরঙ্গিণী, রুদ্ররূপিনী, ম্লেচ্ছ-বিনাশিনী মা। (নৃত্য)

বক্তি। মোরাদ, এই স্ত্রীলোককে গেরেফতার করে নিয়ে যাও, কিন্তু ইহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করও না, কিম্বা ইহার কোন প্রকারে অপমান করও না।

[প্রস্থান।

অন্য দিকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া তথায় আনন্দময় ও হরিপ্রসাদের প্রবেশ।

হরি। মা, এই দ্বার খুলে দিয়েছি, শীঘ্র আসুন।

সৌদা। মা, আজ ম্লেচ্ছরক্তে তোমার চরণ দুখানী ধুইয়ে দেব।

আন। এককালীন জ্ঞানশূন্য!

হরি। মা, তোমার হরিপ্রসাদ তোমাকে ম্লেচ্ছহস্ত হতে রক্ষা করবার জন্য এসেছে, শীঘ্র আসুন। এখনও পালাবার উপায় আছে। মা, মা, মা!

সৌদা। মা, মা, মা!
শক্তি-রূপা দিগম্বরী, অসুর-দলিনী মা।
জয় কালি, জয় কালি, জয় কালি মা। (নৃত্য)

হরি। আনন্দময়, চল আমরা ঐ দ্বারে যাই—ম্লেচ্ছদিগকে ঘরে প্রবেশ করতে দেব না। [বাহিরের দ্বারে একজন মুসলমানের প্রবেশ] ঐ দুরাচার আসছে। (প্রবেশোদ্যত)

আন। ঘরে প্রবেশ করও না। দেখছ না ইনি উন্মত্ত হয়েছেন?

হরি। যায় প্রাণ যাবে, এঁকে রক্ষা করতে হবে। (মুসলমানের প্রতি) খবরদার, ঘরে প্রবেশ করিস নে।

আন। প্রাণও যাবে, রক্ষাও করতে পারবে না।

সৌদা। জয় কালি, কালি, কালি, কালি, জয় কালি মা।

(নেপথ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া অন্য একটী মুসলমানের মুণ্ড হস্তে লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

তোমার পদভরে টলমল ত্রিভুবন মা।
জয় কালি, জয় কালি, জয় কালি মা। (নৃত্য)

হরি। ধন্য, ধন্য, ধন্য! মহীকুমারীর অপমানের কথা আমি ভুলে গেলেম। ধন্য, ধন্য, ধন্য!

সৌদা। জয় কালি! (হরিপ্রসাদ ও আনন্দময়কে আক্রমণের চেষ্টা ও সকলের নিষ্ক্রমণ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গয়ারামের-কুটীরের সম্মুখ।

নিধিরাম উপবিষ্ট।

নিধি। (তামাক কাটিতে কাটিতে)

গীত।

ওরে পাষাণী কেকই কেন পাঠালি বনে
জগতের অমূল্য নিধি শ্রীরাম-ধনে?

আহা! বিটীর মনে এট্‌টুও দয়া হল না! বিটী পাহাড়ে মেয়ে মানুষ, কলি-কালেও এমন ধারা মেয়ে মানুষ মেলে না। বিটীরি মুই পাই, তো একবার তামাক কাটা করি। বিটীর ভাগ্যি যে নিধিরাম ত্যাখন অযোধ্যেয় ছিল না।

গীত।

কোমল অঙ্গে বাকল পরি, অযোধ্যে আঁধার করি,
চলিলেন রাম বনবাসে, দেখিলি কেমনে?
ওরে পাষাণী কেকই!

রাজার ছাওয়াল, কষ্ট কারে বলে তা একবার স্বপনেও জানি নি, সে কি না বাকল পরে বনে চলল। মুই যদি সেখানে থাকতাম তাড়াতাড়ি ঘরের তে মোর পুজোর সমার কস্তাপেড়ে কাপড় খানা নিগে পরায়ে দেতাম, বাবা যা বলবার তাই বলতেন।

গীত।

অযোধ্যে নিবাসী যারা, কেঁদে কেঁদে হল সারা,
কেবলই ধরে না সুখ, তোর পাপ মনে।
ওরে পাষাণী কেকই!

বিটীরি পাতাম তো ঝ্যাস্ত মুখোঅগ্নি করতাম। রাম বনে গেল আর বিটী আহ্লাদে আটখানা হয়ে পলেন। থাকত নিধিরাম সেখানে তো বিটীর চুলির মুটো ধরে সাধটা মিটুয়ে চড়ক-পাক দিত। তাও বলি, রামডা বড় নাকারা, মাগের ভেড়া বাপের কথায় বনে চলে গেল, অমন বাবার বাপের বে দেখাতি হয়। মাগ ঝারে নাক-ফোঁড়া বলদ করে লে বেড়ায় সে আবার রাজা—রাজা হবে মোদের লক্ষ্মণসেনের মত, অন্যায়ডি কারে বলে, জানে না। অযোধ্যের লোক গুলো সব হাবা গঙ্গারাম, হা করে চেয়ে দেখলেন—এত বড় অন্যায়ডে কেমন করে দেখলি? অন্যায় করতিও নেই, অন্যায় চুপ করে দেখতিও নেই। পেট ভরে খাব, খাড়া হয়ে চলব, সত্যি কথা কব, অন্যায় করব না, অন্যায় চুপ করে দেখব না। এতে ঝা হবার তাই হবে।

গীত।

ওরে পাষাণী কেকই কেন পাঠালি বনে,
জগতের অমূল্য নিধি শ্রীরাম-ধনে?

বেগে গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

ঠাকুর, দণ্ডবৎ। এত দড়িয়ে কনে যাচ্ছ? দাঁড়াও, দাঁড়াও।

গোবি। যদি বাঁচবের ইচ্ছা থাকে, শীঘ্র এ স্থান হতে প্রস্থান কর।

নিধি। হন্যে শেলে তাড়া করেছে না কি ঠাকুর? ভয় কি মুই লাটি আন্‌তিছি।

গোবি। নারে, ও দিকে খাণ্ডব-দাহন হচ্ছে।

নিধি। কি বললে ঠাকুর, কেমড়েছে? মুই বড্‌ডি অবুধ জানি, কিছু ভয় করবা না।

গোবি। ওরে মূর্খ, মুসলমানেরা এসে নবদ্বীপ ছারখার করলে।

নিধি। নবদ্বীপি কি পুরবে ছাওয়াল নেই? বেটাদের গোবেরুন

বেড়ুয়ে দূর করে দিতি পারলে না? নিধিরামেরে সোম্বাদটা দেলে না কেন? ঠাকুর, শুননি মুই কিত্তিবাসের সঙ্গে কি দাঙ্গাড়া করেলাম? মোদ্দের জখম হৈল এক জন, তাদ্দের জখম হৈল দেড় জন।

গোবি। রাজবাটীর দ্বারবানদিগকে মেরেছে, রাজাকে মেরেছে, রাণীকে মেরেছে, যাকে পাচ্ছে তারই প্রাণ নষ্ট করছে।

নিধি। উল্লা রে উল্লা, তা আর না হল। মহারাজেরে মারে চাঁদের তলে এমন কেউ ঘর করে না গো ঠাকুর। এমন দস্যি যে রামা বাগ্‌দি সে ঝার মহারাজের কাছে ঝাতি বাতাসে কেলা-পাতের মত কাঁপে—তানারে মারে মুই দেখলিও পেত্যয় করিনে।

গোবি। প্রত্যয় করিস আর না করিস তাতে ক্ষতি নাই। বলতে পারিস আমি নগর হতে কতদূর এসেছি?

নিধি। মোরা রইচি তো লগরের বাড়ে বললিই হয়, রামা বাগদি যদি এখেন্তে ডাক ছাড়ে, লগরের সিগদের পাড়ায় তা শোনা যায়।

গোবি। তবে ত আমি অনেক দূর আসিনি। (যাইতে উদ্যত)

নিধি। ও দিকি কনে যাও ঠাকুর? ও দিকি যে বোন।

গোবি। বেশ ত, বনের মধ্যে লুকুই গে।

নিধি। ঠাকুর, বোনে বড় বুনোশোরের ভয়।

গোবি। বটে! ওদিকে যাওয়া হবে না। এখন কোথায় যাই?

নিধি। মোগার এ কুঁড়ে ঘরে ওঠ না?

গোবি। নগরের এত নিকটে দুর্গম দুর্গের মধ্যেও থাকতে সাহস হয় না। আমাকে পথ দেখিয়ে দেও, বাবা। তোমার কল্যাণ হবে। বাবা, তুমিও পালাও। কেন অকারণে মারা যাবে?

নিধি। ঠাকুর, মরি সেও ভাল, তবু ভিটে ছাড়তি পারব না। চল মুই তোমারে গঙ্গার ধারে রেখে আসি। লায় চড়ে সচ্ছন্দে চলে যাতি পারবা, জল সাঁতার দে কেউ আর ধরতি আসবে না।

গোবি। নৌকায় চড়া অসমসাহসিকের কার্য্য। আমি তা পারব না।

নিধি। ঠাকুর তুমি পুরবে ছাওয়াল না? চল মোদের ডিঙ্গি আছে, তাইত্তি করে ঝ্যানে বল তোমারে সেখেনে রেখে আসি। মুই এমন করে

বোটে যাব যে মা! গঙ্গাও জানতি পারবেন না। ডিঙ্গি বোটে হ্যালবেও না, দোলবেও না।

গোবি। আমায় নিয়ে গিয়ে কি গঙ্গার মাঝখানে ডুবাবি? আমি নৌকায় কোনক্রমে চড়ব না। (সভয়ে) ঐ বুঝি এল। বাবা, শীঘ্র পথ দেখিয়ে দে।

নিধি। ও কিছু না। মোদের মঙ্গলা গাই শুকনো পাতার উপর বেড়াচ্ছে।

গোবি। ওরে না। কোন পথ দিয়ে যাব, বাবা? ঐ আবার কি শব্দ?

নিধি। ও চাষারা যাচ্ছে।

গোবি। নারে না। বাবা, আমি—পথটা দেখিয়ে দে।

নিধি। ঐ তেতুল গাছ দেখতি পাচ্ছ, উরির পাশে আল আছে। আল বেয়ে সিদে চলে যাবা।

গোবি। (যাইতে যাইতে) বাবা, তুমিও এস। এখানে থেক না। (বেগে প্রস্থান)

নিধি। ও ঠাকুর, ও ঠাকুর, তোমার পাঁজি পুঁথি ফেলে গেলে যে। ফিরে এসে লেযাও।

[নেপথ্যে]। আমার পা একখান ফেলে এলেও আমি ফিরতে পারি না।

নিধি। (স্বগত) নায় চড়তে চায় না। পুরষে ছেলের যদি হেম্মত না থাকে, তারে মরদ বলি কি করে? মরি তো পালাব না, পুরষে ছাওয়ালের এই কথা। বলে রাজারে মেরেছে, রাণী ঠাকুরুণরি মেরেছে। মোগার মুনিবির কথাটা জিজ্ঞাসা করলি হতো—তবে ভোড়কো মানবির কথায় পেত্তয় কত্তি নেই। যাঁহাতক ভোড়কো তাঁহাতক মিথ্যাবাদী, এডা জানবাই জানবা।

[নেপথ্যে]। ঘরের মধ্যিস্তে পিড়ি ও পা ধোবার জল আন্।

নিধি। কেডা আসতেছেন? ঠাকুররি ফিরয়ে আনলে নাকি?

[নেপথ্যে]। না রে, তারে বড়। মোদের বাস্ত দেবতা।

[নিধিরামের প্রস্থান।

গয়ারাম ও সৌদামিনীর প্রবেশ।

গয়া। (গলায় বস্ত্র দিয়া) মা, আপনার পায়ের ধুলোয় মোদের বাড়ী

পবিত্তির হল। পিরথিমিতি ঝেন মা গঙ্গা নেবে আলেন। কিন্তু ঝে জন্যি আলেন তাতে মোর মনডা যে কেমন হয়েছে তা কতি পারিনে। রাজরাণী কিনা চাষার ভাঙ্গা কুড়ের তলে মাতা দেলেন!

সৌদা। (সক্রোধে) আমায় ঠাট্টা করছিস? রাজরাণী আমি কিসে হলেম? আমি কি রাজরাণী হতে ইচ্ছা করি?

গয়া। মা ঠাকুরুণ মুই তোমার ছাওয়াল। কোতাটা ঝদি রুখ্যু হয়ে থাকে ত মাপ করবা।

জল ও পিড়ি লইয়া নিধিরামের প্রবেশ।

গয়া। মা, পিড়িতি বস, পা ধোও।

সৌদা। (সাক্ষেপে) রাজমন্ত্রীর স্ত্রীর আজ এত দুর্দ্দশা? ছোট লোকের ঘরে এসে আশ্রয় নিতে হল!

গয়া। আপনকার কাছে আমরা ছোট নোকের অধ্যম, তার আর কোতা? ত্যাবে কি মা এবাড়ী মোগার না আপনাগারের।

সৌদা। আহা! কোথায় রাম রাজা হবেন না বনবাসী হলেন!

নিধি। দিদি ঠাকুরুণ, মুই তাই ভাবতেলাম। রামডা বড় নাকারা। বুঝে কাজ করিনি।

সৌদা। (সক্রোধে) কি বলি ছোট মুখে বড় কথা?

গয়া। ওর কোতা ধরবেন না। নিদে, কোতা কতি না জানলি চুপ করে থাকতি হয়।

নিধি। দিদি ঠাকুরুণ, মুই চুপ করলাম।

সৌদা। গয়ারাম!

গয়া। এজ্ঞে।

সৌদা। (কাতরে) মন্ত্রীমহাশয়ের কথা কিছু জানিস?

গয়া। এজ্ঞে না।

সৌদা। (কাতরে) মুসলমানেরা তাঁহাকে কি জীবিত রেখেছে?— (সক্রোধে) কি অকৃতজ্ঞ! (সাক্ষেপে) ও—হ, কি করতে কি হল!

গয়া। মা ঠাকুরুণ, মন্ত্রীমশাই করেলেন কি?

সৌদা। (অন্যমনস্ক ভাবে) আঁ্যা!

গয়া। আপনি বল্লেন কি কত্তি কি হল। মুন্ত্রী মশাই করেলেন কি?

সৌদা। করবেন কি, কিছুই.না। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

গয়া। মুই মনে করেলাম মুন্ত্রীমশাই তাগার সঙ্গে নোড়্ই কত্তি গেয়-লেন বুঝি।

সৌদা। (স্বগত) সে ছিল ভাল। (প্রকাশে কাতরে) তিনি কোথায় আছেন, কি করছেন জানিস?

গয়া। এজ্ঞে না।

সৌদা। (ব্যস্ততার সহিত) কেমন করে তাঁর অনুসন্ধান পাব? তিনি কি পাপীষ্ঠ ম্লেচ্ছদের হাতে পড়েছেন? গয়ারাম, কি করব? এতক্ষণ কি হল?

গয়া। ভয় কি মা? তিনি হচ্ছেন রাজার মুন্ত্রী, তানার সঙ্গে সঙ্গে কত দরাণী পাক থাকে।

সৌদা। তা থাকলে কি হবে? (কাতরে) গয়ারাম, তুই একবার শীঘ্র যা, জেনে আয়, এক্ষণই যা। দেরি করিস নে। দেখতে পেলে এখানে ডেকে আনিস, আর বলিস আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছে।

গয়া। মা, আপনি বাস্ত দেবতা। আপনার কোতা মুই ফেলতি পারিনে। তেবে কি মুই বুড় হাবড়া হতি গেলাম, মুই এখন কি নগরের মধ্যি যাতি পারব। মোরে পালি মোছনমানেরা এক চাপড়ে শুঁইতি কাত করবে।

সৌদা। তবে নিধিরাম যাও।

নিধি। যে এজ্ঞে। মুই আর মোর লাটী এক সঙ্গে থাকলি মোর কাছে যম ঘেঁসতি ডরায়। মোর লাটীর কোতা বলব কি? এক দিন এক দুর্জয় শোর মোদের খ্যাতে ধান খাতি আইলো, মুই এক লাটীতি তারে পাছড়ে দেয়লাম। তার পর মোগার খ্যাতে আর কখনও শোর আসে না।

গয়া। মা ঠাকুরুণ, একটা কোতা বলব? নিদে মোর এক চক্ষু, আর ছাওয়াল নেই। কেমন করেই বা না বলি, মুনিব না দেবতা। (মস্তক কণ্ডূয়ন)

সৌদা। (সক্রোধে) আর বলতে হবে না।

গয়া। মুই বলতেলাম—নিদে—ছেলে মানুষ।

সৌদা। (সক্রোধে) সংসারের রীতি এই। আমার বিপদ হয়েছে, নিতান্ত আত্মীয় জনও এখন কথা শুনবে না, তোরা ত প্রজা বই না। কেন

তুই আমায় তোর বাড়ী ডেকে এনেছিলি? মুসলমানের হাতে মরা এ অপমান অপেক্ষা ভাল ছিল। আমাকে ধিক, যে আমি তোর বাড়ী এসেছিলাম। তোর বাড়ী অপেক্ষা গঙ্গা নিকট ছিল। এখানে আসার চাইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে ভাল করতাম। আপনিই যাই, মন্ত্রী মহাশয়ের অনুসন্ধান করিগে। নিজেই স্বামীর অনুসন্ধান করব। ভীরু, নেমকহারাম প্রজার সাহায্য চাইনে।

নিধি। মোদের আর ঝা বলতি চাও বল, মোরা নেমোকহারাম না। বাঙ্গালী চাষারা নেমোকহারামি জানে না। মুই চল্লাম। মুন্ত্রীমশাই ঝ্যানে থাকেন খুঁজে বার করব।

সোদা। (সক্রোধে) তোর যেয়ে কাজ নাই। (যাইতে উদ্যত)

গয়া। মা, তুমি যেওনা। (করযোড় করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া) নিদে যাচ্ছে। মা, তুমি রাগ করে যেও না। দোহাই আপনগার। রাগ করে যেও না। নিদে যা। কিন্তু দেকো, বাবা, মোছনমানদের সঙ্গে মারামারি করও না। তুমি অন্ধের নড়ী। মা বসো, ঐ পিড়ির ওপর বস। পা ধোও।

[নিধিরামের প্রস্থান।

মা, আমাদের শত দোষ মাপ করও। এ বাড়ী তোমার, আর মুই তোমার সন্তান।

নেপথ্যে গীত।

ওরে পাষাণী কেকই কেন পাঠালি বনে
জগতের অমূল্য নিধি শ্রীরাম-ধনে?

সৌদা (সক্রোধে) গয়ারাম, নিধেকে ডাক, ওর গিয়ে কাজ নেই। (স্বগত) আমি পাষাণী? (প্রকাশে) গয়ারাম, বলছি ডাক। আমার জন্যে অন্যের বিপদে পড়ে কাজ নাই। লোকে যেন মা বলে যে আমি আমার জন্যে গরিবের ছেলেকে বিপদে ফেলেছি।

গয়া। মা, মুনিবির ভাল ত আপনার ভাল। মুনিবির জন্যি যদি মোর ছাওয়াল বিপদে পড়ে তো ধর্ম্ম রক্ষে করবেন। উচিত করলিই ধর্ম্ম রাখেন আর যিনি অন্যায় করেন ধর্ম্ম তারে নষ্ট করেন।

সৌদা। ও—হ, হা কপাল! অন্যায়—আ!

গয়া। মা, মোরা চাষা ভুষো, আর কিছু বুঝি আর না বুঝি, এডা জানি অন্যায় কল্লিই ধর্ম্ম তারে নষ্ট করেন।

সৌদা। (স্বগত) আমার মনেও তাই বলেছিল, এখনও তাই বলছে। ও—হ! (প্রকাশে) হা! অন্যায়—অধর্ম্ম—হা! কেন—!

গয়া। মা, কেন বলে চুপ করলে যে?

সৌদা। কি?

গয়া। আপনি বল্লে কেন, আর চুপ কল্লে। কি "কেন"?

সৌদা। কিছুই নয়।

গয়া। ত্যাবে ভাল। মুই মনে করেলাম মোর বুঝি কিছু অক্রটী হয়েছে। মা, বসো। পা ধোও। মুই আসি। (যাইতে যাইতে) ও—ও নিদিরামের গব্বধারিণী, হ্যারায়। ও—ও নিদিরামের গব্বধারিণী, হ্যারায়, দেখে যা। ওরে কাণে কালা হইছিস না কি? মা ঠাকুরুণীর পা ধোয়ায়ে দে যা। এখনও আসে না?

[প্রস্থান।

সৌদা। (উপবেশন করিয়া সাক্ষেপে) শেষে চাষার কুটীরে আশ্রয় নিলেম! প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে লজ্জা সরম ভুলে হাজার হাজার লোকের মধ্য দিয়ে দৌড়ে এলেম! সম্পদ গেল, মান গেল, লজ্জা গেল—সব ভুলতে পারি যদি তাঁকে ফিরে পাই। তখনই আমার মন কেমন করেছিল। নিষেধও করেছিলাম কিন্তু ভাল করে নিষেধ করিনি। কি অন্যায় করেছি? ভাল প্রতিফল হল, না হতে বাকি আছে?

গয়ারামের পুনঃপ্রবেশ।

গয়া। খুঁজে পেলেম না। মা! পা ধোও।

সৌদা। মন্ত্রী মহাশয়কে খুঁজে পেলিনে?

গয়া। মুই তো যাই নি। নিধে গেছে।

সৌদা। (গয়ারামের প্রতি) নিধিরাম ফিরে এসেছে?

গয়া। ঝাতি না ঝাতি কেমন করে ফিরে আসবে?

সৌদা। গয়ারাম, নগরের কারও সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?

গয়া। এজ্ঞে না।

সৌদা। (গাত্রোত্থান করিয়া) গয়ারাম, তুই কাউকে জিজ্ঞাসা করিস নি, মন্ত্রী মহাশয় কোথায় আছেন?

গয়া। এজ্ঞে না।

সৌদা। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? কেউই আসে না, কেউই তাঁর সংবাদ নিয়ে আসে না। বাতাস কথা কইতে জানত, তা হলে বাতাসকে জিজ্ঞাসা করতেম। (যাইতে উদ্যত)

গয়া। মা, কোথায় যাও?

সৌদা। নিধিরাম আসছে কি না দেখতে যাচ্ছি।

গয়া। নিদে ফিরে আলিই আপনার কাছে আগুয়ে আসবে।

সৌদা। আমি এগিয়ে দেখি।

[প্রস্থান।

গয়া। (স্বগত) আহা! মা বড় ব্যস্ত হয়েছেন। ব্যস্ত হবারি কথা। নিদে গেল, ভালয় ভালয় ফিরে আলি হয়।

[সৌদামিনীর পশ্চাৎ প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবদ্বীপ, হরিপ্রসাদের বাটী।

রক্তাক্তকলেবর নরায়ণ অর্দ্ধ উপবিষ্ট, অর্দ্ধ শায়িত।

হরিপ্রসাদ ও বিরাটসেনের প্রবেশ।

হরি। (নারায়ণকে দেখিয়া) কার এত বড় সাধ্য যে হরিপ্রসাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে তোমাকে এমন করে মেরে যায়? বল কে সে। সে যেই হক না কেন, বা যেখানে থাকুক না কেন, আমি তার উচিত প্রতিফল দেব।

নারা। আমাকে একেবারে মেরে ফেলা ছিল ভাল। হা, আমার কপাল! (শিরে করাঘাত)

হরি। কেন? এ অপেক্ষা ভয়ানক আরও কিছু ঘটেছে না কি?

নারা। আর বলব কি? আমি এত কাল বেঁচে আছি কি এই দেখবার জন্যি? (রোদন)

হরি। নারাণ, বলে ফেল হয়েছে কি। কি ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে? কেঁদে অস্থির হলে যে? যতই ভয়ানক হক না কেন, বলে কাঁদ।

বিরা। নারাণ, দুরাচার মুসলমানেরা এ বাড়ীতে কি প্রবেশ করেছিল?

নারা। সর্ব্বনেশেরা এসেছিল মহাশয়। ও—হ কি হল? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

হরি। আর আমাকে সন্দেহে দগ্ধ করও না। বাড়ীর সকলে জীবিত আছে ত?

রোদন করিতে করিতে অভয়ার প্রবেশ।

অভ। বাবা হরিপ্রসাদ, এসেছ? আমার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবা, সর্ব্বনাশ হয়েছে। (শিরে করাঘাত)

হরি। মা, বলে ফেলুন। শুনে আপনাদের সঙ্গে হাহাকার করি। মুসলমানেরা কি বাড়ী লুটপাট করেছে?

অভ। বুকের অমূল্য নিধি হারায়েছি। আমার সোণার বউ মা—(রোদন)

হরি। (অতি কষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া) দুরাত্মারা তাকে মেরে ফেলেছে? মা—বলে ফেলুন।

অভ। আমার বুক শূন্য করে নিয়ে গেছে।

হরি। (উচ্চৈঃস্বরে) ও—হ মরেছি। (নীরব হইয়া হঠাৎ উপবেশন)

বিরা। (হরিপ্রসাদকে ধরিয়া) হা পরমেশ্বর! তোমার বজ্রাঘাতে কঠিন পর্ব্বত চূর্ণ হয়। তুমি নরহৃদয়শূন্য দুরাচার ম্লেচ্ছদিগের হস্ত হতে লক্ষ্মী-স্বরূপিনীকে রক্ষা করতে পারলে না, পাপাত্মাদিগকে এই স্থানে ভস্ম করতে পারলে না?

হরি। হা, মহীকুমারি, মহীকুমারি, মহীকুমারি! আমি গেছি, একবারে গেছি। (সজোরে ভূতলে করাঘাত) স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সব উলটে পালটে গেল। সমুদয় ত্রিভুবন উচ্ছন্ন যাক। (হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া) চললেম—দুরাচার ম্লেচ্ছদিগকে নিপাত করব। বৃদ্ধ, বালক যাকে পাব, টুকরো টুকরো

করে কাটব। নখ দিয়ে তাদের হৃদয় টেনে ছিড়ে কাক শকুনিকে খেতে দেব। যাই, ম্লেচ্ছরক্তে নবদ্বীপ ভাসাব। (গমনোদ্যত)

অভ। (হরিপ্রসাদের হস্ত ধারণ করিয়া) বাবা, যাস নে, বাঘের দলের মধ্যে যাস নে। মহীকুমারীর কপালে যা আছে তাই হবে।

হরি। মহীকুমারি, মহীকুমারি, মহীকুমারি! (উপবেশন) ও—হ! (অত্যন্ত ক্রন্দন)

বিরা। (হরিপ্রসাদের হস্ত ধরিয়া) হরিপ্রসাদ কি বালকের মত কাঁদবে?

হরি। বিরাট, তুমি জাননা আমার কি হয়েছে।

বিরা। যথার্থ। কিন্তু হরিপ্রসাদ পুরুষের ন্যায় দুঃখ বহন করতে সক্ষম, এরূপ ভাবা বিরাটের পক্ষে অন্যায় নয়।

হরি। হাঁ হরিপ্রসাদ পুরুষ, পুরুষের ন্যায় কার্য্য করবে। (হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া ও নিষ্কোষিত তরবারি মস্তকের উপর ঘুরাইয়া) এই তরবার যবনদের বক্ষে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না বঙ্গরাজ্য যবনশূন্য হবে অথবা এ হস্ত তরবার ধরতে অক্ষম হবে। যাই ম্লেচ্ছরক্তে স্নান করিগে

অভ। (সম্মুখে গিয়া) যেও না। দুঃসাহসের কর্ম্ম করও না। আমার শরীর ঝলসে রয়েছে, একেবারে দগ্ধ করও না।

হরি। মা, তোমার কথা কখনও অবহেলা করিনি, এবার তোমার কথা রাখতে পারলাম না।

হরিপ্রসাদের সম্মুখে অভয়ার শয়ন।

অভ। যেতে পার যাও, এই শরীরের উপর দিয়ে যাও।

হরি। ও—হ, (উপবেশন) মহীকুমারি, মহীকুমারি, মহীকুমারি। নাই—গেছে? ম্লেচ্ছেরা তোমাকে স্পর্শ করেছে?—(গাত্রোত্থান) ওরে অধর্ম্মজীবন ম্লেচ্ছেরা, স্ত্রীলোকের কাছে তোদের বিক্রম, স্ত্রীলোককে আক্রমণ করায় তোদের বীরত্ব, আমি যাই তোদের নিপাত করব, নিপাত করব।

অভ। বাবা, যদি একান্তই যাবে আমাকে খুন করে যাও। যেও না যেও না, যেও না। দুঃখিনীকে দুঃখার্ণবে ভাসিও না।

বিরা। হরিপ্রসাদ, মায়ের কথা ফেল না।

হরি। তবে, বিরাট, আমি বালকের ন্যায় কাঁদি। বিরাট, বিরাট—

গেছি, গেছি। হরিপ্রসাদ আর নাই (বিরাটের গলা ধরিয়া রোদন—অভয়ার গাত্রোত্থান) ও লাক্ষ্মণ্যসেন, তোমার কাপুরুষত্বের ফল আমার ভোগ করতে হল।

বিরা। ভাই, সে কথা আর কাকে বলি? একটা নির্বোধ ব্রাহ্মণ আমাদের সর্ব্বনাশ করলে!

হরি। আমি তাকে পাই আজ ব্রহ্মহত্যা করি। বিরাট, আর কারও সর্ব্বনাশ হয় নি, সর্ব্বনাশ হয়েছে আমার। থাকতে পারি নে। মহীকুমারি, মহীকুমারি, আমার হৃদয়, আমার হৃদয়ের হৃদয়, হৃদয়ের অমৃত। কোথায়? কোথায়? কোথায়? বুক ফেটে যায়, পুড়ে যায়, ছার খার হয়ে যায়, থাকতে পারি নে, যাই।

[বেগে প্রস্থান।

অভ। বাবা, যাস নে রে।

[পশ্চাৎ গমন ও প্রস্থান।

বিরা। দাঁড়াও, হরিপ্রসাদ, দাঁড়াও, মাতৃহত্যা করে যেও না, মাতৃহত্যা করে যেও না।

[প্রস্থান।

নারা। (উঠিতে চেষ্টা) আমাকে একেবারে শুইয়ে গেছে। ও—ও জামাই মশয়, বাটীর বাহিরে যেও না, বাটীর বাহিরে যেও না। হায়, হায়, উঠে গিয়ে ধরে রাখতে পারলাম না। যেও না, যেও না। হা রে বিধাতা, কি কাণ্ডই করলি? হা—দিদি ঠাকুরুণ, কোথায় গেলে গো?

[বসিয়া বসিয়া গমন ও নিষ্ক্রমণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবদ্বীপ, রাজভবন।

মহীকুমারী বাতায়নের পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

মহী। রাতদিন এই জানালা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে রয়েছি, তাঁকে দেখতে পেলেম না, কোন পথিকের মুখে তাঁর কথাটীও শুনতে পেলেম না।

তিনি কি মনে করেছেন আমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়েছি আর তাঁর মহীকুমারী নাই? তাইতে কি যেখানে অভাগিনী আছে সে দিকেও একবার আসেন না। না, তিনি কখনই এরূপ ভাবতে পারেন না। দূরে কে আসছে? (নিস্তব্ধ) না। হয়ত তিনি আমার দুর্দ্দশার কথা শুনে একাকী মুসলমান-দিগকে আক্রমণ করেছিলেন—তাহলে —(রোদন) হে মা কালি, সতীর হৃদয়ের ধন—(রোদন) রক্ষা কর্‌ও। মা কালি, মা কালি, মা কালি! (ভূতলে বারম্বার মস্তকাঘাত) রক্ষা কর্‌ও, রক্ষা কর্‌ও। বুক চিরে রক্ত দিয়ে তোমার চরণ পূজা করব মা। (নীরব হইয়া রোদন) কে আসছে? দেখেই বা কি হবে? তিনি কখনই নন। দেখব না (বাতায়ন দিয়া নিরীক্ষণ) না। তিনি বা মহীকুমারীকে হারিয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করেছেন? না, তা হতে পারে না। অভাগিনী যে স্থানে, তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করবেন না। হয় তো হতাশ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে কোন দিকে ছুটে ফুটে গিয়েছেন। হয় তো অধীর হয়ে রৌদ্রে মাঠে মাঠে হাহাকার করে বেড়াচ্ছেন, অথবা পথের ধূলো নয়ন-জলে ভাসাচ্ছেন। হয় তো মানব-সমাজ পরিত্যাগ করে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন—না জানি তাঁর কত দুর্দ্দশাই হয়েছে? পাষণ্ডেরা কেন আমাদিগকে পথের ভিখারী করে একত্রে থাকতে দিলে না? ম্লেচ্ছেরা খুনী ডাকাত অপেক্ষা নিষ্ঠুর! সংসার দগ্ধ হয়ে মরুভূমি হয়ে পড়েছে—আমি শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে—নিষ্ঠুর দুরাচার শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে একান্ত সহায়হীন হয়ে রয়েছি, ক্ষীণ তৃণের উপর দিয়ে মহাসাগরের ঢেউ চলেছে—তুমি কোথায় রইলে? চেঁচিয়ে ডাকলেও শুনতে পাও না, হাহাকার করলেও শুনতে পাও না। কিন্তু তোমার চরণ হৃদয়ে ধরে রেখেছি, কেউ তা কেড়ে নিতে পারবে না, কোন যন্ত্রণা কেড়ে নিতে পারবে না, মৃত্যু কেড়ে নিতে পারবে না। এতেই দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের অক্ষয় বল। কে যাচ্ছে?—মিছে দেখা, দেখব না। (বাতায়ন হইতে মুখ ফিরান) আশা মনে আসতে দেব না। (বাতায়ন দিয়া দৃষ্টি) আগেই জেনেছিলাম তিনি নন।

একজন পরিচারিকা সঙ্গে মোরাদ খিলিজির প্রবেশ।

মোরা। (দূরে দণ্ডায়মান হইয়া স্বগত) কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! যে ইহা

দেখে তার সকল ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে শুদ্ধ দর্শনেন্দ্রিয়ই কার্য্য করে—পাথর হয়ে পলেম। (নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান) কাঁদছে, দেখে হৃদয় গলে গেল। (প্রকাশে) গত রাত্রে নিদ্রা হয়েছিল?

পরি। কি জিজ্ঞাসা করছেন, উত্তর দেও।

মোরা। কাল রাত্রে নিদ্রা হয়েছিল?

মহী। আ—হা (রোদন)।

মোরা। তোমার মত কেহ আমাকে সৌন্দর্য্যে মোহিত করতে পারে নাই, কাহারও প্রতি আমার এত প্রগাঢ় প্রেম জন্মায় নাই। তুমি কাঁদছ, দেখে আমার মন বড় অস্থির হয়ে পড়েছে।

মহী। আমি একেবারে নিঃসহায় হলেম। (রোদন)

মোরা। যারা তোমাকে সুখী দেখলে সুখী হয় তাদের নিকট অনাহারে অনিদ্রায় আপনাকে কেন অসুখী কর? কেঁদ না, অমৃতময়ি!

মহী। বিধাতা! আমাকে এমন করে শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে এনে ফেললে? এখন তোমা ভিন্ন আর কাকে ডাকি? (রোদন)

মোরা। এই গহনাগুলি মহীকুমারীকে দেও। (কতকগুলি অলঙ্কার পরিচারিকার হস্তে অর্পণ)

পরি। এস পরিয়ে দি, আরও কত অলঙ্কার তোমার ভাগ্যে আছে।

মোরা। এই হার কনাউজের রাজকন্যার, তোমার গলার যোগ্য।

পরি। এস। (পরাইতে চেষ্টা)

মহী। আমি চাই না। (দূরে ফেলিয়া দেওয়া)

মোরা। এ হার তোমার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের যোগ্য নয়। এ অপেক্ষা সহস্র গুণ ভাল রত্ন-হার তোমার জন্য তৈয়ার করাব।

মহী। হা, কপাল! (রোদন)

মোরা। কাঁদছ কেন? দিল্লীতে যমুনার তীরে অপূর্ব্ব উদ্যান ও অট্টালিকা আছে সেইখানে তুমি থাকবে, শত শত উচ্চবংশীয় স্ত্রীলোকে তোমার সেবা করবে।

মহী। আমি তা চাই না।

মোরা। যদি যমুনার তীর পছন্দ না কর, কাশ্মীরে নানাবিধ ফুলফল-

শোভিত পর্ব্বতের উপরে তোমার জন্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে দেব, তুমি সেখানে পরীর ন্যায় আমোদ আহ্লাদে বাস করবে।

মহী। বঙ্গবাসিনী সতী সে সুখে পদার্পণ করে।

মোরা। (জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া) আমার প্রতি সদয় হও, আমি চিরদিন তোমার দাস হয়ে থাকব, যা বলবে তাই করব, যা চাইবে তাই দেব। মুসলমানে স্ত্রীলোকের পরিতোষের জন্য সব করতে পারে।

মহী। (সরোদনে) দুরাচার ম্লেচ্ছরা অনায়াসে স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করতে পারে।

মোরা। যেরূপ ইচ্ছা হয় গালি দেও কিন্তু আমি তোমার দাস, বিনা মূল্যে ক্রীত দাস।

মহী। পরমেশ্বর রক্ষা কর। (রোদন)

মোরা। কথা না কও, একবার তাকাও, একবার না তাকাও আমার প্রতি সদয় হয়ে চখের জল নিবারণ কর। কাঁদছ? অমন করে কাঁদছ কেন? কি করলে তোমার কান্না নিবারণ হয় বল।

মহী। যদি তোমার হৃদয়ে মনুষ্যত্বের চিহ্নমাত্রও থাকে আমার স্বামীর নিকটে আমাকে পাঠিয়ে দেও।

মোরা। (কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া) তোমার কাপুরুষ স্বামীর প্রতি এখনও তোমার মমতা যায় নাই? যে কাপুরুষ আপন স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারলে না সে কি স্ত্রীলোকের প্রণয়ের যোগ্য?

মহী। (সক্রোধে) কি বলিস পশু, তাঁর সাক্ষাতে একথা বললে তোর জীবিত থাকতে হত না।

মোরা। তোমার স্বামী একথা শুনবার জন্য জীবিত থাকলে বলতেম।

মহী। কি! নাই! (অজ্ঞান হইয়া পরিচারিকার ক্রোড়ে পতন। (মহী-কুমারীর নিকটে মোরাদ খিলিজির গমন)

পরি। এঁকে স্পর্শ করবেন না। সতীর গায়ে পরপুরুষের হাত দিতে নাই।

[এক দিক দিয়া বক্তিয়ার খিলিজির প্রবেশ, অপর দিক দিয়া মোরাদ খিলিজির প্রস্থান।

বক্তি। এ অবস্থা কেন?

পরি। সাহেব এঁকে বলেছিলেন 'তোমার খোয়ামী মরে গেছে,' তাই শুনেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

বক্তি। ধন্য, বাঙ্গালী সতি! মোরাদ অতি নির্ব্বোধ, সে অন্যায় কাজ করেছে। এমন কোমল-হৃদয় বলিকার নিকট এরূপ নির্দ্দয় কথা বলতে আছে? ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে যথোচিত সুশ্রুষা কর। (স্বগত) মোরাদ জানে না কি রূপে নির্ম্মল-হৃদয় স্ত্রীলোকের মন আকর্ষণ করতে হয়। আপাততঃ মোরাদের অজ্ঞাতসারে মহীকুমারীকে স্থানান্তরে পাঠাতে হচ্ছে। মোরাদ কি নির্ব্বোধ! সুকুমারী বালিকার মনে কি এমন কষ্ট দিতে হয়? বন্য পশুকেও বলপূর্ব্বক পোষমানান যায় না, এ তো মানুষ।

[আর এক জন পরিচারিকার প্রবেশ, পরে অচেতন মহীকুমারীকে লইয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নবদ্বীপ, রাজপথ।

মোরাদ খিলিজির প্রবেশ।

মোরা। আমার অজ্ঞাতসারে মহীকুমারীকে শান্তিপুর পাঠাচ্ছেন। এই পথ দিয়ে যাবে—না গেছে?—যাই নি। আমি উর্দ্ধশ্বাসে সিধে পথ দিয়ে এসেছি, তারা ঘুরে আসছে,আগে যেতে পারি নি।

আনন্দময়ের অন্তরালে প্রবেশ।

যেখানে মহীকুমারী সেখানে আমি যাব।

আন। হরিপ্রসাদের আশা কি একেবারে ফুরাল?

মোরা। স্ত্রীলোকটীর লোহার হৃদয়; স্বামী স্বামী করে গেল, যদিও এ জীবনে আর স্বামীকে দেখতে হবে না।

আন। হরিপ্রসাদ, এখনও তোমার সুখের আশা অতল সাগরে ডুবি নি?

মোরা। এগিয়ে দেখি। মহীকুমারি, তোমার প্রেমে আমি উন্মাদ হয়েছি।

[প্রস্থান।

জান। অন্তরে পশু, বাহিরে মনুষ্য।

[প্রস্থান।

দুই জন মুসলমানের প্রবেশ।

প্রথ। (নাগরা বাজাইয়া) যে যেথানে আছ চলে এস, চলে এসে শুনে যাও।

দ্বিতী। সুলতান সাহাবুদ্দিনের প্রতিনিধি বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হয়েছেন। যে কেউ লাক্ষ্মণ্যসেন বা বিরাটসেনকে রাজা বলে মানবে, সে বিদ্রোহীর মধ্যে গণ্য হবে ও উচিত শাস্তি পাবে।

প্রথ। (নাগরা বাজাইয়া) যে যেথানে থাক চলে এস। সুলতান সাহাবুদ্দিনের প্রতিনিধি বক্তিয়ার খিলিজির হুকুম শুনে যাও।

দ্বিতী। জান চাও, মান চাও, আপন সম্পত্তি ভোগ করতে চাও, তো লাক্ষ্মণ্যসেন কি বিরাটসেন কি অন্য কাউকে রাজা বলে মানবে না—তোমাদের বাদসা সুলতান সাহাবুদ্দিন, তোমাদের শাসনকর্ত্তা বক্তিয়ার খিলিজি।

প্রথ। বিরাটসেনটা কে?

দ্বিতী। জান না? লাক্ষ্মণ্যসেনের ভাইপো। বড় হারামজাদ লোক।

প্রথ। বটে, সে করেছে কি যে তুমি তাকে বড় হারামজাদ বলছ?

দ্বিতী। বিরাটসেন যুদ্ধ করবার জন্য সেপাইয়ের যোগাড় করে বেড়াচ্ছে। তাকে পাকড়াবার জন্য বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালার সর্ব্বত্রে লোক পাঠিয়েছেন।

প্রথ। তাকেই পাকড়াবার জন্য লোক গেছে বটে? পাকড়া পড়লে তার কি সাজা হবে?

দ্বিতী। ফাঁসী হবে।

প্রথ। যদি সেপাইয়ের জোগাড় করতে পারে, তা হলে তো লড়াই হবে। লড়াইয়ে লড়াইয়ে গেলেম।

দ্বিতী। বাঙ্গালীদের লড়াইয়ে কাম নাই—যারা পালাতে মজবুত তারা কি লড়াই করতে পারে? তবে কি, বিরাটসেনের মরবের পাখা উঠেছে। বাজাও, বাজাও।

প্রথ। (নাগরা বাজাইয়া) চলে এস, যাদের পা আছে চলে এস, কাণ আছে শোন।

দ্বিতী। যার কাণ আছে শুন, যার জ্ঞান আছে হুসিয়ার হও। ভাল চাও তো বক্তিয়ার খিলিজিকে শাসনকর্ত্তা বলে মান। আর কিছু বাৎ নেই, মুসলমান সেনাপতির রাইয়ত হয়ে সুখে থাক, তিনি তোমাদের জান মান সম্পত্তি আইন মতে রক্ষা করবেন। সুলতান সাহাবুদ্দীনকো ফতে, বক্তিয়ার খিলিজিকো ফতে। চলে এস, চলে এস। (নাগরা বাদন)

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

বিরাটসেন, আনন্দময় ও হরিপ্রসাদের প্রবেশ।

আন। তারা এই দিকে আসছে।

বিরা। মহীকুমারীকে উদ্ধার করবার জন্য নিকোষিত তরবার হস্তে আমরা এই স্থানে লুকিয়ে থাকি ? দেখবামাত্র তীরের গতিতে ম্লেচ্ছদিগকে আক্রমণ করে ব্যাঘ্রমুখ হতে সতীত্ব-রূপিনীকে উদ্ধার করব।

হরি। যে আমাকে বাধা দেবে তাকে তৎক্ষণাৎ যমালয়ে পাঠাব। দুরাচার, মানব-কলঙ্ক, পরশান্তি-অপহারী, পাপাত্মা ম্লেচ্ছদিগকে সুযোগ পেলেই বিনাশ করবে। বিরাট, আমি এগিয়ে যাই—মহীকুমারি, এখনই তোমাকে ম্লেচ্ছহস্ত হতে উদ্ধার করব।

আন। হরিপ্রসাদ, বিপদে মন অধীর হলে বন্ধুর পরামর্শ শুনা উচিত। আমরা এখন যা বলি তাই কর।

বিরা। হরিপ্রসাদ, যদি স্থির না হও, আশাকে মন হতে দূর কর। এই স্থানে স্থির হয়ে বস।

সকলে লুক্কায়িতের ন্যায় উপবিষ্ট।

আন। কোন শব্দ নয়। ঠিক যেন এখানে কোন জীবই নাই।

বিরা। তরবার ঠিক ধরে থাকবে। এখান হতে এক লাফ—শত্রু নিপাত —স্বজন উদ্ধার।

হরি। বিরাট, ওই (নেপথ্যে শিবিকা-বাহকের শব্দ)।

আন। হরিপ্রসাদ, এখনও নয়।

হরি। ওই, ওই।

আন। আর একটু থাক।

বিরা। হরিপ্রসাদ, আনন্দময়, ধর, মার।

[মার মার শব্দে সকলে নিষ্ক্রান্ত।

[নেপথ্যে স্ত্রীলোকের চীৎকার।]

মহীকুমারীকে লইয়া হরিপ্রসাদ ও আনন্দময়ের পুনঃপ্রবেশ।

[নেপথ্যে গোলমাল।]

আন। হরিপ্রসাদ, চল, চল। পেছনের দিকে চেও না।

হরি। বিরাট, শীঘ্র এস।

[নেপথ্যে] তোমরা প্রস্থান কর, আমার জন্য ভেব না।

বিরাট ও মোরাদ খিলিজি যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবিষ্ট।

মোরা। সয়তান, তোকে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত চিরে দুখণ্ড করব। জানিস, আমি মোরাদ খিলিজি?

বিরা। তুই যেই হ না কেন, বিরাট তোকে ভয় করে না।

উভয়ে যুদ্ধ ও মোরাদ খিলিজির আহত হইয়া পতন।

মোরা। সয়তান কাফের-বাচ্ছা আমাকে মেরে ফেলেছে।

বিরা। তুই আহত হয়েছিস, তোকে মারব না, যদিও তোর মুখ নরক উদ্গার করে।

চারিজন অস্ত্রধারীর প্রবেশ ও তাহাদের সঙ্গে বিরাটের যুদ্ধ।

বিরা। (উচ্চৈঃস্বরে) ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে পালাও, আমার জন্য ভেব না।

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের নিষ্ক্রমণ।

বিরাটকে ধৃত করিয়া অস্ত্রধারীদিগের পুনঃপ্রবেশ।

বিরা। (উচ্চৈঃস্বরে) আমার জন্য এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর‌ও না। ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান কর।

মোরা। কি খোপসুরত—যাও, আমাকে তাহত করে কাজ নাই—কাফেরকেও ছেড়ে দেও—যাও মহীকুমারীকে নিয়ে এস—আমি অমন রূপ দেখতে দেখতে প্রাণত্যাগ করি। আমি মহীকুমারীকে হৃদয়ে ধরে মরব—না হৃদয়ে ধরলে বেঁচে উঠব। যাও, যাও, মহীকুমারীকে এনে আমাকে বাঁচাও।

বিরা। কি বলিস, দুরাচার? মরবার সময়ও কুবুদ্ধি ছাড়িস নে?

প্র, অ। চুপ রও কাফের, নচেৎ পদাঘাতে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব।

বিরা। নির্ম্মলা বালিকাকে পাপাত্মাদিগের হস্ত হতে উদ্ধার করলেম, বঙ্গমাতাকে এইরূপ উদ্ধার করতে পারি।

প্র, অ। চল্, কাফের। তোর মাংস কুকুরের খাবার গোস্ত্ হবে।

[বিরাটসেনকে লইয়া দুইজন অস্ত্রধারীর প্রস্থান।

মোরা। তোরা করছিস কি? কাফেরকে ছেড়ে দে। যা, মহীকুমারীকে নিয়ে আয়।

তৃ, অ। হুজুর, কোথায় বড় চোট লেগেছে?

মোরা। যা, মহীকুমারীকে নিয়ে আয়। আমি যদি আর বাঁচি তাতে ক্ষতি নাই। শীঘ্র আন।

তৃ, অ। হুজুর, তারা পালিয়ে গেছে, এখন পাওয়া যাবে না।

মোরা। পালিয়ে যেতে দিলি কেন?

তৃ, অ। গোলমালে পালিয়ে গেছে।

মোরা। মোরাদও মরেছে।

তৃ, অ। হুজুর, কোথায় বড় চোট লেগেছে?

মোরা। বুকের ভিতর। সেই আঘাতে আমি প্রাণত্যাগ করব।

চ, অ। কৈ বুকে তো লাগে নি।

মোরা। তোর চোখ নাই। না, সে আঘাত কেউ দেখতে পায় না। যা, মহীকুমারীকে নিয়ে আয়—মহীকুমারীকে এনে আমার বুকের আঘাত আরাম কর।

তৃ, অ। হুজুর, পালকীতে উঠুন—

মোরা। না, আমি উঠব না। মহীকুমারীকে আনতে যাবি নে? আমিই যাই। (উঠিতে উদ্যত ও অজ্ঞান হইয়া পতন)

তৃ, অ। জ্ঞান আছে, তোল, পালকীতে করে নে যাই।

[মোরাদ খিলিজিকে ধরা ধরি করিয়া লইয়া অস্ত্রধারীদ্বয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নবদ্বীপ, রাজ-ভবনের সম্মুখ।

বন্দীর অবস্থায় বিরাটসেনকে সঙ্গে লইয়া বক্তিয়ার খিলিজির প্রবেশ।

বিরা। (স্বগত) স্বপ্নেও কে ভেবেছিল যে এই স্থানে আমার এই দশা হবে? স্বাধীন অবস্থায় এই স্থান আমার ক্রীড়া-ভূমি ছিল, এক্ষণে ইহা আমার বধ্য ভূমি হল। এই সেই বট গাছ, ইহার তলায় বসে কত আনন্দ উপভোগ করেছি? মহারাজ এই শ্বেত পাথরের উপর বসতেন, আমরা অস্ত্রচালনা করতেম। কোথায় এখন সেই দেবতুল্য মহাত্মা? কোথায় হরিপ্রসাদ, আনন্দ-ময়? যাবার সময় এঁদের নিকট বিদায় নিতেও পারলেম না (উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) ঐ সেই কাট বিড়াল দুটী পূর্ব্বের মত নেজ ফুলিয়ে চীৎকার করে দৌড়া দৌড়ি করছে। এরা জানে না বঙ্গের, লাক্ষ্মণ্যসেনের, বিরাটসেনের কি দুর্দ্দশা হয়েছে। তিন দিন পূর্ব্বে এই কোকিল-শাবকগুলি উড়তে গেলে পড়ে যেত, আজ উড়তে পারছে। এই তিন দিনে বঙ্গভূমির কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হল! তাঁর মস্তিষ্ক মজ্জা পর্য্যন্ত দগ্ধ হল—সুখরাজ্য দুঃখময় হল।

বক্তি। কয়েদি, ভাবছ কি? শরীর ত্যাগ করতে কি ভয় হচ্ছে?

বিরা। আমার ভয় হক আর না হক, তোমার ভয়ের কারণ দূর হচ্ছে বলে তোমার আনন্দ হচ্ছে তো? মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর বেশে আসুক না কেন, তাতে আমার ভয় নাই। যারা তোমার মত দুরাচার তারাই মরতে ভয় করে।

বক্তি। হাঁ! ঐ দেখছ কি?

বিরা। ফাঁসি কাট।

বক্তি। এখনই ফাঁসিকাটে তোমার শরীর ঝুলবে।

বিরা। তথাস্তু। যে পাষণ্ড অন্যের রাজ্য বলে বা কৌশলে অপহরণ করতে পারে, সে অনায়াসে অন্যের প্রাণও নিতে পারে।

বক্তি। তুমি মোরাদ খিলিজিকে আহত করেছ ?

বিরা। পতিপ্রাণা কুলকামিনীকে শত্রুহস্ত হতে উদ্ধারের সময় যে প্রতিবন্ধক হয় তার প্রাণ নেওয়া উচিত।

বক্তি। তুমি বিদ্রোহী হবার যোগ্য বটে।

বিরা। এ মিথ্যা কথা। আমি বিদ্রোহী নই, বিদ্রোহী হবার যোগ্যও নই।

বক্তি। তুমি তোমার স্বদেশীয়দিগকে আমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লওয়াও নি ?

বিরা। হাঁ, আমি আমাদের শত্রুদিগকে দেশ হতে বহিষ্কৃত করবার জন্য স্বদেশীয়গণকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেছি।

বক্তি। আমি সেই জন্যই তোমাকে বিদ্রোহী বলছি।

বিরা। তুমি কে যে তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে বিদ্রোহ হবে ?

বক্তি। আমি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা।

বিরা না, তুমি অন্যের স্বাধীনতাপহারক অর্থাৎ দস্যুশ্রেষ্ঠ।

বক্তি। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তোমার সাহস প্রশংসনীয়। যার সাহস আছে তার মনুষ্যত্ব আছে, যার সাহস নাই তার মনুষ্যত্ব নাই।

বিরা। তুমি যে আমার প্রশংসা করলে সে জন্য তুমি আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

বক্তি। তুমি বীরপুরুষ। তুমি আমার কেন, জগতের প্রশংসার যোগ্য। তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর ? যা চাইবে তাই পাবে।

বিরা। আমি দস্যুশ্রেষ্ঠের নিকট কিছুই চাই না।

বক্তি। কেন ?

বিরা। কারণ আমি যা চাইব তুমি তা দিতে পারবে না।

বক্তি। তা কি আমার ক্ষমতাতীত ?

বিরা। না। কিন্তু দিতে পারবে না, দেবেও না।

বক্তি। তুমি কি চাও ?

বিরা। আমার প্রার্থনা এই, দেবতুল্য মহারাজ লাক্ষ্মণ্যসেনকে বাঙ্গালার সিংহাসন প্রত্যর্পণ করে তুমি স্বজন সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাগমন কর।

বক্তি। বৃষ্টিধারা যেমন পুনর্ব্বার মেঘে ফিরে যেতে পারে না, তেমনই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

বিরা। আমি জানি মুসলমান সেনাপতির সেরূপ মহত্ব হতে পারে না।

বক্তি। আচ্ছা, তুমি আমার নিকট জীবন প্রার্থনা কর না ?

বিরা। যখন জননীর হস্তপদ শৃঙ্খলে বাঁধা হল, তখন আর সন্তানের বেঁচে কি প্রয়োজন ?

বক্তি। তোমার বাক্য আমার অশ্রু আকর্ষণ করছে। আমি তোমাকে জীবন দিচ্ছি, স্বাধীনতাও দিচ্ছি, যদি তুমি আমার অধীনে কোন উচ্চ পদ গ্রহণ করতে স্বীকার কর।

বিরা। আমি তোমার অধীনে সর্ব্বোচ্চ পদও প্রার্থনা করি না।

বক্তি। আমার অধীন হয়ে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ কর।

বিরা। যে আমার মায়ের অমূল্য নিধি চুরি করতে পারে, আমি তাহার অধীনে রাজত্ব স্বীকার করি না।

বক্তি। বুঝতে পেরেছি, তুমি পরাধীন দেশে বাস করতে চাও না। চল আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে চির-স্বাধীন রাজ্যে নে যাচ্ছি। তুমি সেখানে স্বাধীন লোকের মধ্যে স্বাধীন হয়ে জীবন যাপন করও।

বিরা। আপন মাকে দুরবস্থায় ফেলে কি পরের মাকে মা বলব ? আমি বঙ্গমাতার সন্তান, এ আমার পরম গৌরব। ওহে মুসলমান সেনাপতি, বঙ্গভূমির তুল্য দেশ আর পৃথিবীর মধ্যে নাই। বিদেশের সুখের জন্য বঙ্গভূমিকে ভুলতে পারি না।

বক্তি। তোমার বাক্য বাক্য নয়, মধু-বর্ষণ। আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিচ্ছি, তুমি স্বদেশে থাক কিন্তু স্বদেশীয়গণকে বিদ্রোহী করতে চেষ্টা করও না।

বিরা। বিরাটসেনকে স্বাধীনতা দিলে সে স্বদেশীয়গণকে স্বাধীন হতে নিশ্চয়ই উত্তেজিত করবে, অতএব আমাকে তোমার স্বাধীনতা দিয়ে কাজ নাই। বল আমি তোমার ভয় নিবারণের জন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ফাঁসিকাঠে উঠছি।

বক্তি। বিরাট, তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম। যাও তুমি সৈন্য সংগ্রহ করগে। তোমার মত বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করায় সুখ আছে। সাহসী শত্রু

জান, কাপুরুষ মিত্রও কিছু নয়। কিন্তু বিরাট, বাঙ্গালীরা কাপুরুষ, তারা তোমার কথায় অস্ত্র ধারণ করবে না।

বিরা। মুসলমান সেনাপতি, মনুষ্যের কি এত দূর অবনতি হতে পারে যে সে স্বাধীনতা লাভের আশায় প্রাণ দিতে পারবে না? বাঙ্গালীরা কি মনুষ্যত্বহীন হয়েছে?

বক্তি। যা করতে পার কর গিয়ে। শত্রু হয়ে আমার হাতে পড়েছিলে, এখন মিত্রভাবে যাও।

বিরা। আমার স্বদেশের শত্রু কখনই আমার মিত্র হতে পারে না। আমি শত্রু ভাবে চললেম।

[প্রস্থান।

বক্তি। সেলাম, তুমি আমাকে শত্রু জ্ঞান করলেও আমি তোমাকে মিত্র জ্ঞান করব। পৃথিবীতে এরূপ অল্প লোক জন্ম গ্রহণ করেন। বঙ্গভূমিতে ইঁহার জন্ম হওয়া অন্যায় হয়েছে।

[নিষ্ক্রমণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তরস্থ বৃক্ষতল।

বিরাট, আনন্দ ও হরিপ্রসাদ উপস্থিত।

আন। পুনর্ব্বার তিন জন একত্রে এক দিন অতিবাহিত করলেম। নিরানন্দকূপে একবার ডুবে পুনর্ব্বার উপরে উঠে সহজে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেম। আবার এখনই ডুবতে হবে। তোমার প্রস্তাবে তোমার মহত্বের আভা প্রকাশ পাচ্ছে কিন্তু তাতে আমাদের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হচ্ছে।

হরি। যে মনুষ্য তার এমনই প্রস্তাব। বিরাট, শীঘ্র সৈন্য সংগ্রহ কর গে। ম্লেচ্ছদিগের গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা পাপে এই কদিনেই বঙ্গদেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। শীঘ্র দুরাচারদিগকে দূর করবার উপায় কর।

বিরা। সত্যই, হরিপ্রসাদ, এ কদাচার আর দেখা যায় না। যে ইহার প্রতীকার না করতে চেষ্টা করে সে কাপুরুষ, কুলাঙ্গার।

হরি। আমি এমন লোকের মুখ দর্শন করবার পূর্ব্বে আমার তরোবার যেন তার হৃদয়ে প্রবেশ করে।

বিরা। কথায় সময় হরণের প্রয়োজন নাই। আমাকে তোমরা বিদায় দেও।

আন। তোমার আশা পূর্ণ হক, বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল হক, এই আমার অন্তরের নিগূঢ় ইচ্ছা, কিন্তু সুআশার সর্ব্বদা সুফল হয় না—

হরি। আনন্দময়, তুমি প্রথমেই এ কু ডাক ডেক না।

আন। হরিপ্রসাদ, মনের আশঙ্কা ব্যক্ত করা কু ডাক ডাকা নয়। বিরাট, তুমি কি এটা ভেবেছিলে?

হরি। যে ভাবে তাকে ভাবনায় খায়, কাজে তার পা সরে না।

আন। আমার কথাটা শোন। বিরাট, যাদের উচিত শত্রুকে বিনাশ করা অথবা শত্রু হস্তে বিনাশ হওয়া তারাও কি তোমার কথা শুনেছে?

বিরা। তা হলে আজ বঙ্গে হাহাকার ধ্বনি উঠবে কেন?

হরি। আনন্দময়, তুমি সৈন্যগণের কথা কচ্ছ? তারা একটী ভেড়ার দল।

আন। ঠিক কথা। বিবেচনা করে দেখ যুদ্ধ যাদের ব্যবসা, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও আমোদ, তারা যখন যুদ্ধ করলে না, যুদ্ধ করবার ইচ্ছাও যখন তাদের হল না, তখন বুঝতে পারছ হতভাগ্য বাঙ্গালীরা বিরাটের কথা কি ভাবে গ্রহণ করবে।

বিরা। তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে তো, ম্লেচ্ছ-অত্যাচার হতে তাদের রক্ষা করবে না?

আন। আমার সে ভরসা নাই। যদি তাদের দৈব রক্ষা করেন, তবেই তারা রক্ষা পাবে, নচেৎ——

হরি। বঙ্গবাসীদের যদি এই দশা হয়ে থাকে, হে বঙ্গভূমি, তুমি সসন্তান রসাতলে যাও।

আন। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ম্লেচ্ছেরা যখন শুদ্ধ আকৃতি দেখিয়ে জয় লাভ করলে, তখন রসাতল যেতে আর বাকী কি?

বিরা। নিরাশ হব না, আনন্দময় শেষ না দেখে পুরুষ নিরাশ হবে না।

আন। বিরাট, ক্ষান্ত হও, স্বদেশানুরাগরহিত বাঙ্গালীদের কপালে যা আছে তাই হক।

বিরা। আনন্দ, অমন কথা বলও না, তারা স্বদেশীয়। তাদের দুঃখে প্রাণ কেঁদে উঠে। যা সংকল্প করেছি করব। একবার দেখব বঙ্গে জীবন আছে কি না, পুরুষত্ব আছে কি না? আমি ঘরে ঘরে গিয়ে হাতে ধরে পায়ে ধরে সকলকে যুদ্ধে আহ্বান করব, একবার দেখব বঙ্গভূমি হতে এমন অনল উঠে কি না যাতে ম্লেচ্ছ-রাজত্ব শীঘ্র শেষ হয়। তোমরা আমাকে বিদায় দেও।

হরি। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বিরা। না হরিপ্রসাদ, তোমার বৃদ্ধ মাতা আছেন, স্ত্রী আছেন। এ ভয়ানক সময়ে তোমার গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয়, তোমার গৃহই স্বদেশ। আনন্দময়, তুমিও গৃহে থাক, বৃদ্ধ পিতার রক্ষণাবেক্ষণ কর। আমার পিতা মাতা নাই, বঙ্গভূমি আমার জননী। তোমরা পুত্রের কার্য্য কর, আমিও পুত্রের কার্য্য করি।

হরি। না বিরাট, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বিরা। হরিপ্রসাদ, আমার সঙ্গে গিয়ে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করও না। আমি সাগর হতে হিমাচল পর্য্যন্ত পর্য্যটন করব। মাটে, ঘাটে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে, অনাহারে, অনিদ্রায় কত কষ্ট সহ্য করতে হবে। তাতে আবার ম্লেচ্ছগণ দেশ ব্যাপে ফেলেছে, পদে পদে প্রাণ-সংশয়। অতএব, হরিপ্রসাদ, আনন্দময়, তোমরা আমার সঙ্গী হতে ইচ্ছা করও না। বিধাতা যদি প্রসন্ন হন আর সৈন্য সংগ্রহ করতে পারি আমরা তিন জনেই সৈন্যাধ্যক্ষ হব। এস হরি-প্রসাদ, আনন্দময়, তোমাদের আলিঙ্গন করি। (পরস্পরে আলিঙ্গন) বন্ধুত্ব কি নিধি তা বিচ্ছেদারম্ভে আর বিচ্ছেদান্তে জানা যায়। পরমেশ্বর যদি দিন দেন, পুনর্ব্বার মিলন হবে।

হরি। বিরাট, চললে? আমার প্রণয় তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

আন। গৌরব যেমন তোমার সঙ্গী হয়েছেন, সৌভাগ্যও তেমনি তোমার সঙ্গী হউন।

বিরা। গৌরব, সৌভাগ্য বঙ্গমাতাকে ত্যাগ করেছে, পুনর্ব্বার এসে জননীর চরণ সেবা করুক।

হরি। আর একবার আলিঙ্গন করি। আরও একবার, আরও একবার।

[সকলে বিক্ষ্যান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

মহেন্দ্র ও গোপাল বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট।

মহে। গোপাল, প্রাতের স্বপ্ন খেটেছে, রাজা হয়েছি। মূর্খেরা কুসংস্কারাধনী হয়ে দুরাশাকে প্রবল করে ও শেষে তাহাদের ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়। আমি অতি মূর্খ, স্বপ্ন দ্বারা প্রতারিত হলেম! কল্পনা-নির্ম্মিত কুহকে পড়ে সর্ব্বস্ব হারালেম!

গোপা। যখন সান্ত্বনা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন আক্ষেপই আক্ষেপের উত্তর।

মহে। আমরা একত্রে দুরাকাঙ্ক্ষানুবর্ত্তী হয়েছিলাম, এখন একত্রে দুরবস্থায় পতিত হয়েছি।

গোপা। একত্রে বড় হব মনে করেছিলাম, এখন একত্রে ডুবলেম।

মহে। উচ্চপদস্থ ছিলাম, কুকল্পনায় উচ্চতর করেছিল, দুষ্কর্ম্মে রসাতলের নিম্নতম প্রদেশে নিক্ষেপ করলে।

গোপা। সেই স্থানে উভয়ে একত্রে হাহাকার করি, ক্রন্দন করি।

মহে। না গোপাল, আপনার জন্য আমার চক্ষের জল পড়ে না। অপমান, অধঃপতন, যন্ত্রণা আদি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু আত্মীয়গণকে যে অকুল পাথারে ভাসালেম তা মনে হলে উন্মাদ হতে হয়। গোপাল, মানুষ তত স্বার্থপর নয় যত লোকে বলে। ও—হ! রাজরাণী করব আশা দিয়েছিলেম, এখন কি দশা হয়েছে কে বলতে পারে? একবার তা জানতেও পারলেম না। গোপাল, সেই অভাগিনীর কথা মনে হলে চখের জল নিবারণ করতে পারি নে, আমিই অভাগিনী করলেম।

গোপা। আপনকার চখের জল পড়ছে, আমার সে শান্তিও নাই

তারা কি জীবিত আছে? কেউ দেখবার নাই, দুটী স্ত্রীলোক মাত্র, কন্যাটী বিধবা। (নীরব)

মহে। মহীকুমারীকে মনবেদনা দিয়েছিলেম, তারই বুঝি ফল ফলল! মহীকুমারি, তোমায় অপমান করে তোমার স্বর্গীয় জননীর মনঃপীড়া দিয়েছি, এ বুঝি তারই প্রতিফল? নারাণ, তুই কি কথাই বলেছিলি, "দিদি ঠাকুরাণীর সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর লক্ষ্মী ছাড়ল"। হা রাজমহিষি, তোমার অনুগ্রহের অনুচিত কাজ করেছি, এ তারই ফল। মহারাজ আমায় মন্ত্রীত্ব দেবার সময় বলেছিলেন "আমি যেন বঙ্গবাসীদের সুখ বৃদ্ধি করে মহারাজকে সুখী করতে পারি"। বঙ্গবাসীদিগকে সুখী করলেম, মহারাজকে সুখী করলেম, নিজেও সুখী হলেম! ইহ জন্মেই পাপীর নরক ভোগ হয়।

গোপা। স্মরণ-শক্তি আমাদের পরম শত্রু। যখন যুদ্ধে আহত হই, তখন নূতন আঘাত দিতে প্রবৃত্ত হয়।

মহে। আমি স্মরণ-শক্তিকে দোষ দিই না। আপন দোষেই আপনারা মরি। গোপাল, যুদ্ধে প্রাণ গেলে গৌরব রেখে যেতে পারতেম। দুরাকাঙ্ক্ষায় সব নষ্ট হল। প্রথমে দুরাকাঙ্ক্ষা, পরে দুষ্কর্ম্ম, শেষে দুরবস্থা, দুর্ভাবনা, দুর্নাম। বিষ বৃক্ষের ফুল, ফল, পাতা, ছাল, ছায়া, বাতাস সবই বিষাক্ত।

বক্তিয়ার খিলিজির প্রবেশ।

বক্তি। যোড়া বিশ্বাস-ঘাতক, এখন দুজনে একত্রে কি ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে? তোমাদের স্বল্প বুদ্ধির পক্ষে এই কারাগারের গরাদিয়া অত্যন্ত স্থূল, ভাঙ্গতে পারবে না।

মহে। কুবুদ্ধির বশীভূত হয়ে বিশ্বাস-ঘাতক হয়েছি কিন্তু আপনি দিগ্‌বিজয়ী বীরপুরুষ হয়ে আমাদের প্রতি কি উচিত ব্যবহার করেছেন?

বক্তি। তোমাকে সিংহাসন দিলেম না সেই জন্য?

মহে। আজ্ঞা, হাঁ।

বক্তি। আমি কেমন করে তোমাকে বিশ্বাস করি?

মহে। আমি লাক্ষণ্যসেনের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করেছি বলে কি আপনকারও নিকট বিশ্বাস-ঘাতক হব?

বক্তি। যে ব্যক্তি স্বজাতীয়, স্বধর্ম্মাবলম্বী, পরমোপকারক প্রভুর নিকট

নেমকহারামী করেছে সে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বিদেশীয়ের নিকট কেমন করে বিশ্বাসী হতে পারে? তুমি সহস্র সপথ করলেও তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি নে।

মহে। আমি রাজ্য দিয়েছি, তথাপিও আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন না?

বক্তি। সেই জন্যই তোমাকে আরও অবিশ্বাস করি।

মহে। আমি স্বীকার করি যে লোভে পড়ে বিশ্বাস-ঘাতক হয়েছি কিন্তু যদি সে লোভ চরিতার্থ হয় তবে আর অবিশ্বাসী হব কেন?

বক্তি। লোভী অবিশ্বাসী হয়, আর অবিশ্বাসীর নূতন লোভ হতে কতক্ষণ? তোমরা যাবজ্জীবন কয়েদ থাক তা হলে তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হবে না, বরঞ্চ লোকে তোমাদের জন্য চখের জল ফেলবে। আচ্ছা, কাপুরুষ রাজার বিশ্বস-ঘাতক মন্ত্রি, বিশ্বস-ঘাতক বলে সকলের নিকট ঘৃণিত হয়ে সিংহাসন লাভ আর লোকের নিকট বিশ্বাস-ঘাতক না হয়ে চিরকাল কয়েদ থাকা, এ দুইয়ের কোনটী ভাল?

মহে। কোনটীই ভাল নয়। কিন্তু দুটীই আমাদের ভাগ্যে ঘটেছে?

বক্তি। পূর্ব্বে এ বিবেচনা হয় নি কেন? করে ভাবা অপেক্ষা ভেবে করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাক, ও কথায় আর প্রয়োজন নাই। মন্ত্রি, আমি তোমাকে সিংহাসন দিতে পারি, যদি তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পার?

মহে। উচিত প্রায়শ্চিত্তের আর অবশিষ্ট কি?

বক্তি। আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারি,. যদি তুমি আমাদিগের সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন কর।

মহে। আমার রাজ্যলাভে প্রয়োজন নাই। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারি নে। চিরকাল কারারুদ্ধ রাখ, আর প্রাণদণ্ড কর, আমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করব না। আমার অর্দ্ধেক শরীর পাপে ডুবেছে, ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম অবলম্বন করে মহাপাতকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পারি নে।

বক্তি। তোমার ইহকাল ও পরকালের হিতের জন্য এ কথা বলেছিলেম। অস্বীকার হয়েছ ভালই, মৃত্যু পর্য্যন্ত কারাগারে বাস কর।

মহে। ওহ! মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীর এইরূপ আচরণই বটে।

বক্তি। (গোপালের প্রতি) সয়তানের সঙ্গী সয়তান, তুমি মুসলমান হতে স্বীকৃত আছ ?

গোপা। এক্ষণই—যদি আপনি আমাকে রাজত্ব দেন, তা নাইবা হল যদি একটী উচ্চ পদ দেন।

মহে.। ধিক গোপাল, তুই এত বড় নরাধম, স্বার্থের জন্য স্বধর্ম্মও ত্যাগ করতে পারিস। তোকে এত দিনে চিনলেম।

গোপা। তুমিই তো আমার সর্ব্বনাশ করেছ ?

মহে। আমিই তোর সর্ব্বনাশ করেছি ? আমি যত বার দুরাশাকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছি, তুই তত বারই তাকে পুনরুত্তেজিত করে দিয়েছিস।

বক্তি। দুষ্কর্ম্মের সময়ের মিত্রতা বিপদকালে বিসম্বাদের কারণ হয়, পরমেশ্বরের এই নিয়ম। এখন ক্ষান্ত হও।

গোপা। আজ্ঞা, ক্ষান্ত হলেম, আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।

মহে। আমি আর তোর মুখ দর্শন করব না। (ক্রোধের সহিত কারাগারের অন্য দিকে গমন)

গোপা। জনাব, আপনি যা অনুমতি করেন এ দাস তা করতে প্রস্তুত। আমি মুসলমান হচ্ছি, তার পর যদি বলেন যে যাও বঙ্গদেশের যত দেব-মন্দির, দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে চূর্ণ কর গিয়ে, আমি তার জন্য প্রস্তুত।

বক্তি। ব্রহ্মহত্যা করতে প্রস্তুত ?

গোপা। আজ্ঞা, হাঁ।

বক্তি। গোহত্যা করতে প্রস্তুত ?

গোপা। আজ্ঞা, হাঁ।

মহে। নর-পিশাচ, ক্ষান্ত হ, আর শুনতে পারি নে।

বক্তি। যে লোভে পড়ে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে স্বধর্ম্মবিদ্বেষী হতে পারে সে বিশ্বাস-ঘাতক অপেক্ষাও অধম। আমি এমন ব্যক্তিকে পিজমদ্গারও রাখি নে।

গোপা। (স্বগত) যার মন যোগাতে যাই সেইই ফিরে বসে! পরের মন যে যোগাতে যায় তার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

বক্তি। আপাততঃ তোমাদের কারও কারাগার হতে নিষ্কৃতি নাই।

[নিষ্ক্রমণ।

মহে। ধিক, অধার্ম্মিক নরাধম!

[প্রস্থান।

গোপা। তুমিও কম অধার্ম্মিক কি? অধর্ম্ম যে করতে পারে তার নিকট হিন্দুধর্ম্মই বা কি, মুসলমান ধর্ম্মই বা কি?

[অন্য দিক দিয়া নিষ্ক্রমণ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পান্থশালা। লাক্ষ্মণ্যসেন শায়িত, পার্শ্বে গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য। লাক্ষ্মণ্যসেনের চরণ অঙ্কে ধারণ করিয়া ব্রহ্মময়ী উপবিষ্ট।

লাক্ষ্ম। (কাতর স্বরে) গুরুদেব, কবিরাজ আপনাকে বললেন কি? বলতে পারছেন না কেন? বললেন আমার চরম কাল উপস্থিত? এ শুভ সংবাদ দিতে সংকুচিত হচ্ছেন কেন? আর আমার তা জানতে হবে না। ইন্দ্রিয়গণের নিকট জগৎ লোপ হয়ে আসছে। তবুও আমাকে একবার উঠিয়ে বসান।

গোবি। (লাক্ষ্মণ্যসেনকে অর্দ্ধ উপবিষ্ট করাইয়া) এই ঔষধটা খান।

লাক্ষ্ম। ঔষধ আর খাব না। যার বাঁচবার আশা বা ইচ্ছা থাকে, সেই ঔষধ খায়। আমার দুইয়ের কিছুই নাই। গুরুদেব, ঔষধ খেতে অনুরোধ করবেন না।

ব্রহ্ম। কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে, কথা কইও না।

লাক্ষ্ম। আমার মনে যে যন্ত্রণা তা মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক। আমার শরীরের কষ্ট বাড়ুক আর কমুক, তাতে আসে যায় না।

ব্রহ্ম। একটু জল দেব?

লাক্ষ্ম। কি গঙ্গাজল?

ব্রহ্ম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আহা! আমরা কি এখন নবদ্বীপের রাজ অট্টালিকায় আছি যে ইচ্ছা করলে গঙ্গাজল পাব?

লাক্ষ্ম। তবে ও জল খাব না, জিহ্বা পুড়ে গেলেও খাব না—শরীরের আর যত্ন কেন? এ জলে ত পারত্রিক মঙ্গল হবে না।

ব্রহ্ম। খাও, একটু খাও।

লাক্ষ্ম। তবে, গুরুদেব, এই জল পাদস্পর্শ করুন। (পাদস্পৃষ্ট জল পান করিয়া) আহা, এই জলে আমার শরীর মন পবিত্র হল। জল একটু মাথায় ছিটিয়ে দেও। গুরুদেব, সকল রাজায় প্রাণ ত্যাগ করেন, সকল মানুষও মরে—আমার মত মনস্তাপের সহিত কি কেউ ইহ লোক পরিত্যাগ করে?

গোবি। পাপীর মনকষ্ট হয়, আপনার কেন হবে? আপনি ন্যায়পরায়ণ প্রজাবৎসল ছিলেন।

লাক্ষ্ম। ন্যায়পরায়ণ হলেই বা কি আর প্রজাবৎসল হলেই বা কি? রাজার পক্ষে কাপুরুষ হওয়া অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ নাই। আমি সহজে ম্লেচ্ছগণকে রাজ্য সঁপে দিলাম, প্রজাদিগকে দুঃখার্ণবে ভাসালেম। বঙ্গভূমির রক্ত, মাংস, মজ্জা থাকতে ম্লেচ্ছেরা তাঁকে ছাড়বে না।

গোবি। বিধাতার নির্ব্বন্ধ—আপনার দোষ কি?

লাক্ষ্ম। মানষে এইরূপে আপনাদের দোষ বিধাতার উপর আরোপ করে। আমি অতি কাপুরুষ। আমার কথা উল্লেখ করে শত্রুগণ হাসবে, স্বপক্ষগণ আক্ষেপ করবে। ভারতবর্ষে অনেক রাজা আছেন—আমার ন্যায় কাপুরুষ কে? আমি বঙ্গভূমিকে, হিন্দুজাতিকে কলঙ্কিত করলেম।

গোবি। আপনি ইহকালের নশ্বর মান অপমানের বিষয় ভাবেন কেন?

লাক্ষ্ম। গুরুদেব, যার মনে অশান্তি তার পরকালে মন যাবে কেন? শত সহস্র বৎসর পরেও বঙ্গবাসীরা আমার নাম শুনলে আমাকে গাল দেবে আর বলবে 'পৃথিবীর ইতিহাসে লাক্ষ্মণ্যসেনের মত কাপুরুষ আর একটীও নাই।' ম্লেচ্ছপীড়নে জরজর হবে আর আমাকে গাল দেবে। গুরুদেব, কত দুষ্কর্ম্মের ফলে যে কাপুরুষ নাম রেখে এ পৃথিবী হতে চললেম বলতে পারি না।

ব্রহ্ম। হরি, তোমা বিনে দীনহীনের আর কি উপায় আছে?

লাক্ষ্ম। মহিষি, কি অমৃতই বর্ষণ করলে!

ব্রহ্ম। দীনের কাণ্ডারী শ্রীহরির চরণ ধ্যান কর, তা হলে সকল শোক দুঃখ চলে যাবে। হরি, তোমা ভিন্ন আর কাউকে জানি না।

লাক্ষ্ম। (কিঞ্চিৎ নিদ্রাবেশের পরে) আমায় নিতে এসেছ? বৈকুণ্ঠধাম হতে পুষ্পরথে করে আমায় নিতে এসেছ? আমি কাপুরুষ, আমি সেখানে যাবার উপযুক্ত নই, তোমরা যাও। (নিস্তব্ধ) আমি কাপুরুষ বলে সকলে আমাকে ছেড়ে গেছে?

ব্রহ্ম। এই যে আমি চরণতলে বসে আছি। আমি জন্ম জন্মান্তরে তোমা ছাড়া হব না।

লাক্ষ্ম। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) মহিষি, প্রাণের বিরাটও কাপুরুষ বলে আমাকে ছেড়ে গেছে। বিরাট, অনুচিত কাজ হয় নি।

ব্রহ্ম। বিরাট, এ সময় তুমি কোথায়? (নিস্তব্ধ হইয়া রোদন)

লাক্ষ্ম। গুরুদেব, আমরা শ্রীক্ষেত্র হতে কত দূরে?

গোবি। এক দিনের পথ।

লাক্ষ্ম। এত নিকট এসেও দর্শন হল না? এ হতভাগ্যের প্রতি প্রভুও বিমুখ!

গোবি। মহারাজ—

লাক্ষ। আপনিও আমায় মহারাজ বলে উপহাস করছেন? কাপুরুষের প্রতি ত্রিজগৎ বিমুখ।

গোবি। মহারাজ—

লাক্ষ্ম। গুরুদেব, মার্জ্জনা করুন। আপনি আর আমাকে অমন করে যন্ত্রণা দেবেন না।

গোবি। এখন পরমেশ্বরকে স্মরণ করুন—

লাক্ষ্ম। পরমেশ্বর কি আমায় মার্জ্জনা করবেন?

ব্রহ্ম। হরি, তুমি ত দয়ার সিন্ধু। তোমার শরণ নিলে শত জন্মের পাপ মোচন হয়।

লাক্ষ্ম। হরি, দয়াময়—কৃপাসিন্ধু—দীনের গতি—

[নেপথ্যে।] হা বঙ্গ, হা বঙ্গ, হা বঙ্গ—

লাক্ষ্ম। হা বঙ্গ—লাক্ষ্মণ্যসেন তোমার বুকে ছুরী দিয়েছে। কে আসছ—লাক্ষ্মণ্যসেনকে তিরস্কার করতে? এস, এখনও লাক্ষ্মণ্যসেন জীবিত আছে।

গোবি। বিরাট?

বিরাটসেনের প্রবেশ।

ব্রহ্ম। বাবা এসেছ? (রোদন)

লাক্ষ্ম। বি—রা—ট, কাপুরুষের মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখতে এসেছ? বাবা, কাপুরুষ লাক্ষ্মণ্যসেন চিরস্থায়ী কলঙ্ক রেখে চলল।

বিরা। হা, দুরাচার যবনগণ! দেখ তোরা লোভপরবশ হয়ে ধর্ম্ম-স্বরূপ বঙ্গাধিপতির কি দুর্দ্দশা করেছিস! আজি পান্থশালায় বঙ্গেশ্বরের এই দুরবস্থা।

লাক্ষ্ম। বাবা, এস একবার আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন) বীরপুরুষের আলিঙ্গনে কাপুরুষের সর্ব্বাঙ্গ শীতল হল। আমি তোমায় রাজ্য দিয়ে পর-লোক গমন করব মনে করেছিলাম, এখন দিয়ে চললেম, ন রাজ্য, ন সম্পদ—শুদ্ধ মর্ম্মভেদী দুঃখ ও মনঃপীড়া। বাবা, আমি যাই। শরীর অবসন্ন হল। বিরাট, কাপুরুষ লাক্ষ্মণ্যসেনের শত দোষ মার্জ্জনা কর। ইষ্টদেব, আমার শত দোষ মার্জ্জনা কর। কিন্তু বঙ্গ, তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করতে পার না। বঙ্গ বিনাশ করে চললেম। হরি, নিস্তার কর। বিরাট, বাবা যাই। হরি, হরি, হরি—হা বঙ্গ—বঙ্গ—বঙ্গ—

গোবি। বিরাট, নাভিশ্বাস হয়েছে। দেখ বাহিরে কে আছে, বিলম্ব নাই।

লাক্ষ্ম। বঙ্গ——(মৃত্যু)

(লাক্ষ্মণ্যসেনের চরণে ব্রহ্মময়ীর মস্তক স্থাপন।)

বিরা। কাকা, গেলে? ও—হ! (রোদন করিতে২) তোমার মত প্রজা-বৎসল রাজা কি বঙ্গ দেখেছে? তুমি কি না দুর্নাম নিয়ে সংসার হতে চলে গেলে! কাপুরুষদিগের কুপরামর্শের এই ফল। তাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

গোবি। (বিরক্তির সহিত) এইক্ষণ পরনিন্দার সময় নয়।

বিরা। গুরুদেব, আপনি জানেন না কি দুঃখ আমার হৃদয় পেষণ করছে। তা হলে অমন কথা বলতেন না। কাকা, তোমার কোন দোষ নাই। তোমার জন্য স্বর্গের দ্বার এতক্ষণ উন্মুক্ত হল। কাকা—কাকা—কাকা—আক্ষেপ

রইল, তোমার পীড়ার অবস্থায় সুশ্রূষা করতে পারলাম না। পিতা হারিয়েছি, যখন পিতৃস্নেহ বুঝতে পারি নি। তোমায় হারিয়ে পিতৃশোক পেলেম।

গোবি। বিরাট, তুমি বীরপুরুষ, শোকে অধীর হইও না।

বিরা। না, গুরুদেব—তবু স্বভাব আপন গতিতে চলে।

গোবি। অগ্রে কর্ত্তব্য সমাধা কর, পরে শোক করও। আমারও হৃদয় শোকে ভারাক্রান্ত হয়েছে। এমন ধার্ম্মিক ও প্রজাবৎসল নরপতি ভারতবর্ষে অল্পই জন্ম গ্রহণ করেছেন। (জনান্তিকে) বিরাট, রাজমহিষী এখানে রয়েছেন, এঁকে উঠান অতি কঠিন কাজ। তুমি ধরে ঐ ঘরে নিয়ে যাও। পতিশোক পুত্রশোকের অধিক।

ব্রহ্ম। গুরুদেব, পরমেশ্বর আমাকে পতিশোক দেবেন না। এ চরণ যখন আমার বক্ষে রয়েছে তখন আমার শোক দুঃখ কিছুই নাই। আমাকে ও ঘরে নিয়ে যেতে বলছেন কেন? আমি এ চরণ ছাড়ব না, যতক্ষণ না দেহ ভস্মসাৎ হবে।

গোবি। বিরাট, রাজমহিষী অনুমৃতা হবেন সংকল্প করছেন। কলিতে সহমরণ প্রথা এক প্রকার উঠে গেছে। জীবিত অবস্থায় চিতায় দগ্ধ হওয়া সহজ নয়। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে স্বামীর পারলৌকিক মঙ্গলোদ্দেশে সৎক্রিয়ানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্ম। গুরুদেব, আমি কি জীবিত আছি? আমার আত্মা প্রভুর সঙ্গে চলে গেছে, শরীর মাত্র পড়ে আছে। শরীর দগ্ধ হবার কষ্ট অনুভব করবে কে? কষ্টের কথা বলছেন? এই দেখুন। (সম্মুখস্থ প্রদীপে অঙ্গুলী দগ্ধ করা) ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলছেন কি? প্রভুই আমার ব্রহ্মচর্য্য, প্রভুই আমার স্বর্গ। আমি প্রভুর সঙ্গে গিয়েছি, আমার শরীর দাহ করুন।

গোবি। ধন্য সাধ্বি! কলিকালে আপনাদের গুণেই পৃথিবী রয়েছে। আপনার যে অভিপ্রায় তাই হক। হরিপদ ভরসা—হরি তুমিই সত্য। ওহে, তোমারা সকলে এস, সৎকারের আয়োজন কর। বিলম্ব করও না।

ব্রহ্ম। গুরুদেব, আমার সঙ্গে যে অর্থ আছে, আপনি সমুদায় নিন। বিরাট, এ অলঙ্কারগুলি মন্ত্রীর কন্যা মহীকুমারীকে দিও। না জানি মন্ত্রীবরের কি দুর্দ্দশাই হয়েছে। (শরীর হইতে অলঙ্কার মোচন)

চারি জন লোকের প্রবেশ ও খট্টা লইয়া প্রস্থান।

গোবি। অসার মায়াময় সংসার। হরি! তুমিই সার। লাক্ষ্মণ্যসেন লোকান্তরিত হলেন, আমিও তীর্থবাসী হই গে।

[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর।

তিন জন মুসলমান সৈনিকের প্রবেশ।

প্র, সৈ। আমরা গিয়েছিলাম সাত জন একত্রে, ফিরে এলেম তিন জন। এই এক বিরাটসেনের জন্য চারি জন মারা গেল।

দ্বি, সৈ। তবুও কাফেরটার নিশানা হল না।

তৃ, সৈ। কোথায় রংপুর, কোথায় কুচবেহার, রাজ্যি ধুঁড়ে এলেম, তবুও বদমায়েশকে খুজে পেলেম না। ও কিছু জাদু জানে, তাই কোথায় লুকিয়ে আছে।

দ্বি, সৈ। পদ্মার উত্তর পারে সে নাই।

প্র, সৈ। সে কি আর বাঙ্গালা মুলুকে আছে? তা হলে দরিয়াজোড়া জালে পড়তই পড়ত।

তৃ, সৈ। এত তকলিব মিছে হল, এখন বক্তিয়ার খিলিজিকে কি বলি? খুজে পাই নি বললে আগুন হয়ে যাবে।

প্র, সৈ। আগুন হয়ে যান আর পানি হয়ে যান, আমাদের এক বাত ছাড়া দোসরা বাত নাই। আমাদের কাম করেছি, তাতে কোন গাফিলি করি নি।

দ্বি, সৈ। নসিবে যা খোদা লিখে দিয়েছেন তাই হবে। সচ বাত তো সে পাইকা চাল।

তৃ, সৈ। রাত অনেক হয়েছে, চল ঐ গাছ তলায় গিয়ে একটু ঘুমাই। দরিয়ার ধারে, ভাল জায়গাটা।

দ্বি, সৈ। চল, পাটায় বড় দরদ হয়েছে।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

বিরাটসেনের প্রবেশ।

বিরা। (স্বগত) আক্ষেপ রাখি কোথায়? সমস্ত বাঙ্গলায় দশটী লোক পেলেম না যারা আমার কথায় অন্ততঃ একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল্। এরা যেন কোন কালে স্বাধীন ছিল না—স্বাধীনতা গেছে যেন পায়ের নখ মাথার চুল ফেলে দেওয়া হয়েছে। কোটী বাঙ্গালীর মধ্যে দশ জন স্বদেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত নয়। প্রাণে এত মমতা? দুদিনের নিশ্বাস প্রশ্বাস কি এত বড় হল, আর স্বাধীনতা কিছুই নয়! বাঙ্গালীরা কি জীবিত আছে? না, তাদের গতি বিধি আছে, আহার বিহার আছে, জীবন নাই। আক্ষেপে শরীর পুড়ে যায়। আমায় উপহাস করে উড়িয়ে দিলে! গম্ভীর স্বরে বললে ‘ মিছে মারামারী করে কেন ধনে প্রাণে মারা যাব’? আমাকে নিরস্ত হতে পরামর্শ দিলে! আক্ষেপে বুক ফেটে যায়! কাপুরুষের পরামর্শে মহারাজ রাজ্য ছেড়ে দিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। কাপুরুষ বাঙ্গালীরা ম্লেচ্ছের দাসত্ব স্বীকার করলে—একবার তোদের মনে হল না যে নিষ্ঠুর ম্লেচ্ছেরা তোদের সন্তান সন্ততিগণকে পুরুষ পুরুষানুক্রমে চরণ তলে দলন করবে। ধিক বঙ্গবাসীগণ! তোরা মাতৃভূমির দুঃখে উদাসীন হলি? মাতৃভূমিকে একেবারে ভুলে গেলি? মায়ের চক্ষের জলে তোদের হৃদয় বিদীর্ণ হয় না? তোরা মায়ের কুসন্তান, আর্য্যজাতিকলঙ্ক। কেন অভাগিনী বঙ্গমাতা তোদের জন্ম দিয়েছেন, কেন তোদের ক্রোড়ে ধারণ করে রেখেছেন, কেন তোদের শরীর পুষ্টির জন্য শস্য উৎপাদন করছেন? যে দেশে জল নাই, বায়ু নাই, শস্য ফল নাই, তাহাই তোদের বাস যোগ্য। বঙ্গমাতা! তুমি অতুল সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়েছ কি এই কাপুরুষদিগের জন্য? তোমার শত শত নির্ম্মল-সলিল নদ নদী প্রবাহিত হচ্ছে কি এই কাপুরুষদিগের জন্য? তোমার সুপ্রসস্ত ক্ষেত্রসকল বিবিধ-শস্য-সুশোভিত হয়েছে কি এই কাপুরুষদিগের জন্য? তোমার কোটী সন্তান, তবুও তুমি নিঃসহায়। তুমি সুখের আবাস-ভূমি, তবু তোমার দুঃখের সীমা নাই। আক্ষেপের কথা কাকে বলি? বঙ্গভূমি, আমি তোমার অকৃতী সন্তান, কিছুই করতে পারলেম না, তোমার বক্ষের উপর দুরাচারেরা দম্ভের

সহিত বিচরণ করছে, কিছুই করতে পারলেম না। তোমার হস্ত পদ শৃঙ্খলে বাঁধলে স্বচক্ষে দেখলেম, কিছুই করতে পারলেম না। কতক গুলীন কাপুরুষ সন্তান নিয়ে পরাধীন হলে, চিরসুখী চিরস্বাধীন থেকে শেষে দীনদুঃখিনী হয়ে করযোড়ে পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হল, কিছুই করতে পারলেম না। তোমার অকৃতী সন্তান বিরাটসেন তোমার উদ্ধারের জন্য দ্বারে দ্বারে বেড়ালে, তবুও কিছু করতে পারলে না। তাই আজ এখানে একাকী হাহাকার করছে। আর জীবনে কি প্রয়োজন? স্বদেশ উদ্ধার হল না, আর জীবনে কি প্রয়োজন?

মুসলমান সৈনিকত্রয়ের পুনঃপ্রবেশ।

প্র, সৈ। কে তুই?

বিরা। আমি বিরাটসেন।

প্র, সৈ। কাফেরকে পেয়েছি।

দ্বি, সৈ। ঘিরে দাঁড়াও, যেন পালায় না।

তৃ, সৈ। গেরেফতার কর। [ধরিতে চেষ্টা]

বিরা। ওরে ক্ষুদ্র শত্রুগণ, চলে যা, আমাকে ধরতে চেষ্টা করিস নে। তোদের মেরে কি হবে? বঙ্গভূমি ত স্বাধীন হবেন না।

প্র, সৈ। কাফের, তোর মুখে এত বড় কথা?

বিরা। নির্ব্বোধ, চলে যা, আমি অকারণে শত্রু বিনাশ করব না।

প্র, সৈ। তোকে কোন মতে ছাড়ব না, বড় তকলিবের পর তোকে পেয়েছি। (ধরিতে চেষ্টা)

বিরা। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) তফাত রও।

প্র, সৈ। সয়তান, যখন তোকে পেয়েছি তখন কোন মতেই ছাড়ব না। ও দিকে যাও, খবরদার যেন পালায় না।

বিরা। আমাকে স্পর্শ করলেই মৃত্যু।

প্র, সৈ। মুসলমানকে ভয় দেখালে সে ভোলে না।

বিরা। অনিচ্ছায় যুদ্ধ করতে হল। ক্ষুদ্র শত্রুতে বড় বিরক্ত করলে। এখন আত্মরক্ষা কর।

চতুর্থ অঙ্ক।

[যুদ্ধারম্ভ ও প্রথম সৈনিকের মৃত্যু।]

কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক মারা গেলি?

তৃ, সৈ। মার, কাফের বাচ্ছা সয়তানকে মার।

দ্বি, সৈ। মা্র, মার, মার, মার।

[যুদ্ধ ও অবশেষে বিরাটসেনের আহত হইয়া ভূতলে পতন।]

বিরা। বিরাটসেন আহত হয়েছে, কিন্তু মরে নাই। (তরবারি উত্তোলন করিয়া আত্মরক্ষা)

বক্তিয়ার খিলিজির প্রবেশ।

বক্তি। আমার তাঁবুর নিকট কিসের গোলমাল?

দ্বি, সৈ। সমস্ত বাঙ্গালা ঘুরে ঘুরে শেষে বিরাটসেনকে এখানে পেয়েছি।

বক্তি। এই মহাত্মা বিরাটসেন? কে এঁকে আহত করেছে?

দ্বি, সৈ। খোদাবন্দ, নকর।

বক্তি। করেছিস কি?

দ্বি, সৈ। এ নাজির উদ্দিনকে মেরে ফেলেছে। সেই জন্য আমি একে জখম করেছি। কোন মতেই পাকড়া করতে পারি নি।

বক্তি। উল্লুক, কে তোকে এ কাজ করতে আজ্ঞা দিলে?

বিরা। বক্তিয়ার খিলিজি, একে আর তিরস্কার করও না।

বক্তি। তুই জানিস নে যে বিরাটসেন এখন আমার পরম বন্ধু?

দ্বি, সৈ। আমরা গিয়েছিলেম পদ্মার পার, কেমন করে জানব?

বক্তি। আমি তো চতুর্দ্দিকে এ সংবাদ পাঠিয়েছিলাম, তোরা জানতে পারিস নি?

দ্বি, সৈ। না জানাব। আমাদের কসুর মাপ করুন।

বক্তি। মহাত্মা বিরাট, তুমি আহত হয়েছ?

বিরা। হয়েছি, তজ্জন্য দুঃখিত হইও না।

বক্তি। আঘাত তো সাংঘাতিক নয়?

বিরা। সাংঘাতিক, কিন্তু তার ক্ষতি নাই।

বক্তি। তোরা যা আমার তাঁবুতে। সেখানে যে দু জন কয়েদি আছে তাদের নিয়ে আয়। বাঙ্গালা স্বাধীন করবার চেষ্টা করেছিলে?

[সৈনিকদ্বয়ে প্রস্থান।

বিরা। হাঁ। (দীর্ঘনিশ্বাস)

বক্তি। বাঙ্গালীরা যুদ্ধ করবে?

বিরা। ও কথা জিজ্ঞাসা করও না, উত্তর দিতে লজ্জা হয়।

বক্তি। মহাত্মা, তোমার কি আর বাঁচবার ভরসা নাই?

বিরা। না। সে আহ্লাদের বিষয়। বঙ্গের অধীনতা অধিক দিন দেখতে হল না।

বক্তি। বঙ্গ পরাজয় করে তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েছি, সে দোষ মার্জ্জনা কর।

বিরা। আমি নিজে তোমার দ্বারা উপকৃত, তজ্জন্য আমি তোমার নিকট নিতান্ত বাধিত। কিন্তু তুমি যে বঙ্গ জয় করেছ, সে দোষ অমার্জ্জনীয়, সেই জন্য এখনও তুমি আমার পরম শত্রু।

বক্তি। আমি অঙ্গীকার করছি আমি বাঙ্গালীদের উপর পীড়ন করব না, তা হলেও কি আমার দোষ মার্জ্জনা করবে না।

বিরা। তুমি আমার ধন্যবাদের যোগ্য। পররাজ্যাপহারীদিগের মধ্যে তোমাকে মহত্তম বলতে পারি। কিন্তু তোমার দোষ মার্জ্জনা করতে পারি না।

বক্তি। তুমি আমাকে এখন মিত্রতুল্য জ্ঞান করছ তো?

বিরা। তুমি মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু আমার মাতৃভূমি যে জয় করেছে যে কখনই আমার মিত্র হতে পারে না।

বক্তি। ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ। তোমার কথা শুনে ইচ্ছা হচ্ছে আমি বাঙ্গালী হয়ে বঙ্গদেশকে স্বাধীন করি।

নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে হরিপ্রসাদ ও আনন্দময়ের প্রবেশ।

হরি। কে বিরাটকে মেরেছে? বিরাট কই, বিরাটের শত্রু কই? এই? দুরাচার, তুমি জান না বিরাট কে? বিরাটের অর্দ্ধাঙ্গ হরিপ্রসাদ এখনও জীবিত আছে।

বক্তি। আমি জানি বিরাট কে। বিরাট মনুষ্য জাতির শিরোভূষণ। এও বলি বিরাটের অর্দ্ধাঙ্গ হরিপ্রসাদকে আমি ভয় করি না।

হরি। আমি তোকে এখনই যমালয়ে পাঠাব। (মারিতে উদ্যত)

বিরা। হরিপ্রসাদ, থাম, থাম, কর কি? তরবার কোষিত কর। বক্তিয়ার আমাকে আহত করেন নাই, বরং এতক্ষণ জীবিত রেখেছেন।

হরি। ম্লেচ্ছ পেলেই মারবে, মহৎই হক আর নীচই হক।

বিরা। ক্ষান্ত হও। মৃত্যুকালীন আমার এই অনুরোধ রক্ষা কর।

হরি। ক্ষান্ত হলেম। বিরাট, রক্ত দরদর করে পড়ছে—এ কোন দুরাচারের কার্য্য?

বিরা। হরিপ্রসাদ, বঙ্গভূমিকে স্বাধীন করতে পারলেম না—আনন্দময়, বাঙ্গালীতে কোন পদার্থই পেলেম না। কেউ একবার বললেও না 'যুদ্ধ করব'।

বন্দীর অবস্থায় মহেন্দ্র ও গোপালের প্রবেশ।

বিরা। এ কারা? মন্ত্রীমহাশয়, আপনারও এ দুর্দ্দশা?

বক্তি। কুলাঙ্গারকে কয়েদ হবার কারণ জিজ্ঞাসা কর।

হরি। হরিপ্রসাদের পূজনীয় ব্যক্তিকে যে এইরূপ কটু কথা বলে আমি স্বহস্তে তাহার মস্তক ছেদন করি। (মারিতে উদ্যত)

বক্তি। (আত্মরক্ষা করিয়া) উদ্ধত বালক, তোমার পূজনীয় ব্যক্তির উত্তর শুন। মন্ত্রি, উত্তর দেও।

মহে। বক্তিয়ার খিলিজি, আমায় মেরে ফেল।

বক্তি। মহাত্মা বিরাট, এই এক বিশ্বাস-ঘাতক, এই আর এক বিশ্বাস-ঘাতক। উভয়েই ষড়যন্ত্র করে বাঙ্গালার স্বাধীনতা নষ্ট করেছে।

বিরা। কি বললে বক্তিয়ার খিলিজি! তুমি অতি মহৎ নচেৎ তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করতেম।

বক্তি। মন্ত্রী মহেন্দ্র ও তার অনুচর গোপাল বিশ্বাসঘাতকতা করে——

মহে। বক্তিয়ার খিলিজি, আর না। যুবরাজ, আমি বিশ্বাসঘাতক, ঘোর বিশ্বাসঘাতক। রাজ্যলোভে আমি মুসলমানদিগের হাতে বঙ্গরাজ্য সমর্পণ করেছি।

বিরা। ও—হ, বিশ্বাসঘাতকের হাতে বঙ্গরাজ্যের পতন হল, বঙ্গের সুখাবসান হল!

হরি। (মহেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া) বিশ্বাসঘাতক, আমি তোর প্রাণ সংহার করব। তুই আমার পিতা হলেও এই ভয়ানক অপরাধের জন্য তোর মস্তক ছেদন করতেম।

বিরা। হরিপ্রসাদ, গুরুজন বধের পাতকে কলঙ্কিত হইও না।

হরি। রেখে দেও তোমার গুরুজন। বিশ্বাস-ঘাতক, দুরাচারকে জীবিত রাখব না। তুই ম্লেচ্ছ অপেক্ষা অধম।

বক্তি। হরিপ্রসাদ, নিরস্ত হও।

আন। হরিপ্রসাদ, কর কি?

মহে। হরিপ্রসাদ, আমাকে বধ কর, গুরুজন বধের পাপ হবে না। তুমি পৃথিবীর ভার মুক্ত কর।

হরি। যে আপন কন্যাকে অপমান করে, আপনার বাটী হতে বহিষ্কৃত করতে পারে সে স্বদেশের সর্ব্বনাশ করবে আশ্চর্য্য কি!

বিরা। হরিপ্রসাদ, ক্ষান্ত হও। আমার মরণ সময়ের অনুরোধ রক্ষা কর।

হরি। ক্ষান্ত হলেম। বিশ্বাস-ঘাতকের দ্বারায় আমাদের সর্ব্বনাশ হল। বিশ্বাস-ঘাতক, তোরই জন্য ঘরে ঘরে হাহাকার ধ্বনি উঠছে।

বিরা। বক্তিয়ার খিলিজি, এদের ছেড়ে দেও।

হরি। কেন? এরা কারাগারে পচে, খসে, গলে মরবে।

বিরা। বক্তিয়ার খিলিজি, এদের ছেড়ে দেও।

বক্তি। আমার ইচ্ছা ছিল এদের সর্ব্বত্রে নে যেতেম, আর সকলকে বলতেম, এই অদ্ভুত জন্তু বাঙ্গালায় জন্মেছে। এদের নাম বিশ্বাস-ঘাতক। কিন্তু তোমার কথা ফেলতে পারি নে। এদের ছেড়ে দেও। এখন যেখানে খুসি সেখানে যাও।

হরি। দূর হ—পাপীষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকগণ! গলায় দড়ী দিয়ে মরগে।

[গোপালের আস্তে আস্তে প্রস্থান।

মহে। আনন্দময়, আমার স্ত্রী কোথায়?

আন। তোমার পাপের বিষময় ফলের কথা শুনবে? তিনি উন্মাদ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন।

মহে। এক জনের বিশ্বাস-ঘাতকতার এত ফল হল! কি আগুনই জাল-লেম। চারিদিক দগ্ধ হল। ও—হ! (উপবেশন ও শিরে করাঘাত) পরমেশ্বর, তুমি এ দোষীকে মার্জ্জনা করও না। দণ্ড দেও। যুবরাজ, মহারাজ কোথায়?

বিরা। পরলোকে। তুমি তাঁকে এ সংসারে থাকতে দিলে না।

মহে। রে পাপাত্মা মহেন্দ্র, তোরই এই কীর্ত্তি! যুবরাজ, আমি তোমা-কেও মারতেম। যুবরাজ, যুবরাজ—(লম্বমান হইয়া বিরাটের চরণে পতন)

বিরা। ওঠ, আমি তোমাকে মার্জ্জনা করলাম। তুমি এমন করে আর কাতরো না, আমাকে আর অস্থির করও না। আমি যাই। (মহেন্দ্রের এক পার্শ্বে নীরব হইয়া উপবেশন) ভাই হরিপ্রসাদ, ভাই আনন্দময়, বক্তিয়ার খিলিজি, আমি যাই বিদায় দেও।

সকলে। (নীরব হইয়া রোদন)

বিরা। বক্তিয়ার, আমার অর্দ্ধাঙ্গ হরিপ্রসাদ ও আনন্দময় রইলেন, ইঁহা-দিগকে মিত্রতুল্য জ্ঞান করও।

বক্তি। অন্যথা হবে না।

বিরা। জননী জন্মভূমি, বিদায় হলেম। যদি পুনর্ব্বার জন্ম হয় যেন তোমারই সন্তান হই, কিন্তু তখন যেন তোমার অধীনতা পাশ মোচন হয়। মা, বিদায় হলেম। (মৃত্যু)

মহে। জীবনে আর কাজ নাই। মা গঙ্গা পাতকীকে নেও। (বেগে গমন ও গঙ্গায় ঝম্ফ প্রদান।)

হরি। হা বিরাট, বিরাট, বিরাট! (মৃতশরীর গাঢ় আলিঙ্গন)

[যবনিকা পতন।